আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা

আর্থার এস, ফ্লেমির

কর্মসচিব

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ দপ্তর

অনুবাদক ঃ

সুকুমার দাশ

পরিচয় পাব্লিশার্স

প্রথম প্রকাশ :

১লা মার্চ, ১৯৬৩

প্রকাশক :

পরিচয় পাবলিশার্স

৩/১, নফর কোলে রোড,

কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৩/১, নফর কোলে রোড,

কলিকাতা-১৫

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার ধারা	...	...	১
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	..	...	২১
ব্যবহারিক শিক্ষা	...	...	৬৬
উচ্চশিক্ষা সংজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি	...	...	৮০
প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা	...	...	১০৯
গ্রন্থাগার	...	...	১১৬
শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা	...	...	১১৯
আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থা	...	...	১২৩

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার ধারা

আমেরিকার বিদ্যালয় ব্যবস্থা

জাতিগঠনের প্রত্যূষকালে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিক আমেরিকায় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা নিতান্ত অল্পই ছিল। যারা বেসরকারী বিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারত কেবলমাত্র সেই সকল শিশুরাই শিক্ষালাভে সক্ষম হত। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে ধর্মের ভিত্তিতে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু তা নিয়মিত ছিল না।

ঔপনিবেশিক যুক্তরাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়ই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং এই ব্যবস্থা প্রায় দুশ বছরের বেশী বর্তমান ছিল। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়, এমনকি কলেজগুলোকেও সরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। যদিও মাঝে মাঝে সামান্য অর্থ, জমি ইত্যাদি দিয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকার সাহায্য করত তবুও সেই সকল সাহায্যের ব্যাপারে কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিলেন না। ফলে যথেষ্ট অপচয়ের সুযোগ ছিল। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে যতগুলি ঔপনিবেশিক সরকার তখন ছিল তারা কেউই উপনিবেশব্যাপী অবৈতনিক জনশিক্ষার কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও করেনি, সংরক্ষণও করেনি।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যারির চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৩টি মূল উপনিবেশ (যেগুলি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ) সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে। ছ বছর পরে নতুন সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হয়। ইতিহাসের এই ঘটনাটুকু এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোটি এই আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক। নতুবা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে যে সরকারী ক্ষমতার বিভাজন তা বুঝতে পারা যায় না।

সংবিধান অনুসারে কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকারী একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকার। অনুরূপভাবে কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিকে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের দশম সংশোধনে বলা হয়েছে যে যে সকল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির আওতার বাইরে রয়েছে সেগুলিকে রাজ্যের অথবা জনসাধারণের সংরক্ষিত ক্ষমতা বলে মনে করা হবে।

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা এই রকম একটি "সংরক্ষিত ক্ষমতা"। সংশোধন অনুসারে সংবিধান জনসাধারণের সাংবিধানিক অধিকারগুলি বজায় রেখে প্রত্যেক রাজ্যকে প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের অধিকার দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি ব্রান্ডিস বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন রাজ্য ইচ্ছা করলে সমগ্র দেশের ইচ্ছার বিরোধিতা না করেও অত্যন্ত সহজভাবে নিজেকে যে-কোনরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষার পরীক্ষাগৃহে রূপান্তরিত করতে পারে।

প্রত্যেক রাজ্যেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যাতে ১৬ অথবা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত (এই বয়ঃসীমা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দিষ্ট) ছেলেমেয়েরা সরকারী অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক রাজ্যেই এক বা একাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিনা খরচে অথবা সামান্য খরচে (যেটা সাধারণতঃ বেসরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢের কম) পড়াশুনা করতে পারে।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটি পুরোপুরিভাবে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথমাবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠিত হয়েছে। কয়েকটি রাজ্য ভিন্ন প্রত্যেক রাজ্যের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাজ্যের অভ্যন্তরে যাতে প্রয়োজনানুরূপ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় আইনসভা সেইদিকে দৃষ্টি রাখবে। কোন কোন রাজ্যে আবার এই মর্মে আইন প্রণয়নও করা হয়েছে। অতীত রাজ্য সংবিধানে দেখা যায় যে তখন প্রত্যেক রাজ্যে নিম্নতম স্তর থেকে ঊর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী হস্তক্ষেপে পরিচালিত হওয়া অভিপ্রেত ছিল।

তবে উচ্চ শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের প্রসার তত বেশী দ্রুত হয়নি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরই প্রাধান্য ছিল। এই বছরে ডার্ট মাউথ কলেজের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী পরিবর্তনে আইনসভার কোন অধিকার নেই। সিদ্ধান্তটি গৃহীত হবার পরই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটি স্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুততর হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ আমেরিকার উন্নয়নের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার ঘটে এবং শিল্প ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই শতকের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলি পরিচালনার কাজটি যে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের একটি অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয় তাই নয়, ইহা প্রশাসনিক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়।

অবশ্য এরই সঙ্গে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৪০টি হল মুনাফাহীন বেসরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে (কিণ্ডারগার্টেন থেকে একটানা দ্বাদশ পর্যায় পর্যন্ত) শতকরা ১৪টি মুনাফাহীন বেসরকারী বিদ্যালয় কাজ করছে। কলেজীয় পাঠ্য-ক্রমের নিম্নস্তরে শতকরা ৯৫টি বেসরকারী মুনাফাহীন বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলি হয় ধর্মীয় সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত অথবা ধর্মীয় সংস্থার প্রভাবাধীন।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি সমবায় সংস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যা স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আজকের আমেরিকার ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের শিক্ষার অধিকারকে জীবন ধারণের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা অবাস্তব। পিতামাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সরকারী বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা বেসরকারী, যে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতে পারেন। ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯৬ ভাগ (মোট জনসংস্থা হিসাবে) আজ সরকারী অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৬-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন আজ কোন-না-কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজীয় পাঠ্যক্রমের নিম্নস্তরে বর্তমান আমেরিকায় সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃতকার্য ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অংশ কলেজে যোগদান করে। আর বাকী অংশ বাণিজ্যিক কিংবা কারীগরী শিক্ষার জন্য বাণিজ্যিক বা কারীগরী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে।

ক্ষুদ্র পরিসরে এই হল যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন। আইনগত ভিত্তি ও বর্তমান কাঠামোর নিদর্শন। সর্বাঙ্গীন সুযোগ সুবিধার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা কোন মতেই এই আলোচনামালাতে সম্ভব নয়। আমেরিকাবাসীর কাছে আজকের পরিকল্পনা হচ্ছে দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব হয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, শিক্ষাই হচ্ছে স্বাধীন সমাজের ভিত্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ব্যাপক উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১। ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন।

২। ব্যক্তি ও সমষ্টির যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা বেশী সামাজিক উন্নয়নসাধন।

শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মেধা ও ক্ষমতার --বিকাশের জন্য পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দান করা। তাই যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবাবস্থাকে কোন সমষ্টি বিশেষের উন্নয়নসাধনে পরিচালিত করা হয় না। এমন একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে যার ফলে দেশের প্রতিটি জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিগত মেধা, যোগ্যতা ও ইচ্ছাশক্তির যথাযোগ্য বিকাশ ঘটাতে পারে। এই পরিকল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু হল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে প্রতিটি ছাত্র ও বয়স্কের উদ্দেশ্যের রূপায়ণে সহায়তা করা। প্রতিটি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধিসংক্রান্ত যোগ্যতা, অর্থ নৈতিক কর্মক্ষমতা, নৈতিক দায়িত্ব ও সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ সাধন করাই হল এই শিক্ষা পরিকল্পনার মূল ভিত্তি।

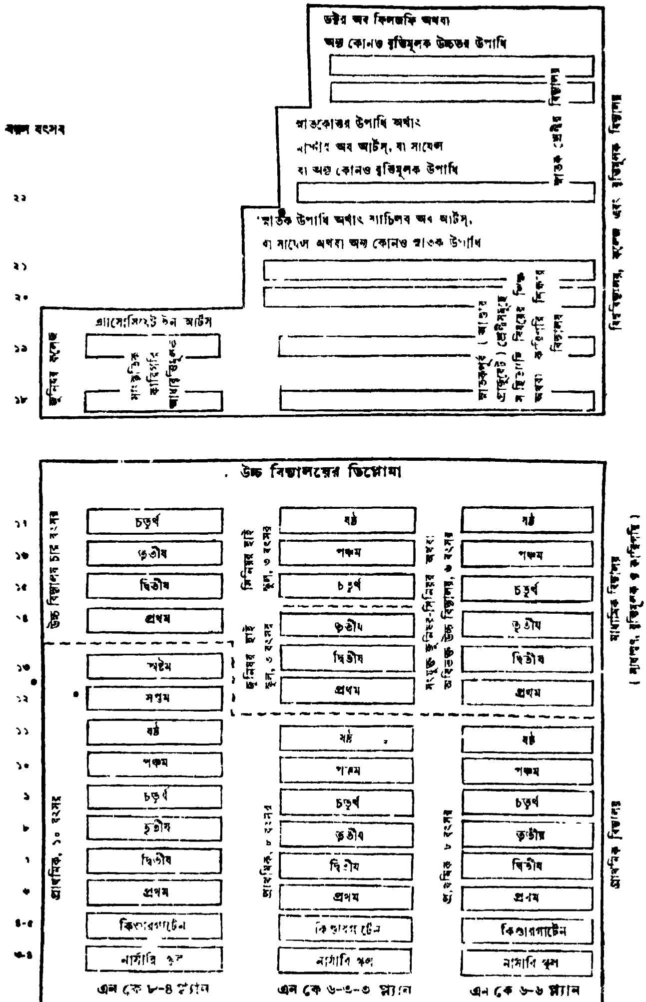
সামাজিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব হয়, যখন জনসাধারণ স্বেচ্ছায় যোগ্যতার সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োজিত করে। তাই নৈপুণ্যের উন্নতি সাধনকে শিক্ষার দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্যক্তি ও সমষ্টি যদি কঠোর নাগরিক দায়িত্ববোধ নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে তবে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই উদ্দেশ্য যদি চরিতার্থ হয়, তবে দেশে প্রকৃত নাগরিক সৃষ্টি হবে যারা গোষ্ঠীকে তথা রাষ্ট্রকে, তথা জাতিকে তথা পৃথিবীকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার কাঠামো

পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটি বুঝতে পারি। চিত্রের দক্ষিণ দিকে শিক্ষার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, যাকে সাধারণতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলা হয়, এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাকে উচ্চতর শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বয়স চিত্রের বাম দিকে দেখানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার সাংগঠনিক রূপ

শিক্ষাদপ্তরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত



উপরের এই তিনটি পরিকল্পনাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠনের ব্যাপারে অনুসৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য প্ল্যানগুলির মধ্যে আছে ৭-৫ (বয়স), ৬-২-৪ (বয়স), এবং ৬ ৪ ২ (বয়স) : শিশুদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই এই সংগঠন করা হয়।

"স্কুল লাইফ" নামক পত্রিকায় ১৯৫০ সালের অক্টোবর সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। শিক্ষাদপ্তর, ফেডারেল সিকিউরিটি এজেন্সি

কলেজীয় শিক্ষাস্তরের নিম্নে যে তিন প্রকার শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সর্ববামে যে প্রকার ব্যবস্থা চিত্রিত হয়েছে তাকে বলা হয় ৮-৪ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা ৮ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪ বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। মাঝখানে যে ব্যবস্থা চিত্রিত হয়েছে সেটিকে বলা হয় ৬ ৩-৩ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষালাভ করার পর ৬ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ৩ বছর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ও ৩ বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

সর্বদক্ষিণে যে চিত্র রয়েছে তাকে বলা হয় ৬-৬ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬ বছর অতিবাহিত করে আরও ৬ বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। চিত্রের বাম দিকে যেমন দেখানো হয়েছে এইরূপ ১৭ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে।

পেশাদারী শিক্ষাব্যবস্থা যদিও চিত্রিত হয়নি তবুও এই ধরনের শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণতঃ সার্বিক পাণ্ডিত্যপন্থী, বৃত্তিমূলক ও কারিগরী বিষয়ক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সার্বিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাণ্ডিত্যপন্থী বিজ্ঞান শিল্পকলা, বৃত্তি-মূলক ও কারীগরী সব কয়টি বিষয়েই শিক্ষাদান করা হয়। তা ছাড়া বড় বড় শহরে আলাদাভাবে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। তবে কলেজে প্রবেশ করার জন্য যে সকল সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেই সকল বিষয় এই বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে পরবর্তীকালে কোন ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করলে সাধারণ কলেজের ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে নিম্ন-স্নাতক কলেজ, কারিগরী প্রতিষ্ঠান চতুর্বার্ষিক কলেজী শিক্ষাব্যবস্থায় আর নয়ত বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। নিম্নস্নাতক কলেজে সাধারণতঃ চার বছরের কলেজী শিক্ষার প্রথম দুবছরের পাঠ্যক্রম এক, বৃত্তিমূলক শিক্ষার শেষ পর্যায়ের কিছু কিছু অংশ শেখানো হয়। এই সকল কলেজে শিল্পকলার যে পাঠ্যক্রম আছে তা চার বছরের কলেজীশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সমতুল। কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে তার শেষ ফল হিসেবে কোন বৃত্তিমূলক উপাধি দেওয়া হয় না। বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি—যেমন চিত্রটির উপরে দক্ষিণ ভাগে দেখানো হয়েছে,

বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন স্তরে তাদের পাঠ্যক্রম শুরু করে। যেমন, কোন মেডিকেল ছাত্রকে মেডিকেল স্কুলের চার বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের প্রাক্-মেডিকেল পরীক্ষা পাস করতে হবে। অপর পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারীং ছাত্ররা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করেই ইঞ্জিনিয়ারীং স্কুলে ভর্তি হতে পারে। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ তিন থেকে চার বছরের ছেলেমেয়েরা ও কিণ্ডারগার্টেনে ৪ থেকে ৫ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। অবশ্য বয়সের ক্ষেত্রে কিছু কম বেশী সর্বত্রই আছে। কিণ্ডারগার্টেনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর নার্সারী বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত হয়।

১৯৫৫-৫৬ সালে কতগুলি বিদ্যালয় ছিল তার বিবরণ ১ ও ২ নং তালিকায় দেখানো হয়েছে।

১নং তালিকা—১৯৫৫-৫৬ সালে মহাদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ের সংখ্যা

মোট মহাদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যা ...	১৫০,৩০৩
বুনিয়াদী (কিণ্ডারগার্টেন সহ)	১১৬,৭৯৯
সরকারী	১০৪,৪২৭
বেসরকারী	১২,৩৭২
মাধ্যমিক	২৯,৯৩৩
সরকারী	২৬,০৪৬
বেসরকারী	৩,৮৮৭
উচ্চতর-শিক্ষা [১]	১৮৫০
সরকারী	৬৫০
বেসরকারী	১,২০০
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধহীন নার্সিং বিদ্যালয়	৯২১
বেসরকারী বাণিজ্যিক বিদ্যালয়	৮০০

১ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরী বিদ্যালয় (শিক্ষকতা শিক্ষণ কলেজসহ) এবং জুনিয়ার কলেজ।

২নং তালিকা—১৯৫৫-৫৬ সালে মহাদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র দিনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
বিভিন্ন স্তর (বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক)	৩৯,১৯৩,৬৩৫	২০,৩২৮,১২০	১৮,৮৬৫,৫১৫
বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক	৩৬,১০৭,০৫৯	১৮,৩৬২,৩২০	১৭,৭৪৪,৭৩৯
কিণ্ডারগার্টেন	১,৮৩৮,২০২	৯৩৮,৬৬৮	৯০০,৫৩৪
সরকারী	১,৫৭৩,৭৪১	৮০১,৯৫০	৭৭১,৭৯১
বেসরকারী	২৬৪,৪৬১	১৩৫,৭১৮	১২৮,৭৪৩
ক্রমপর্যায় ১ ৮	২৬,৪৯৩,৮৮২	১৩,৬০০,৫৫৬	১২,৮৯৩,৩২৬
সরকারী	২২,৮৪৭,৫৭৬	১১,৭৬০,৮৭৩	১১,০৮৬,৭০৩
বেসরকারী	৩,৬৪৬,৩০৬	১,৮৩৯,৬৮৩	১,৮০৬,৬২৩
ক্রমপর্যায় ৯-১২	৭,৭৭৪,৯৭৫	৩,৮২৪,০৯৬	৩,৯৫০,৮৭৯
সরকারী	৬,৯১৭,৭৯০	৩,৪৪০,৪৬৮	৩,৪৪৭,৩২২
বেসরকারী	৮৫৭,১৮৫	৩৮৩,৬২৮	৪৭৩,৫৫৭
উচ্চতর শিক্ষা	২,৯৯৬,০০০	১,৯৬৫,০০০	১,০৩১,০০০
সরকারী	১,৬৮৭,০০০	১,০৯৪,০০০	৫৯৩,০০০
বেসরকারী	১,৩০৯,০০০	৮৭১,০০০	৪৩৮,০০০
উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধহীন নার্সিং বিদ্যালয়	৯০,৫৭৬	৮০০	৮৯,৭৭৬

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও শিক্ষা

অনেক দেশে শিক্ষার জাতীয় দপ্তরকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং তাকে জাতীয় সরকারের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসারে বিবেচনা করা হয়। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থাকে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উপর জাতীয় সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। যেহেতু শিক্ষার

দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নয় সেইহেতু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষা দপ্তরটি আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের একটি অপরিহার্য অংশ হয়েও অন্যান্য দেশের মত শিক্ষমন্ত্রী দপ্তরের অধীন নয়।

শিক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দায়ী নয় তবুও নিয়মিত আর্থিক ও নানাবিধ সাহায্যদান করে আমেরিকায় শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু আজই নয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগেই জাতীয় কংগ্রেস রাষ্ট্র-সমবায়ের অনুচ্ছেদ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় জমি বন্টন করার সময় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই মর্মে এক আদেশ জারী করে যে--

"ধর্ম, নীতি এবং শিক্ষা যেহেতু সুশাসন ও মানবিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য সেইহেতু বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বদাই উৎসাহিত করা হবে।"

এই অংশ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার স্রষ্টিকর্তারা কিভাবে শিক্ষার মূল্যায়ন করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের সংবিধান রচনাকালেও শিক্ষার উপর অনুরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র তাই নয় বিভিন্ন সময় রাজ্য বিধানসভা এবং বিচার বিভাগের সামনে দেখানো হয়েছে যে রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শিক্ষার প্রতি কতখানি গুরুত্ব আরোপ করে। উপরোক্ত আদেশে শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে নীতি ঘোষিত হয়েছে সমগ্র আমেরিকায় আজ তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া বর্তমানে শিক্ষার প্রসারের জন্য যে সব পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে বা সাহায্যদান করা হচ্ছে তা উপরোক্ত নীতির সম্প্রসারণ ভিন্ন নতুন কিছু নয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন শহরে কংগ্রেস যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষা দপ্তর স্থাপন করে তার মধ্য দিয়েই বুঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কতখানি যত্নবান।······উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশের বিভিন্ন অংশে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং যাতে দেশের সর্বত্র জনসাধারণের উন্নতি বিধায়ক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তার জন্য উন্নত ধরনের বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা ও পঠন-পাঠন ব্যবস্থার প্রচার করা ও সাহায্য দান করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রযুক্ত এইটি এবং আরও কতকগুলি আইনের মাধ্যমে এই শিক্ষাদপ্তরটি প্রধানতঃ তিনটি কাজের দায়িত্ব লাভ করে—

শিক্ষামূলক গবেষণা, এককভাবে সমস্ত রাজ্যের পক্ষে যে সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ করা সম্ভব নয় সেই সব কাজ করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যে সকল আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দান করে থাকে তার ব্যবস্থা করা। এই আইনটির বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষা দপ্তর প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহ করা, ব্যাখ্যা করা এবং বিভিন্ন রাজ্যে যাতে শিক্ষার বিস্তার ঘটে তার জন্য জরীপের কাজ করা, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য সম্মেলনের আয়োজন করার কাজ করে।

কয়েক বছর হল কংগ্রেস এই দপ্তরটির উপর আরও কতকগুলি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বর্তমানে এই দপ্তর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী করার ও তাকে ফলবতী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উন্নত ধরনের শিক্ষার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যের পরিকল্পনা রূপদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যগুলির শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় নানাবিধ শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যার উপর গবেষণা চালানোর জন্য বিরাট একটি পরিকল্পনার দায়িত্ব প্রধানতঃ ১৯৫৮ সালের জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা আইনের মাধ্যমে এই দপ্তরের উপর অর্পিত হয়েছে।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিও নানা প্রকার বিশেষিকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা রূপদান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কৃষি বিভাগের অন্তর্গত কৃষিসম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং জাতীয় বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে; অর্থবিভাগের অধীনে গৃহীত বিদ্যালয়ে সঞ্চয় পরিকল্পনা; বিচারবিভাগের অধীনে গৃহীত দেশীয়কৃত নাগরিকগণের শিক্ষা পরিকল্পনা; স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন পরিকল্পনা, আভ্যন্তরীণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র বিভাগের আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিনিময় পরিকল্পনা ও সহযোগিতামূলক কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনা; সামরিক বিভাগ, নৌবিভাগ ও বিমানবিভাগের লোকদের এবং প্রবাসী সামরিক কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য হচ্ছে এক একটি সংস্থা এবং বিধানমণ্ডলী হচ্ছে তার ক্ষমতার উৎস। জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার প্রতিনিধি হিসাবে বিধানমণ্ডলীর শিক্ষাব্যবস্থার উপর ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। রাজ্যের সংবিধান দ্বারা কেবলমাত্র এই ক্ষমতা সীমিত। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে রাজ্য-বিধান মণ্ডলী রাজ্য এবং স্থানীয় বিদ্যালয় কর্মাধ্যক্ষগণের উপর বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

যদিও ৫০টি রাজ্যের নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবুও বুনিয়াদী (প্রাথমিক) ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের কর্মপন্থার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। যেমন প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি করে সংস্থা যাকে বলা হয় রাজ্য শিক্ষা সংস্থা। এই সংস্থাটির কাজ হচ্ছে বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক স্তরে যে সব সরকারী বিদ্যালয় রয়েছে সেখানকার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা। তাছাড়া প্রত্যেক রাজ্যেই একজন করে প্রধান বিদ্যালয় কর্মাধ্যক্ষ রয়েছেন যাঁকে বলা হয় শিক্ষা-কমিশনার বা প্রধান জনশিক্ষা নির্দেশক। এই সকল কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মচারীগণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে সংস্থা গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় রাজ্য শিক্ষাদপ্তর। রাজ্যের মধ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার প্রতিটি স্তরের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যদিও রাজ্য শিক্ষাদপ্তর উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কর্মপন্থা প্রণয়ন করে থাকে তবুও শিক্ষার প্রতিটি স্তর থেকে সুপারিশ পাঠানো হয়ে থাকে। রাজ্যবিদ্যালয় কর্মাধ্যক্ষগণ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান তথ্য প্রেরণের সময় বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করেন যার উপর ভিত্তি করে রাজ্য-শিক্ষার দপ্তর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে।

তাছাড়া প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংস্থা আছে যার কাজ হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে রূপদান করা। এই ব্যাপারে রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যলাভ করে থাকে। অনেক রাজ্যে আবার রাজ্যবিদ্যালয় দপ্তরই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের কাজ করে থাকে। তবে এই সংস্থাগুলিই একমাত্র রাজ্যশিক্ষা সংস্থা নয়। রাজ্যের মধ্যে আরও বহু শিক্ষা সংস্থা রয়েছে যারা বিশেষ বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। যেমন মূক ও বধির্ বিদ্যালয়, শিক্ষকতা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

রাজ্যশিক্ষা সংস্থাগুলির কাজকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে নেতৃত্বমূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক, এবং কর্মমূলক।

নেতৃত্বমূলক কাজ বলতে বুঝায় (১) পরিকল্পনা (২) গবেষণা (৩) পরামর্শ (৪) সমন্বয় (৫) জনসংযোগ দ্বারা রাজ্য ও স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন সাধন করা।

নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের প্রত্যক্ষ ফল। যদিও শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার সকল ক্ষমতা বিভিন্ন রাজ্য ও সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিয়েছে তবুও প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি আইনসঙ্গত নিম্নতম মান নির্দেশ করা আবশ্যক যা রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রত্যেক স্থানে প্রযুক্ত হবে। এই মান নির্ধারণের কাজটি সম্পাদন করে হয় রাজ্যবিধানমণ্ডলী অথবা রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি আর নয়, আইনের দ্বারা সরকার যে সংস্থার হাতে অনুরূপ ক্ষমতা দান করে সেই সংস্থা।

কর্মমূলক কাজ বলতে বুঝায় বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যে সকল স্থানে স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলির কাজ করার অসুবিধা আছে কেবলমাত্র সেই সকল স্থানে রাজ্যশিক্ষা সংস্থা এই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

স্থানীয় সংস্থা ও বিদ্যালয় পরিচালনা

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার গঠন। যখন বর্তমান সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি তখন সেই অল্পবিস্তর বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবনে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর বহির্নিয়ন্ত্রণ খুব একটা ছিল না। আজও স্থানীয় শিক্ষাকর্মীরাই প্রধানতঃ শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন। এর ফলে শিক্ষা জনসাধারণের প্রয়োজনবিধায় বিশেষ লক্ষ্যশীল হয়ে উঠেছে এবং বিদ্যাব্যবস্থাকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে।

স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলসমূহ

শিক্ষার প্রসার ঘটানো যদিও রাজ্যসরকারের দায়িত্ব তবুও প্রত্যেক রাজ্যবিধানমণ্ডলী শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চল গড়ে তুলেছে। এক-একটি বিদ্যালয় অঞ্চলসমূহ সৃষ্টিতে যে বিধানমণ্ডলী সক্রিয় সেই অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে সেই বিদ্যালয় অঞ্চলে।

প্রত্যেক রাজ্যে বিদ্যালয় অঞ্চলসমূহের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। কোন রাজ্যে হয়তো ১৭টি অঞ্চল রয়েছে আবার কোথাও বা ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ বিদ্যালয় অঞ্চল আছে। তবে মোটামুটিভাবে সমগ্র আমেরিকায় ৪৮,০০০টি বিদ্যালয় অঞ্চল আছে।

আয়তনের দিক থেকেও বিদ্যালয় অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আয়তনটি ছাত্রসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন অঞ্চল অনেকগুলি বড় বড় বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত আবার কোন কোনটি একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত। সাধারণতঃ যেখানে জনসংখ্যা খুব ঘন নয় সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় অঞ্চলগুলি দেশের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়েছে।

যদিও একজন শিক্ষকের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র আমেরিকায় ২৫,০০০ এরও অধিক, তবে প্রাথমিক মানের মোট ছাত্রসংখ্যা শতকরা ২ ভাগেরও কম।

গত দুশতক ধরে স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলি এমনভাবে আইন প্রণয়ন করছে যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলি একত্রিত হয়ে বৃহৎ অঞ্চল সৃষ্টি করতে পারে। অঞ্চলগুলির আয়তন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কম খরচে উন্নতধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

শিক্ষা পর্ষদ

স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চলের পরিচালনসংস্থাকে সাধারণতঃ শিক্ষা পর্ষদ বলে অভিহিত করা হয়। এই পর্ষদের কাজ হচ্ছে রাজ্যের আইন এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নিয়মকানুন অনুসারে বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী রচনা করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যালয় পর্ষদ একজন করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করে যিনি পর্ষদের কার্যকরী কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। বেশীর ভাগ অঞ্চলেই সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ পর্ষদের সদস্যদের নির্বাচিত করে। আবার কোন কোন অঞ্চলে সদস্যগণ সরকারী কর্মাধ্যক্ষগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন। পর্ষদের সদস্যগণের এইরূপে নিযুক্ত হবার পদ্ধতি ক্ষুদ্র অপেক্ষা বৃহদাঞ্চলেই অধিক প্রচলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্ষদের সদস্য সংখ্যা তিন থেকে সাত জনের মধ্যে আবর্তিত হয় আর সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করে থাকেন।

শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে গিয়ে এই শিক্ষা পর্ষদের এবং ঐ পদ্ধতির রূপায়ণ করতে গিয়ে বিদ্যালয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্মক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের বাজেট তৈরী করার এবং শিক্ষাপদ্ধতির রূপায়ণের খরচ বাবদ স্থানীয় করের পরিমাণ নির্ধারণের যৌথ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। শিক্ষাপর্ষদ এবং বিদ্যালয় অধিকর্তার উপর। শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করা, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষা করা, বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা, দূরবর্তীস্থানে বসবাসকারী ছাত্রদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজই এই যৌথ দায়িত্বে সম্পাদিত হয়। তাছাড়া

বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মকানুন রচনা করার দায়িত্বও এদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। রাজ্যের আইন এবং রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের নিয়মাবলীই কেবলমাত্র এদের ক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে। বেশীর ভাগ রাজ্যেই একটি নিম্নতম মান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যা প্রত্যেক বিদ্যালয় অঞ্চলকেই পূরণ করতে হবে।

মধ্যবর্তী বিদ্যালয় অঞ্চল

৩৪টি রাজ্যে মধ্যবর্তী বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চল রয়েছে, যার কাজ হচ্ছে স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল ও রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের মধ্যে কর্মসমন্বয়সাধন করা। ৩৪টির মধ্যে আবার ২৭টি রাজ্যে মধ্যবর্তী সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কাউন্টি মধ্যবর্তী পরিচালন সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে। বাকী ৭টি রাজ্যে মধ্যবর্তী সংস্থা এবং কাউন্টির কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। ২৭টি রাজ্যে একজন করে কাউন্টি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন যিনি স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে কাজ করেন বিশেষতঃ সেই সকল অঞ্চল যেগুলি এত ক্ষুদ্র যে নিজ নিজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগে অসমর্থ। কোন কোন মধ্যবর্তী সংস্থায় আবার কয়েকজন করে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন যাদের কাজ হল স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তা করা। মোটকথা আজকাল কোন কোন রাজ্যে এই বিশেষিকৃত শিক্ষকদের সংখ্যার আধিক্য বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে।

মধ্যবর্তী পরিচালন সংস্থার উদ্দেশ্য বিদ্যালয় পরিচালনা করা নয়। এর প্রধান কাজ হল যে সকল স্থানীয় বিদ্যালয় অর্থের ও সামর্থ্যের দিক থেকে বলীয়ান নয় তাদের সাহায্য করা।

শিক্ষার ব্যয়

শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার ব্যয় বহন সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। ঊনবিংশ শতকে শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। তখন শিক্ষার ব্যয় বহনের উৎস ছিল ছাত্রদের পিতার আর্থিক সঙ্গতি। তারপর শিক্ষার খরচ যখন বেড়ে গেল তখন আরোও কতগুলি উৎসের সন্ধান করা হল, যেমন সম্পত্তি দান, খেসারত, লটারি, ব্যবসায়ের উপর ধার্য কর, রাষ্ট্রীয় উপযোজনা, ব্যাঙ্কের উপর ধার্য কর ইত্যাদি। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ওহায়ো রাজ্যকে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য হিসাবে জমি দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে যখন শিক্ষার ব্যয় আরও বেড়ে গেল তখন স্থির করা হল যে রাজ্যব্যাপী শিক্ষাকর ধার্য করা প্রয়োজন। ম্যাসাচুসেটসের হোরস ম্যান, কেনেটিক্যাটের হেনরী বার্ণার্ড প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই মত পোষণ করলেন যে, দেশের

ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য দেশের সম্পদের উপর কর ধার্য করা উচিত। অবশ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মতের সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুধাবিত হয়নি। এর ফলে দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা দেখা দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের সমানাধিকার এবং বিক্রয়কর, কর্পোরেশন আয়কর ও ব্যক্তিগত আয়করের মাধ্যমে রাজ্যের যে আয় হয় তাকে স্থানীয় আয়ের সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার।

আজ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষালাভে সক্ষম। প্রত্যেক রাজ্যে স্থানীয় শিক্ষা পর্ষদ করের মাধ্যমে আয়ের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। শুধু তাই নয় প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার ভিত্তি জুগিয়ে চলেছে কর সংগৃহীত অর্থ।

বিদ্যালয় তহবিলের উৎস

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার এবং প্রত্যেক রাজ্যের অভ্যন্তরস্থিত স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালনসংস্থা, প্রধানতঃ এই তিনটি সূত্র থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়।

১৯৫৮—৫৯ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গেছে (অবশ্য এই অংশ থেকে ভবিষ্যতে কোন অর্থ পরিশোধনীয় নয়) যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শতকরা ৪ ভাগ, রাজ্য তহবিল থেকে শতকরা ৪০ ভাগ এবং স্থানীয় তহবিল থেকে শতকরা ৫৬ ভাগ। ১৯৪০ সাল থেকে রাজ্যসরকারের সাহায্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আর স্থানীয় সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৪০ সাল থেকে রাজ্য-সরকারের সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যের পরিমাণও শতকরা ১৭ ভাগ থেকে শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উপরে রাজ্যসরকারের সাহায্যের যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে জাতীয় গড়পড়তা হিসাব। কারণ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এই সাহায্যের পরিমাণের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয়েছে। কোথাও বা শতকরা ৯০ ভাগ আবার কোথাও বা শতকরা ১০ ভাগেরও কম।

১৯৫৫-৫৬ সালে কোন্ সূত্র থেকে কত আয় হয়েছে ৩নং তালিকায় তা দেখানো হল। ১৯৫৮-৫৯ সালে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য মোটামুটি ২২ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মোট ১৪'৪ বিলিয়ন ডলার ছাত্র প্রতি ৪৫৬ ডলার সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা হয়েছে।

অবশ্য এই খরচের মধ্যে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রয়োজনে যে অর্থ ধার্য করা হয় তার সুদ বাবদ খরচ অর্থও ধরা হয়।

৩নং তালিকা—সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস : ১৯৫৫-৫৬

(হাজার ডলার হিসাব)

উৎস	মোট	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য	উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য
১	২	৩	৪
মোট আয়	১৮,২৯৭,৬৩৬	১৩,৭১৯,৫০১	৪,৫৭৮,১৩৫
সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত	১৪,৫৪৪,২২২	১২,০৯২,৬৫৩	২,৪৫১,৫৭০
মোট সরকারী আয়	১৩,৫৩০,২১১	১২,০৭০,৩৬২	১,৪৫৯,৮৪৯
যুক্তরাষ্ট্রীয়	৭৬১,৩৬৭	৪৯১,২২৯	২৭০,১৩৭
রাজ্য	৪,৮৯৮,২৫৩	৩,৪২৯,৭৭৭	১,০৬৮,৪৭৬
কাউন্টি, নগর বা অঞ্চল	৭,৮৭০,৫৯১	৭,৭৪৯,৩৫৬	১২১,২৩৫
ছাত্র বেতন	২১৮,২৭৪	১৮,১১৬	২০০,১৫৮
বেসরকারী দান	৮২,৪৫২	৪,১৭৫	৭৮,২৭৭
অন্যান্য উৎস	৭১৩,২৮৬	....	৭১৩,২৮৬
বেসরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত	৩,৭৫৩,৪১৩	১,৬২৬,৮৪৮	২,১২৬,৫৬৫
মোট সরকারী আয়	২৬৫,১৮২	....	২৬৫,১৮২
যুক্তরাষ্ট্রীয়	২৩২,৯৩১	....	২৩২,৯৩১
রাজ্য	২৯,৩৩৫	....	২৯,৩৩৫
কাউন্টি, নগর বা অঞ্চল	২,৯১৬	....	২,৯১৬
ছাত্র বেতন			৫২২,০৫৬
বেসরকারী দান	৩,৪৮৮,২৩১	১,৬২৬,৮৪৮	৫০৬,৩৯৮
অন্যান্য উৎস			৮৩২,৯২৮

বিঃদ্রঃ—আয়ের উৎস বলতে আর্থিক ও বৈষয়িক প্রাপ্যকে বুঝানো হয়েছে।

উৎস :—১৯৫৪-৫৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাসমীক্ষা এবং শিক্ষাপরিসংখ্যান ১৯৫৫-৫৬, ১ম পরিচ্ছেদ ৮নং তালিকা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য

যদিও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হয় তবুও কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষার প্রতি জাতীয় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যার প্রকাশ ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যের মাধ্যমে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ৫০টি রাজ্যকেই জমি বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ জমি সাহায্যের ভিত্তিতে গঠিত কলেজ, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণকার্যে সহায়তা দান, যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সামরিক বিভাগের লোকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার জন্য রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

সরকারী বিদ্যালয়ের তহবিলের জন্য প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষকতাগৃহপ্রমুখ আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। রাজ্যের এই তহবিল যখন স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলগুলির আর্থিক অবস্থার মধ্যে কোন তারতম্যের কথা বিচার না করে বণ্টন করা হয় তখন তাকে বলা হয় "সাধারণ সাহায্য।" আবার যখন আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এই তহবিল বণ্টন করা হয় তখন তাকে বলা হয় "সমতা বিধান সাহায্য"।

প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে যাকে বলা হয় "ভিত্তি স্থাপন পরিকল্পনা"। এই পরিকল্পনাটি রাজ্য এবং রাজ্যাভ্যন্তরস্থ স্থানীয় বিদ্যালয় সংস্থার আর্থিক সাহায্যের উপর গড়ে উঠেছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে থাকে। একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পনাটির রূপায়ণ খরচ স্থির করা হয় এবং স্থানীয় বিদ্যালয় সংস্থার যা আয় হয় তা দান করা হয়। বাকী অংশটি রাজ্যসরকার পূরণ করে থাকে। পরিকল্পনা রূপায়ণ খরচ এমনভাবে হিসেব করে তোলা হয় যাতে স্থানীয় এবং সরকারী সাহায্য মিলে রাজ্যের প্রতিটি শিশুকে মোটামুটি ভদ্র শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন নিয়মিত সরকারী সাহায্য পরিকল্পনা নেই। কোন কোন রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের

ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়, কোন কোন রাজ্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হয় আবার কোথাও বা ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার জন্য সরকার যে অর্থ সাহায্য করে তা আয়কর, বিক্রয়কর, লাইসেন্স, তামাক, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির উপর ধার্য আয় থেকে বহন করা হয়।

শিক্ষার জন্য স্থানীয় কর ব্যবস্থা

সরকারী বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য যে স্থানীয় তহবিল রয়েছে তার আয়ের উৎস হচ্ছে সম্পত্তিকর অর্থাৎ আবাসিক ভবন, কারনিক ভবন, কারখানা ইত্যাদির উপর ধার্য কর। কোন কোন রাজ্যে আবার সম্পত্তি ভিন্ন অন্যান্য জিনিসের উপরও কর ধার্য করার অধিকার স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের করলব্ধ আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা-কৃত কম।

তবে প্রত্যেক স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা সমান নয়। সেই জন্য ভিত্তি স্থাপন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং কোন কোন রাজ্যে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চলগুলির সংস্কার করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আর একটি অসুবিধা হল এই যে প্রত্যেক রাজ্যে একই পদ্ধতিতে সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে করলব্ধ আয়ের পরিমাণও কম হয়ে যায়। অনেক রাজ্যে তাই সরকার কর্তৃক সম্পত্তির মূল্যায়নের সমতাবিধান করা হচ্ছে এবং করদান ক্ষমতার একটি সূচক সংখ্যা তৈরী করা হচ্ছে যার ফলে উপরোক্ত অসুবিধাটি কিছুটা অপসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয়ের সুখ সুবিধার জন্য সাহায্যদান

বিদ্যা শিক্ষার খরচকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়—(১) দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয়, (২) মূলধন নিয়োগ ব্যয় ও (৩) ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়। শিক্ষকদের বেতন, নির্দেশ দানের জন্য জিনিসপত্র ক্রয়, প্রশাসনিক ব্যয়, যান-বাহন, জ্বালানি, জল, আলো এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাকে বলা হয় দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয়। আর মূলধন নিয়োগ ব্যয় ও ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় বলতে বোঝায় বিদ্যালয় ভবনের জন্য জমি সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, ও ঋণের দরুন আসল শোধ এবং সুদজনিত অর্থব্যয় ইত্যাদি।

খুব কম সংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চলের বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের খরচ যোগানোর সামর্থ্য আছে। অধিকাংশ অঞ্চলকেই দীর্ঘ মেয়াদী বণ্ড দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই ঋণ সাধারণতঃ ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে পরিশোধনীয়। এই ঋণকে দীর্ঘ মেয়াদী করার ফলে দুটি সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর ঋণজনিত চাপ কম পড়ে ও দ্বিতীয়তঃ, ঋণের চাপটি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় বিদ্যালয় থেকেও যে আয় হয় তার সুবিধা পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ের সুখ সুবিধার জন্য মোট খরচের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের সুখসুবিধা

বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা, সজ্জিত করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মূল দায়িত্ব স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন সংস্থার উপর ন্যস্ত রয়েছে। প্রয়োজনানুসারে এই সংস্থা স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের ভিত্তিতে গৃহনির্মাতার সঙ্গে চুক্তি করে।

মোটামুটিভাবে সরকারী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের শতকরা ৭৯ ভাগ অর্থ ব্যয়ের ভার এই স্থানীয় পরিচালন সংস্থা বহন করে। এই সংস্থাগুলি স্থানীয় কর ধার্য করে আয় করে। কোথাও কোথাও রাজ্য সরকারও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে। উপরন্তু প্রায় ১,১০০টি স্থানীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ায় যে অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে এক বা একাধিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের খরচ যোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

অনেক সময় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ সমস্যার সমাধানকল্পে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন সংস্থাকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় আবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তরও স্থানীয় সংস্থাকে পরামর্শ দান করে। অধিকাংশ রাজ্যেই বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাটি রাজ্য শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। আবার রাজ্য অগ্নি নির্বাপক সংস্থা ও রাজ্যের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদনও প্রয়োজন।

কেবলমাত্র বড় বড় শহরগুলি ভিন্ন, অর্থাৎ যেখানে জমি দুষ্প্রাপ্য ও দাম অত্যন্ত বেশী, অন্যান্য স্থানে সাধারণতঃ বিদ্যালয় গৃহগুলি একতলা। এই ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ প্রযোজ্য। অবশ্য গৃহের ভঙ্গী প্রয়োজনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

তবে আজকাল বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এই যে গৃহগুলি এমনভাবে নির্মিত হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে গৃহটিরও পরিবর্তন করা যায়। অধিকাংশ নতুন গৃহগুলি অগ্নিশুদ্ধ বা প্রায়-অগ্নিশুদ্ধ।

বর্তমান বিদ্যালয় গৃহগুলি বছরের সকল সময়ই ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার আমোদ প্রমোদ, বয়স্কদের শিক্ষা ও যুবকদের অবসর সময়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যেহেতু বিদ্যালয় গৃহগুলির সারা বছর ধরে ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেইজন্য গৃহগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকাবাসী বিশ্বাস করে যে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রতিটি শিশুর মনের চরম বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয় সামাজিকও বটে। কারণ শিশুদের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজনই এর মাধ্যমে পূরণ হয় তাই নয়, অনেক সামাজিক চাহিদাও পূরণ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিশুমনের বিকাশ ঘটায় ও সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে। দুভাবে এই বিদ্যালয়গুলির কর্মপন্থাকে বিচার করা যায়—প্রথমত: পুঁথিগত শিক্ষায় এরা ছাত্রদের কতখানি শিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং দ্বিতীয়ত: শিশুকে কতখানি সুখী সমৃদ্ধ ও সামাজিক করে তুলতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা অনুসরণে জাতীয় পেশাদারী প্রতিষ্ঠান ও পিতামাতা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে অংশ গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি অতি প্রচলিত ধারণা যে জনসাধারণ যদি শিক্ষার প্রসারে দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে শিক্ষার অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব জনসাধারণ উপলব্ধি করলেও অন্যান্য দেশের মতই যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা একটি সমস্যাসঙ্কুল ব্যবস্থা। উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা পরিচালনার জন্য অর্থ সঙ্কট, সামাজিক প্রযোগ বিস্তার ক্রমপরিবর্তন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষণকার্যকে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য করে তুলেছে।

উপরন্তু রয়েছে সুপ্রীম কোর্টের ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে ৮১৯টি বিদ্যালয় অঞ্চলকে একত্রিত করা হয়। ফলে মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৩,০৪৪,০৭০ জন শ্বেতাঙ্গশিশু এবং ৪২২,৭১৯ জন নিগ্রোশিশু।

সংগঠন ও প্রশাসন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বুঝায় ৬ বছর থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ত পাঠ্যক্রম। অনেক সময় এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে নার্সারীবিদ্যালয়ের অথবা কিণ্ডারগার্টেনের ৪।৫ বছর বয়সের



নার্সারি বিদ্যালয়ে মজার খেলা।

ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম ও ১২।১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সপ্তম ও অষ্টম-মান পর্যন্ত পাঠ্যক্রমকেও ধরা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে আয়তনের দিক থেকেও কোন সামঞ্জস্য নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১,০০০ হাজারেরও বেশী আবার দূর পল্লী অঞ্চলের কোন কোন বিদ্যালয়ে ৫ জনেরও কম। কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত এবং এক একজন শিক্ষকের উপর এক একটি পর্যায়ের ভার দেওয়া আছে।

প্রত্যেকটি স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত থাকেন আর বিদ্যালয়ের ভালমন্দের সর্বময় কর্তৃত্ব ঐ বিদ্যালযের অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে।

বিদ্যালয়সমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকেন। সঙ্গীত, শিল্পকলা ও শারীরবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষজ্ঞ থাকেন যাঁরা নিয়মিত অথবা অধ্যক্ষ বা কোন শিক্ষকের আহ্বানে শিক্ষাদান করেন। তত্ত্বাবধান থেকে "একত্রে কাজ করার পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হওয়া আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

যুক্তরাষ্ট্রে কোন জাতীয় পাঠ্যক্রম নেই। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে ব্যাপক পাঠ্যক্রম ইঙ্গিত করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চল সেই পাঠ্যক্রম অনুসারে নিজ নিজ পাঠ্যক্রম স্থির করে। এই বিস্তৃত পাঠ্যক্রম নির্ধারণের কাজে অভিভাবকগণও শিক্ষক, শিক্ষাতত্ত্বাবধায়ক, পাঠ্যক্রম পরিচালক এবং অধ্যক্ষকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও শিশুর বিকাশের জন্য পূর্বে যে সকল পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ করা হয়েছে তার ফলাফলগুলি এই প্রসঙ্গে বিচার করা হয় এবং অনেকটা তার উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি বা গণিতশাস্ত্রের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়। এই কাজটি যদিও সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সংস্থাগুলির দায়িত্বে সম্পন্ন হয় তবুও প্রত্যেকটি পাঠ্যক্রমের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়।

পড়া, লেখা, অঙ্ককষা, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও শারীরবিদ্যা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার প্রধান বিষয়বস্তু। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানটি একটু বিস্তৃতভাবে

করা হয় যাতে বিভিন্ন বিষয়গুলির পরস্পর সম্পর্ক ধরা যায় আবার কোথাও বা বিষয়গুলি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শেখানো হয়।

কতকগুলি স্বাভাবিক সম্বন্ধের জন্য সমাজবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একত্রিত করে শেখানো হয়। বিশেষতঃ যানবাহন, সংবাদ আদান প্রদান ও জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ এই তিনটি বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা একত্রে করা হয়। ভাষাতত্ত্ব ও চারুকলার সঙ্গেও সমাজ বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি স্তরে বিজ্ঞান শেখানো হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত গাছপালা, জীবজন্তু, আবহাওয়া, বিদ্যুৎশক্তি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিশুদের অভিজ্ঞতা আছে। উন্নততর বিজ্ঞান আলোচনার সময় তারা এই সকল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই পড়াশুনা, বহির্ভ্রমণ, আলোকচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষাকার্য চালায়।

স্বাস্থ্য এবং শারীরবিদ্যা প্রায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষকরা এ বিষয়টি শেখানোর বিভিন্ন যে সব প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে সে সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশনার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটানো হয়। তবে শিক্ষকেরা এই যোগাযোগের বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে প্রত্যক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শারীরবিদ্যার আলোচনা বলতে সাধারণতঃ খেলাধূলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি বুঝায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্নস্তরে অঙ্কশাস্ত্র একটি প্রধান পাঠ্যবস্তু। নিম্ন শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শেখানো হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীতে শেখানো হয় ভগ্নাংশ, দশমিক ও সরল সুদকষা। অবরোহণ ও আরোহ চিন্তা, মূল্য নিরূপণ ও প্রমাণকার্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিষয় মনে করা হয় এবং ছেলেমেয়েরা যাতে এইসকল গুণাবলী আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়বস্তু আজকাল সাধারণতঃ বাস্তব জীবনের সমস্যার উপর নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সরল বীজগণিতও শেখানো হয়।

পড়া, লেখা, কথাবলা ও শোনার মৌলিক ধারণাগুলি আয়ত্তের জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাবামূলক কলাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বানান ও হাতের লেখাও এই শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ভাবামূলক কলাবিদ্যা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকার্যে সহায়তা করা। তাছাড়া পাঠ্যক্রমের যে কোন বিষয় শিক্ষায় জন্যই ভাষা

শিক্ষার প্রয়োজন। কবিতা, গল্প ও গান রচনার মধ্যে দিয়ে যে সৃজনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার বিকাশের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই পাঠ্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। শিল্পকলা, সঙ্গীত, নাটক এবং নৃত্যকে পাঠ্যক্রমের অংশীভূত করায় আজকালকার পাঠ্যক্রম অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে। এইসকল চারু ও কারুকলার মধ্য দিয়ে শিশুদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটে, তার দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় তারা অন্যান্য বিষয় উদ্ভাবন করতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ হয়। শিশুর শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য এই দুটি উদ্দেশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপাদান ও অভিজ্ঞতা

শিশুর শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন উপাদান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে। তারা যখন সমাজের কোন কোন সংস্থা, যেমন ডাকঘর, বিমানপোত, অগ্নিনির্বাপণ, জলসরবরাহ ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে পড়াশুনা করে তখন তাদের ঐ সকল স্থান ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ভ্রমণকালে তারা ঐ সকল স্থানের ভারপ্রাপ্ত লোকেদের প্রশ্ন করে এবং ব্যবস্থাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে। পরে বিদ্যালয়ে ফিরে এসে এক একটি বিবরণী তৈরী করে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন বই ও কাগজপত্র পড়াশুনা করে। আবার সেই পড়াশুনাকে বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করার জন্য বহির্ভ্রমণে যায়।

কোন কোন বিষয় জানবার জন্য পাঠ্যপুস্তকই হল প্রধান উৎস এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি করে প্রধান পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। তবে সহযোগী উপাদান হিসাবে চলচ্চিত্র, চিত্রিত তালিকা এবং বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে টেলিভিশনও ব্যবহৃত হয়। আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য চুম্বক, গোলক, বায়ুপরিমাপ যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

যে সকল উন্নত ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু শিক্ষাদানে নিরত রয়েছে সেগুলি—

এইরকম	এইরকম নয়
১। যে ছাত্ররা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং শিক্ষকরা বিভিন্ন উৎস থেকে ছাত্রদের উত্তর অনুসন্ধানে সাহায্য করেন।	১। যে শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট প্রধান পাঠ্যপুস্তক থেকে তার উত্তর দেয়।

এইরকম	এইরকম নয়
২। যেখানে কোন সমস্যার সমাধানকল্পে বহু ছাত্র একত্রে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে এবং সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।	২। যেখানে শিক্ষকরা বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকগুলির নাম বলে দেন।
৩। যেখানে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।	৩। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা কোন প্রশ্নের উত্তর একই পুস্তক থেকে একই রকমভাবে দিয়ে থাকে।

প্রথম স্তম্ভে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে সেইটিই হচ্ছে চিন্তাশীল ছাত্র তৈরী করার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

ছাত্রদের অগ্রগতি

কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উন্নতি শ্রেণী-পদোন্নতি বা প্রমোশনের মাধ্যমে বুঝা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি ছাত্রকে একটি বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়। তবে যেহেতু প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি আলাদা দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেইহেতু অগ্রগতি এক রকম হয় না। এক দ্বিতীয় শ্রেণীতেই বিভিন্ন মানের ছাত্র থাকতে পারে। যেমন কেউ হয়তো একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে আবার কেউ বা পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে থাকে।

বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির দিকেই নজর দেওয়া হয় না, তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বোধের উন্নতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতিটি ছাত্রকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করে এমনভাবে তাদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয় যার ফলে তাদের চরম উন্নতি সম্ভব হয়। ছাত্ররা এককভাবে বা একত্রিতভাবে শিক্ষালাভ করে থাকে। সাধারণতঃ ছাত্রদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমেই তারা পরিকল্পনা তৈরী করতে, তাকে রূপদান করতে, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে এবং ফলাফল নির্ধারণ করতে শেখে।

প্রতিটি ছাত্রের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতির দায়িত্ব হচ্ছে মুখ্যত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের। অনেক সময় আবার বিকৃত ধরণের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক নিযুক্ত করা হয়।

শিক্ষকের বৃত্তিগত উন্নতি

বৃত্তিগত উন্নতির জন্য শিক্ষকদের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা আমেরিকায় রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকই তাঁর বৃত্তির উন্নতির জন্য কোন না কোন সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য কতকগুলি স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলে এই বিষয়ে কাউন্টি বা পল্লীঅঞ্চলের শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক খুব বেশী একটা সুবিধা দিতে পারেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক, পাঠ্যক্রম পরিচালক, গ্রন্থাগারিক, ধাত্রী, সঙ্গীত, শিল্পকলা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার উন্নতির



বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষা।

জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত থাকেন। তাঁদের কাজ হল শিক্ষকদের সাহায্য করা। বিভিন্ন রকমে শিক্ষকরা এই সাহায্য পেয়ে থাকেন। শিক্ষকদের আহ্বানে সহায়তার মাধ্যমে, "হাতে-কলমে শেখ" পদ্ধতির মাধ্যমে, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আলোচনার মাধ্যমে, শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষকদের সাহায্য করে থাকেন।

অনেক সময় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও উপরোক্ত কাজটি করে থাকেন। তিনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করেন এবং

অনেক সময় হাতেকলমে প্রমাণসহ নানা আলোচনার অবতারণা করেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকরাও অনভিজ্ঞদের এই ব্যাপারে সহায়তা করে থাকেন। শিক্ষকদের নিয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি নানা রকম পরীক্ষামূলক গবেষণা এবং অনেক সময় বিশেষজ্ঞগণকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন।

শিক্ষকদের বৃত্তিগত উন্নতির জন্য এই যে হাতে কলমে শেখা বা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় তা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যই নয়, এর মাধ্যমে বিদ্যালয়েরও নানা কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা, কি পদ্ধতিতে অঙ্ক, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে, এও স্থির হয়। শিক্ষকরা শিশু উন্নয়নের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও এই সকল আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন। এই সকল আলোচনা সম্মেলন বিদ্যালয় শুরু হবার আগে, বিদ্যালয় খোলা থাকাকালীন সময়ে অথবা গরমের ছুটিতে, যে কোন সময়েই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বৃত্তিগত উন্নতির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা হল বৃত্তিগত গ্রন্থাগার। পুস্তক, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারগুলি সাধারণতঃ এমন স্থানে স্থাপিত হয় যাতে প্রত্যেক শিক্ষক এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

বছরের কোন না কোন সময়ে শিক্ষকরা শিক্ষাসম্বন্ধীয় ভ্রমণের জন্য ঋণ পেয়ে থাকেন। এই শিক্ষাসম্বন্ধীয় ভ্রমণকাল শেষ হলে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি পায়। ছ বছর শিক্ষকতার কাজ করার পর সপ্তম বছরে শিক্ষককে শিক্ষাসম্বন্ধীয় ভ্রমণের জন্য সবেতন ছুটি দেওয়া হয়।

সম্পূরক পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপরিকল্পনা—প্রতিটি শিশু, যুবক এবং বয়স্ক ব্যক্তির সুস্থভাবে বসবাস করতে সাহায্য করার দায়িত্ব আমেরিকার বিদ্যালয়গুলি স্বীকার করে এবং সে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের কর্মীরা বিরাট জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্যবিভাগের বিভিন্ন কর্মচারীদের সঙ্গে (যেমন চিকিৎসা, দন্ত চিকিৎসা, নার্সারী বিভাগ) বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন আমেরিকার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা এবং এর রূপদানের জন্য শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে যোগদান করার আগে একবার ভাল করে ডাক্তারী-পরীক্ষা করা হয় এবং তারা যতদিন প্রাথমিক—মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র থাকে তার মধ্যে অন্ততঃ তিন চারবার এই পরীক্ষা করা হয়। যদি শিক্ষক বা নার্সের লক্ষ্যে এমন কোন ছাত্র পড়ে যাদের আরো ঘন ঘন স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজন তবে তার প্রতি

বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং তাকে প্রায়ই পরীক্ষা করা হয়। বিদ্যালয়ের কাজে পিছিয়ে পড়া দেখে অথবা অন্য কোনভাবেও এ ধরনের ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি পড়ে।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কোথাও শিশুর



পরীক্ষাগারে সঠিক মাপের পরীক্ষা।

গৃহচিকিৎসক পরীক্ষা করেন, কোথাও বিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসক বা দন্তচিকিৎসক পরীক্ষা করেন, অনেক সময় জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করেন আবার শিক্ষকও পরীক্ষা করেন। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল প্রতিরোধমূলক।

পিতামাতা যাতে তাঁদের শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হন তার জন্য বিদ্যালয়গুলি অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করে। আবার দরিদ্র পিতামাতার সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষারও ব্যবস্থা করে।

শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন (১) দাঁতে পোকা ধরা আটকানোর জন্য দাঁতের উপরিভাগে সোডিয়ম ফ্লোরাইড ব্যবহার এবং জলের মধ্যে ফ্লোরাইড মিশ্রিত করার ব্যবস্থা, (২) শিশুর দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার জন্য চোখ খারাপ কিনা পরীক্ষা করা এবং তার চিকিৎসা করা; যে সকল ছাত্রছাত্রী কানে কম শোনে তাদের কর্ণচিকিৎসার ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে শ্রবণশক্তির পরীক্ষা এবং রোগ-নির্ণয়নের ব্যবস্থাও রয়েছে। (৪) যে মহামারী বিশেষতঃ



শ্রেণীতে নানা বিষয়ে আলোচনা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশী ছড়াতে পারে তাকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

জনস্বাস্থ্যবিভাগ থেকে খবরাখবর জেনে নিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম ও ব্যায়ামের ব্যবস্থাও করা হয়।

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা—রাজ্যে শিক্ষাদপ্তরগুলির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষি বিভাগ যে জাতীয় মধ্যাহ্নভোজন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আর সেই অনুসারে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্নভোজনে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যে ব্যয় হয় তা বহন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস "খাদ্য সাহায্য তহবিল" এবং ছাত্রছাত্রীরা।

তবে ছাত্রছাত্রীদের দেয় অংশ খুবই সামান্য। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষি বিভাগ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুধ সরবরাহের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা—বিদ্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী পড়াশুনার জন্য সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে যে সকল গ্রন্থাগার রয়েছে সেখানে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। প্রতিটি শ্রেণীতে একটি নির্দিষ্টস্থানে সেই শ্রেণীর ছাত্রদের সুবিধার জন্য পুস্তকাদি রক্ষিত থাকে। তাছাড়া এই সকল ছেলেমেয়েরা শহর বা পল্লী অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্যেও পেতে পারে। দূরবর্তীস্থানে বসবাসকারী ছাত্রদের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

বহিরাগত শিক্ষকের সাহায্য—বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা বেশী হ'য়ে পড়লে শিক্ষকগণ নানাধরণের ছাত্রের ভিতরে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি আলাদা দৃষ্টি দিতে সক্ষম হন না। যে সব ছাত্র এ দলে ঠিকমত কাজ শিখে যেতে পারছে না তাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এধরণের ছাত্রদের বিদ্যালয়ে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করেন। এই বিশেষজ্ঞদের বহিরাগত শিক্ষক বলে অভিহিত করা হয়। এঁদের কাজ হচ্ছে ছাত্রদের ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা, এবং অল্প সময়েই—যখন শোধরানোর সময় রয়েছে—তখন গোলমালের মূল বের করে তা দূরীভূত করা।

বহিরাগত শিক্ষকরা মানবমনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা ছাত্রের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন, শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করেন। ছাত্রের পিতামাতা, পরিবারের অন্যান্য লোক এবং অনেক সময় ডাক্তার বা মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে সেই শিশুর ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যে সকল ছাত্র বারবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, বা যাদের ব্যবহারে অসামাজিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাদের নিয়েই বহিরাগত শিক্ষকদের কাজ।

বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কাজ— অনেক জায়গায় বিদ্যালয়ের সময়ের পর বা গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে করা হয়।

(১) যে সকল ছেলেমেয়ে ঘনবসতি অঞ্চলে বসবাস করায় খেলাধূলার জন্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পায় না, (২) যাদের পিতামাতা বাইরে কোথাও কাজ করেন, (৩) যারা অভিভাবকহীনভাবে বড় হয়, এবং (৪) যারা দীর্ঘ

গ্রীষ্মবকাশে কোন কিছু করতে চায় সাধারণতঃ কেবলমাত্র তাদের জন্যই এই ধরনের শিক্ষা বা খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়।

অনেক সময় কোন কোন ছাত্র বা যুবক কোন্ বিষয়ে নিজেদের নিয়োজিত করবে বুঝতে পারে না। নিজেদের প্রতিভা বা ক্ষমতা বিকাশের জন্য অথবা নিজের মত করে রয়ে সয়ে শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য চায়। অতিরিক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিদ্যালয় বিভিন্ন বয়সের লোকদের সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কাজ গোটা পরিবারকে নানারকম কাজ শেখায়, বড়োদের কাজকর্মও এর ভিতরে পড়ে। অন্যদিকে যারা এখনও বিদ্যালয়ে যোগদান করার উপযুক্ত হয়নি তারাও এই কাজের আওতায় পড়ে। প্রায়াই এই পরিকল্পনাসূত্রে অভিভাবক-দের শিক্ষার জন্য নার্সারী স্কুল, খেলাঘর, কি শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাক-বিদ্যালয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পিতামাতা শিশুদের কেমন করে শিক্ষা দিতে হয় শিখতে পারেন। এই ধরণের পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যয় বহন করে সাধারণতঃ অভিভাবক-শিক্ষক সংস্থা অথবা পিতামাতাদের সমবায় সংস্থা।

পিতামাতার শিক্ষা—সাধারণ অর্থে পিতামাতার শিক্ষা বলতে বুঝায় পিতামাতাকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের বৃদ্ধি, আগ্রহ ইচ্ছে, প্রয়োজন বুঝতে এবং সে সম্বন্ধে দরদী হ'তে সাহায্য করা। বিদ্যালয় নেতৃবর্গ মনে করেন যে, শিশু শিক্ষার উপরে বিদ্যালয়ের মতো পরিবারেরও একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয়েও একটি করে সক্রিয় পিতামাতা-শিক্ষক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থার বাইরেও ছাত্রদের গৃহ এবং বিদ্যালয়কে কাছাকাছি আনবার জন্য নানা কাজকর্ম চলে: যেমন শিক্ষক পিতামাতা সম্মিলন, গৃহ সাক্ষাৎকার, বিদ্যালয় পরিদর্শন, বিদ্যালয়ের নানাকাজে পিতামাতার যোগদান, এবং সাধারণের কাছে বিদ্যালয় কার্যক্রমের ব্যাখ্যান। সাধারণতঃ যত বেশি বাপ মা টের পান যে, বিদ্যালয়ে কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হচ্ছে, পিতামাতা, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কেও ততো বেশি সহজ সামঞ্জস্য দেখা দিতে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

টিভি ব্যবস্থার প্রবর্তন—টিভি ব্যবস্থাকে কি করে শিক্ষার্থীর কাজে লাগানো যায় এ নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। যেমন ছাত্রবহুল শ্রেণীতে ছাত্রদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে কিভাবে টিভি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় তার পরীক্ষা চলছে।

আধুনিক বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন—ক্রমশঃই অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ে কোন না কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে রয়েছে পিতামাতা বা অন্য সুসংবদ্ধ সংস্থার উৎসাহ যারা মনে করেন যে, শিশুদের নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাদের বিদেশী ভাষা বলবার ক্ষমতা তৈরী করে দেওয়া দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারক ও পরিচালকগণ অবশ্য পাঠ্যক্রমের এই সংশোধনটি যোগ করবার পূর্বে এ বিষয়ে আরো লক্ষ্য দেওয়ার এবং পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন নিয়ে খুব জোর দিচ্ছেন।

পাঠ্যক্রমে মহাশূন্য সম্বন্ধে শিক্ষার প্রবর্তন—বেশ কয়েক বছর যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল-সহ বিমান চালনা কৌশল শেখান হচ্ছে। মহাশূন্য সম্বন্ধে আজ মানুষের নবীন জ্ঞান শিশুদের মনেও নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। তাই শিশুদের মহাশূন্য বিষয় ধারণা দেবার জন্য পাঠ্যক্রমের এই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যক্রমে মহাশূন্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সময় ছাত্ররা গ্রহবিজ্ঞান, মানুষের তৈরী উপগ্রহ, রকেট, মানুষ মহাশূন্যে গেলে কি সমস্যা দেখা দেয়, এই সম্বন্ধে নানাবিষয় শিখছে।

সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপে উৎসাহ দান—আজকের পৃথিবীতে এমন মানুষের প্রয়োজন যারা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান বা শিল্পকলায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। এর জন্য কল্পনাপ্রবন, সৃষ্টিমূলক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ চাই। তাই আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে যার ফলে এ ধরনের কোন সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে।

সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা—অনেক শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানাসমস্যার সমাধানকল্পে গবেষণার কাজ করে চলেছেন। তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন সম্মেলন আহূত হয়। এসব সম্মেলনের ভার বহন করে কোনো না কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে কর্ম গবেষণার ফল কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কাজে লাগাতে পারেন এনিয়ে আলোচনা হয়।

বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষা—বিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষার সুযোগ নানা-বয়সী ছাত্রদের ক্ষেত্রেই আজকাল বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্ররা প্রায়ই বহির্ভ্রমণে বের হয়। স্থানীয়, রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচনকে তারা প্রত্যক্ষ করে।

সমাজ উন্নয়ন যেমন পশুপক্ষী প্রতিপালন, জমিক্ষয়-প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈরী করে তাকে রূপদান করে। গৃহের উন্নয়নের জন্যও ছাত্রছাত্রীদের কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অগ্নিশুদ্ধ গৃহনির্মাণে, জঞ্জাল সরাবার উন্নততর ব্যবস্থা পরিকল্পনায়, কোনরকম দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পনায় ছেলেমেয়েদের মাথা খাটাতে উৎসাহিত করা হয়।

শিক্ষা মানের মূল্য নির্ণয়ন—ছেলেমেয়েরা কতখানি শিক্ষালাভ করল তা' পরীক্ষা করার নানা বিধিবদ্ধ পদ্ধতি বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে সেই পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে ছাত্রদের অসুবিধা অন্বেষণ করে তা দূর করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্য এই ধরণের পরীক্ষাই উন্নয়নের মূল্য নির্ণয়ের ব্যাপারে একমাত্র পদ্ধতি নয়। অনুপূরক পদ্ধতি হিসাবে শিক্ষকের কঠোরদৃষ্টি, টেপ রেকর্ড, ছাত্রছাত্রীদের লেখার নমুনা ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়।

মেধাবী ছাত্রছাত্রী—মেধাবী ছেলেমেয়েদের উন্নতির প্রতি আজকাল বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হচ্ছে। তবে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন যে, ছেলেমেয়েরা কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় নয়, শিল্পকলা, নেতৃত্ব, শরীরচর্চা প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ মেধার অধিকারী। আজ যে ছাত্র যে বিষয় সম্বন্ধে উৎসাহী সেই বিষয়ে তার উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষ—বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের মনে আন্তর্জাতিকবোধ জাগরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য অল্পবয়স থেকেই বিদেশী গল্প কবিতা ইত্যাদি পড়া এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির গান শোনানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য রাজ্য এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যাতে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠবর্ষের ছেলেমেয়েরা জ্ঞানলাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন (UNESCO) ইউনেসকো, (UNICEF) ইউনিসেফ, আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ সংস্থা এবং জুনিয়র রেড ক্রস কর্তৃক আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অংশ গ্রহণ করে এবং, শিক্ষালাভ করে। বিদেশী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও অনেক ছাত্রছাত্রী সেই সব দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পায়।

আজ যে সব ছেলেমেয়েদের জন্ম হচ্ছে তাদের অনেকেই একবিংশ শতাব্দীতে বেঁচে থাকবে। আগামী শতাব্দীতে জীবনধারণের অবস্থা কেমন হবে তার সূচনা হচ্ছে আমেরিকা জুড়ে এবং তা পেরিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে দেশে, দেশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। মহাশূন্যে গমনের প্রস্তুতি, বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছে এবং এ পাঠ্যক্রমও ফিরে সেইভাবে জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। মাধ্যমিক শিক্ষা আমেরিকায় ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন আজ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করছে। তার মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ জন পুরোপুরি ভাবে এবং, শতকরা ২জন আংশিক ভাবে কলেজে যোগদান করছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র শতকরা ৭ জন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত। ৪নং তালিকায় দেখানো হল বর্তমান বছরগুলিতে কোন্ শ্রেণীতে কত ছাত্র শিক্ষালাভ করেছে।

এই যে মোটামুটি সংখ্যাবৃদ্ধি, এ সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণগুলি কি? প্রথমতঃ বাপ-মা মনে করেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা যদি কোন স্থায়ী বৃত্তি অবলম্বনের আগে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তবে তারা ভবিষ্যতে ভাল শ্রমিক, ভাল নাগরিক হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্যেই এটি প্রায় বাধ্যতামূলক যে ১৬ বছর (কোন কোন রাজ্যে ১৮ বছর) বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ ৯ মাস কোন না কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রের ঐতিহ্য দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের জন্য নিজের যোগ্যতামত প্রত্যেকের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। চতুর্থতঃ আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় উচ্চ বিদ্যালয়ের উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েকে স্থায়ীভাবে কোন কর্মে নিয়োগ করবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত কমে এসেছে। পঞ্চমতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন উন্নত ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করা যায় না।

জাতির ১৭৭ মিলিয়ন লোকের প্রয়োজন এবং ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গড়ে উঠেছে। স্থান ও কাল বিশেষে এই উদ্দেশ্যের তারতম্য ঘটে। তবে কয়েকটি বিষয়ে উদ্দেশ্যগুলি এক। যেমন—

১। তরুণদের ভাষা, গণিত, মানবিক বিজ্ঞান ও শাস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, চারু ও কারুকলা, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া।

২। সুনাগরিক তৈরী করা যারা নিজেদের সুযোগসুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবে এবং যারা সংবুদ্ধির দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করবে।

৩। তরুণদের মধ্যে জাতীয় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৪। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

৫। প্রত্যেকটি বালক বালিকার ব্যক্তিগত মেধাকে অনুসন্ধান করে তার চরম বিকাশে সহায়তা করা।

৬। প্রত্যেক তরুণকে বিদ্যালয়ে, গৃহে, সমাজে, জাতিতে এবং বিশ্বে সুন্দরভাবে বাস করতে শেখানো।

৭। তরুণদের সুন্দরভাবে কাজ করে প্রয়োজনীয় বৃত্তি গ্রহণ করার শিক্ষাদান।

৮। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা।

৯। তরুণদের যুক্তিবাদী হতে ও অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো।

১০। তরুণ মনে সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

১১। মৌলিকভাবে আদানপ্রদান ও হিসেবনিকেশের ক্ষমতাকে জোরালো করা এবং বাড়িয়ে তোলা।

পল্লী অঞ্চল, শহর ও নগরে যে সকল বিদ্যালয়গুলিকে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের অর্থনৈতিক অবস্থা, বৃত্তিগত উদ্দেশ্য বা পারিবারিক ভিত্তির কথা চিন্তা না করে ব্যাপক শিক্ষাদান করে থাকে। এগুলি ৭ বছরের উচ্চ বিদ্যালয় হতে পারে বা নিম্ন-উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ বছরের পাঠ্য সম্পন্নকারী ছেলেমেয়েদের ৩ বছরের উচ্চতর বিদ্যালয় হতে পারে বা একত্রে ৬ বছরের উচ্চ বিদ্যালয়ও হতে পারে।

[শিক্ষার কাঠামোর ছকে এটি দেখুন।]

৪ বছরের বিদ্যালয় হচ্ছে যুক্ত রাষ্ট্রের আদি শিক্ষা ব্যবস্থা। গত ৪০ বছরে বিভিন্ন নগরে ৩ বছরের নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৩ বছরের উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং কোন কোন ছোট পল্লী অঞ্চলে ৬ বছরের নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা এই ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। যে সকল বিদ্যালয়ে ৩০০ জনের বেশী ছাত্র পড়াশুনা করে অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে অর্ধেক বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ২০০ জনের কাছাকাছি।

৪নং তালিকা—মোট যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত পঞ্চম থেকে কলেজে প্রবেশকারী সরকারী ও বেসকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা :—

স্তর	পঞ্চমস্তরে প্রতি ১,০০০ ছাত্র অনুসারে—				
	১৯৪৬ ৪৭	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
পঞ্চম	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০
ষষ্ঠ	৯৫৪	৯৭১	৯৮৪	৯৮৪	৯৮১
সপ্তম	৮৪৫	৯৪৮	৯৫৬	৯৬৭	৯৬৮
অষ্টম	৯১৯	৯১৭	৯২৯	৯২০	৯২১
নবম	৮৭২	৮৫৮	৮৬৩	৮৭৪	৮৮৫
দশম	৭৭৫	৭৪৮	৭৯৫	৭৯৫	৮০৯
একাদশ	৬৪১	৬৭০	৭০৬	৬৯৮	৭১১
দ্বাদশ	৫৮৩	৫৯৪	৬১৯	৬১১	৬২৩
উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	৫৫৩	৫৫৯	৫৮১	৫৭৩	৫৮৪
পরীক্ষা পাশের বছর ...	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮
কলেজে প্রবেশকারীর সংখ্যা	২৮৩	২৮৬	২৯৭	২৯৩	২৯৯

উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা—সাধারণভাবে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজী (সাহিত্যাদি) সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, গণিত, বিজ্ঞান,স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়। এ ছাড়া তারা যন্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিল্পকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কোন বিদেশী ভাষা, সঙ্গীত, চারুকলা, বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা, জীবিকার উপযোগী কোন শিক্ষা এবং অন্যান্য নানা বিষয়ও ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রতিবৎসরেই সপ্তাহে সাধারণভাবে ৫ ঘণ্টা ইংরাজী শিখতে হয়—গুটিকয়েক রাষ্ট্রে অবশ্য বিদ্যালয়ের শেষ বৎসরে ইচ্ছানুযায়ী ইংরাজী শেখানো হয়। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের এক চতুর্থাংশ কাজই ইংরাজীর সঙ্গে জড়িত ; এবং ইংরাজী বই পড়া, লেখা, কথাবলা, শোনা সবই এর মধ্যে পড়ে। ছাত্রের শিক্ষণীয় বিষয়ের আর একটি বড় অংশ সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত ও তাতে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, বিশ্বইতিহাস, সামাজিক সমস্যামূলক আলোচনা, এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যামূলক আলোচনা ইত্যাদি থাকে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম দুই এক বৎসর ছাত্রদের প্রাথমিক গণিত ও প্রাথমিক বিজ্ঞান নিতে হয়। পরে সে বীজগণিত,জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ণ বিদ্যা ইচ্ছা করলে নিতে পারে। স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষামূলক শিক্ষার দরুণ সপ্তাহে দুই বা ততোধিক ঘণ্টা বেশী ব্যয় করা হয়। ফরাসী, স্প্যানিশ জার্মান, রাশিয়ান, লাতিন ইত্যাদি বিদেশী ভাষাগুলিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ে এইসমস্ত ভাষায় এক বা একাধিক শিক্ষার জন্য ২ থেকে ৪ বৎসর ব্যয় করা হয়। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার



পশুপালন শ্রেণীতে ছাত্রবৃন্দ

প্রস্তুতি হিসাবে যে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হয়, তাতে প্রয়োজনীয় পাঠ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে, ঐচ্ছিক পাঠ্যের সংখ্যা হ্রাস পায়।

১৯১৫-৫৪ সালের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্র ভর্ত্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা বীজগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান এবং লাতিন তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল। কেন এমনটি হয়েছে বোঝা শক্ত নয়, যদি মনে রাখি যে, ৪০ বৎসর পূর্বের চেয়ে বর্ত্তমানে আমেরিকান উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ ভর্ত্তি করার ব্যাপারে আইনসমূহ অনেক পরিমাণে শিথিল করা হয়েছে। সেই জন্যই ইতি-

মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যারা পড়াশুনা করছে—তাদের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন উচ্চ বিদ্যালয় কলেজে প্রবেশ করবার প্রস্তুতির একটা অধ্যায় মাত্র ছিল, তখন স্নাতক হবার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে এই সমস্ত বিষয় অবশ্য পাঠ্য ছিল। এখন দেশের প্রায় সকল বালকবালিকা বিদ্যালয়গামী বলে, স্নাতক হবার স্থানীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনও বদলেছে, ও যারা কলেজে যাবার ইচ্ছা রাখে না, এমন ছাত্রেরা যে সমস্ত বিষয়ে তাদের অনুরক্তি কিংবা শেখার ক্ষমতা রয়েছে তেমন বিষয়ই বেছে



কৃষি-নৈপুণ্য শিক্ষারত ছাত্রগণ

নেয়। এইসব সত্ত্বেও আমেরিকার বিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসে, এখনকার মত এত অধিক সংখ্যক ছাত্র আর কখনও কলেজীয় শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়নি।

অধিকাংশ জায়গায়ই একটা সামগ্রিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সব কিছুরই ছাত্রেরা উপকৃত হয়। সে জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বিবৃতি

প্রকাশিত হয়, তাতে করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও জ্ঞাত হওয়া যায়।

শিশু ও বালক বালিকাদের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে শরীরচর্চ্চা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও আনন্দোৎসবের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর স্বীকৃতি পাচ্ছে। সমগ্র জাতির মধ্যে দেশের যুবশক্তিকে সতেজ ও অব্যাহত রাখার জন্য যে ব্যগ্রতা রয়েছে, তার সঙ্গে এই সমস্ত পন্থা গভীরভাবেই জড়িত। মাধ্যমিক শিক্ষার একটি দিক হচ্ছে গাড়ী চালনা শিক্ষা (Driver education) এবং এটা ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগ ও সমর্থন লাভ করছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে যাতে করে একটা সার্বিক ও অগ্রসরধর্মী শিক্ষা দেওয়া যায়, সে জন্য বিস্তৃত শিক্ষা দানকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ নানা ধরণের পাঠ্য তালিকা ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্য তালিকা, কলেজে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতির পাঠ্য তালিকা, বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার পাঠ্য তালিকা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্য তালিকা, বিদ্যালয়সমূহ দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি তালিকার নিজস্ব প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয় ও বাঁধাধরা ঐচ্ছিক বিষয় আছে। সাধারণতঃ ছাত্রকে, সে যে প্রধান বিষয়সমূহ পড়ছে, তার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়কেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবেই বেছে নিতে বলা হয়। অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষারত ছাত্ররা কতকগুলি বিষয় একত্রে পড়ে, যেমন টাইপ শেখা, সঙ্গীত, চারুকলাদি, স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষ বিষয়ক শিক্ষা ইত্যাদি। এভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমনভাবেই দৈনিক পাঠের বন্দোবস্ত করবার সকল চেষ্টা করেন, যাতে করে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত সকল ছাত্রদের সঙ্গেই তিনি একত্রিত হতে পারেন। অধিকাংশ বিষয় ছেলে ও মেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিচ্ছিন্নভাবে ক্লাস বসলেও অনেক বিদ্যালয়ে এই সমস্ত বিষয়ে, যাতে ছেলেমেয়েদের একত্রে শিক্ষা দেওয়া চলে সেই বন্দোবস্তের চেষ্টা করা হয়।

ক্লাসের অতিরিক্ত কর্ম তালিকা—অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ক্লাসের বাইরে ছাত্ররা যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে, তাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। এই সমস্ত কাজের মধ্যে প্রধানতঃ ব্যায়াম, পত্রিকা সম্পাদন, বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ, খেলাধূলা, ঐক্যসঙ্গীত, বাদ্যবাজনা, আমোদপ্রমোদের ক্লাব, বিতর্কসভা, বিশেষ বিষয়ে উৎসাহীদের ক্লাব (যেমন বিজ্ঞান, ছবিতোলা, রেডিও) ও ছাত্রসংসদ সমিতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফুটবল, বাস্কেটবল ও বেস্‌বল খুব প্রিয় খেলা। এ ছাড়া হকি, টেনিস্, গল্‌ফ্,

কুস্তি, ক্রিকেট ও সাঁতারও আছে। অনেক বিদ্যালয়ে বেতার ও টেলিভিশন মারফৎ নানারকম বিষয় শোনানো ও দেখানোর জন্য প্রস্তুত করা হয় ও সেগুলি প্রচারিত হয়। টেলিভিশনে যা দেখানো হয়—তার চলচ্চিত্র তোলা হয় এবং টেপ রেকর্ডে বেতার ও টেলিভিশনের শ্রুত অংশগুলিকে রেকর্ড করা হয়।

কতকগুলি বিদ্যালয়ে কিছু পরিমাণ উৎসাহব্যঞ্জক ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত ছাত্রদের পত্রিকা সম্পাদনা ব্যাপারে অভিনয় করার কিংবা বাস্কেটবল খেলার জন্য অথবা অন্যান্য ব্যাপারে নেওয়া হয় না। যে সমস্ত ছাত্ররা এসব ব্যাপারে যোগ দেয়, তারা ছুটির পরেও এগুলিতে অংশ গ্রহণের জন্য অনেক সময় ব্যয় করে। অবশ্য যে সব বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীদের বাসে করে আসাযাওয়া করতে হয় তাদের সুবিধার জন্য, বিদ্যালয় যখন চলছে সেই সময়েই ঐ সমস্ত কাজের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এবং এঁদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে,- বিদ্যালয়ের পাঠের সময়ের সঙ্গে ক্লাসের বাইরের এ সমস্ত কার্যকলাপের প্রায় কোনও পার্থক্যই করা হয় না। যেমন পত্রিকা সম্পাদনার কাজটা বাক্শিক্ষা ক্লাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ও স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা ক্লাসের সঙ্গে স্প্যানিশ ক্লাবের সভাকে যুক্তকরা হয়।

বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী ও শিক্ষক সম্প্রদায়—উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ থাকেন এবং তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলীর ভার গ্রহণ করেন। তিনিই ক্লাসগুলি কখন হবে ইত্যাদি স্থির করেন, শিক্ষকদের কাজের ভার দেন, অভিভাবকদের সঙ্গে সদাসর্বদা একটা সংযোগ রক্ষা করেন এবং বিদ্যালয়ের বাজেট প্রস্তুত করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালক হিসাবে পাঠ্যতালিকা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দেন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা যাতে উন্নতিলাভ করতে পারে সেজন্য অনবরত পরিশ্রম করেন।*

পরিচালনা ব্যাপারে এই অধ্যক্ষের উপরে রয়েছেন বিদ্যালয়সমূহের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও তাঁর প্রতিনিধিরা। তিনি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং এই শিক্ষা বোর্ডের কাছে তাঁকে নিজ কর্তব্যের জন্য দায়ী থাকতে হয়। এই শিক্ষা বোর্ড কোন অঞ্চলের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত স্থানীয় নাগরিকদের

* উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত স্নাতক শিক্ষার্থীর শতকরা ৫১.২ ভাগ ছাত্র ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে আবেদন করেছিল এবং আনুপাতিক সংখ্যা ১৯৫৬—৫৭ এবং '৫৮ সালে একই হারে বর্তমান ছিল।

নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষককে যোগ্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপযুক্ত প্রমাণপত্র পেতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব যোগ্যতার মানদণ্ড রয়েছে। যোগ্যতার প্রমাণপত্র প্রার্থীকে শিক্ষকতার উপযুক্ত ন্যূনতম শিক্ষা নিতে হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতে হলে, চার বৎসর কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে স্নাতক উপাধি গ্রহণ করতে হয়। এই চার বৎসরে তিনি যা পড়বেন তার মধ্যে, তিনি ভবিষ্যতে যে যে বিষয়ে পড়াবেন সেই সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া শিক্ষাসংক্রান্ত মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা দেওয়ার পন্থা সম্পর্কে জ্ঞানও তাঁর লাভ করতে হবে। শিক্ষানীতির অধ্যাপক এবং অতীব সুযোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান পদ্ধতিও শিক্ষা করতে হয়। কলেজে চার বৎসর পড়ার সময় ভাবী শিক্ষকদের শিক্ষণীয় বিষয়ের এক সপ্তাংশ শিক্ষা বিষয়েই নির্দিষ্ট থাকে। কিছু কিছু অঞ্চলে 'স্নাতক' উপাধি পাবার এই চার বৎসর ছাড়াও আর এক বৎসর শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অধ্যয়নের জন্য নিয়ম আছে। নিত্য নবীন গবেষণা, নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং নূতন বিষয়ের অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়, একথা স্বীকার করেন বলে, অনেক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষাপন্থা সম্পর্কে শিক্ষকদের সম্পর্কে পরিকল্পনা রয়েছে। 'ওয়ার্কশপ, কিংবা 'সেমিনার' নামে অভিহিত যে ব্যবস্থা, গ্রীষ্মকালে ও বিদ্যালয়ের অধিবেশনকালে বসে, সেটিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

এই সমস্ত 'ওয়ার্কশপে' শিক্ষকেরা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও পন্থা সম্পর্কে, নূতন দিকে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। শিক্ষণীয় বিষয় প্রস্তুত ও শিক্ষাসম্পর্কে পথনির্দেশ করতে পারেন, শিক্ষাসম্পর্কে উক্ত অঞ্চলে কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাতেও নিযুক্ত থাকতে পারেন। উক্ত এলাকার এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রে যে বিদ্যালয় বিভাগ রয়েছে; কিংবা উচ্চ শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে, তাদের পরামর্শদাতারা অনেক সময় এই 'ওয়ার্কশপে' প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া এই সমস্ত পরামর্শদাতারা প্রতিটি শিক্ষককে কিংবা একদল শিক্ষকদের সাথে যুক্ত হয়ে সারা বৎসর ধরেই শিক্ষাদান ব্যাপারের উন্নতিকল্পে কাজ করেন।

অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা একাধিক স্থানীয়, রাষ্ট্রিক কিংবা জাতীয়শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের সভ্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশনে শিক্ষকেরা শিক্ষাব্যবস্থার নবীনতম গতি ও উন্নতি সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত শোনবার সুযোগ পান। অনেক অধিবেশনে ছোট ছোট দল করে

সভাও বসে এবং এই সমস্ত সভায় প্রতিটি শিক্ষক নিজের বিশেষ বিষয়ে নবতম উন্নতি সম্পর্কে অবহিত হন ও আলোচনায় যোগদান করেন।

শিক্ষকেরা প্রায়ই কলেজের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যোগদান করেন। সম্প্রতি গণিত, বিজ্ঞান ও বিদেশী ভাষার শিক্ষকেরা ও যে সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাব্যবস্থার পথনির্দ্দেশক কার্য্যে নিযুক্ত হতে চান, তাঁরা বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্মিলিত অর্থ-ভাণ্ডার আছে, তার থেকে সাহায্য পাচ্ছে। সাধারণভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি তিন ধরনের—গ্রীষ্মকালীন প্রতিষ্ঠান যার অধিবেশন ৪ থেকে ১০ সপ্তাহব্যাপী চলে; আর বাৎসরিক প্রতিষ্ঠান এবং সন্ধ্যাবেলা ও শনিবারে অধিবেশন বসে এমন প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলে উন্নততর উপাধি গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করলে শিক্ষকেরা নবতম গবেষণা সম্পর্কে অবহিত থাকেন ও তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত যোগ্যতাপত্রের গুণবৃদ্ধি করতে পারেন।

পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণের জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ—যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম কারা ঠিক করবেন? রাজ্যের সমস্ত ছাত্রের প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম ও গৃহীত সময়ের উপর নির্ভর করে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজ্য আইনসভায় আইন পাশ করে বিষয় নির্দ্ধারণ করে। এই সমস্ত পাঠ্যক্রম ইংরাজী, ইতিহাস, শারীর-শিক্ষা, বিজ্ঞান গণিত এবং অন্যান্য বিষয় হতে পারে। সাধারণতঃ রাজ্য কর্তৃপক্ষ ইংরাজী বা ইতিহাস পড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে পাঠ্যবস্তু নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণ আইনগত স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। যদিও আমেরিকার একটি রাজ্যে তুলনামূলক মাপের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের হাতে উক্ত রাজ্যের পাঠ্যক্রম নির্ণয়ের ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব বিরাজমান, তবু এদের পরস্পরের পাঠ্যক্রম প্রায় একই।

কিছুকাল আগে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান কালেও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় নয়, সঠিক পাঠ্যবস্তুও নির্ণয় করেন, বিশেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ তিন বৎসরের পাঠ্যক্রমে। কলেজ প্রবেশকালীন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য: কলেজ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের আঞ্চলিক অনুমোদিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করা হয়।

সরকারী এবং বেসরকারী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রতি-

ছাত্রকে তার যোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ জ্ঞান এবং দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়। এমনকি ছাত্রদের এটাও দেখাবার প্রয়োজন হতে পারে যে, সে বিশেষ কোনও পাঠ্যবিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না? যেমন বিজ্ঞান, গণিত, বিদেশী ভাষা বা ইংরাজী। অধিকাংশ সরকারী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ স্নাতক উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের লেখাপড়া ও চারিত্রিক গুণাগুণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ভর্তি করে। কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা থাকলে বা উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পাঠ্যক্রম অনুশীলনের সন্তোষজনক সমাপ্তির পরও, ছাত্রদের বিভিন্ন সরকারী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

মাঝে মাঝে ছাত্রদের বাপমায়েরাও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এককভাবে বা যৌথভাবে ছাত্রদের পাঠ্যক্রমকে নিজেদের চিন্তানুযায়ী প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বাপমায়েরা অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাড়ীতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কাজ করতে হবে, রিপোর্ট কার্ডের প্রকৃতি কি হবে, মূলগত দক্ষতার উপর শিক্ষা পদ্ধতির আনুপাতিক গুরুত্ব এবং মেধাবী ছাত্রদের প্রতিভার স্ফুরণ কিভাবে ঘটানো যায় —এই সমস্ত বিষয় ছাত্রদের পিতামাতা এবং বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের যৌথসভায় আলোচিত হয়।

বিভিন্ন জেলায়, সাধারণ নাগরিকেরা স্কুলের পাঠ্যক্রম নির্দ্ধারণ, পরিকল্পনা কমিটি গঠন, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে নানাভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে থাকেন।

রাজ্যশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক ক্লাস ঘরের শিক্ষার গুণগত বৈশিষ্ট্য ও ধারাগুলিকে শিক্ষাবিষয়ক সংবাদপত্র, বুলেটিন ও পুস্তিকা প্রকাশের মারফৎ গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বদা উন্নীত করার চেষ্টা করছেন। আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এই ধরনের পরিষদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ৭ লক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক, পরিচালক ও পরিদর্শকদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষকদের জাতীয় পরিষদ, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষকদের জাতীয় পরিষদ ও গণিত শিক্ষকদের জাতীয় পরিষদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের অধিকাংশ পরিষদ এবং অন্যান্যরাও জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা পরিষদের মতো বৎসরে বৎসরে শিক্ষাবিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রগতি ও সংবাদসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করে থাকেন। বিগত ৪০ বৎসরে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে এদের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

নির্দেশমূলক বিষয়বস্তু সংগ্রহ-পন্থা

পাঠ্যপুস্তকও আমেরিকার ক্লাস ঘরের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি ও গুণপনাকে যথেষ্ট পরিমাণ বিশিষ্টতা দান করেছে। জাতীয় চাহিদা মেটাবার জন্য যখনই পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং ব্যবহার করা হয়, তখন থেকেই সমস্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক এবং পঠন পদ্ধতির সাধ্যমতো সাদৃশ্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকে অধিকতর বিষয়বস্তু এবং উদাহরণের একত্র সন্নিবেশ করা হয়ে থাকে। বহুসংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তকে বহুমুখী কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ থাকে এবং তাদের এগুলো পড়বার জন্য অনুমোদন করা হয়। একথা ঠিক যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার নব নব আবিষ্কারে খুব কমই সাহায্য করে কিন্তু পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা পুস্তক প্রকাশের সময় শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের কথা মনে রাখেন। পঠন-পাঠনের যে কোনো নতুন ব্যতিক্রম এবং পদ্ধতি একবার সমগ্র দেশে বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়ামাত্রই সেগুলি পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়।

কোনো কোনো সময় শিক্ষকেরা কিছু বিদ্যালয়ে এক বা দুটো মাত্র বিভিন্ন ধরনের বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করেন। বিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরেই পঠিতব্য সংবাদ ও পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও পঞ্জিকা সংকলিত ছোট ছোট লাইব্রেরী থাকে—এমনকি ক্লাসে অধীত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদাদিও এই লাইব্রেরীতে রাখা হয়। অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান সমন্বিত প্রত্যেকটি স্কুল লাইব্রেরীই সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে ছাত্রদের বিস্তৃত আকারে সাহায্য করে থাকে।

নির্দেশমূলক শিক্ষাকে অধিকতর সুসংহত করার জন্য শিক্ষার একটা বিস্তৃত ও বহুমুখী পদ্ধতির ও উপায়ের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফটো, ছবি, মডেল, সিনেমা, সিনেমা স্লাইড, টেপ রেকর্ডার মেশিন, ফোনোগ্রাফ রেকর্ড (যে যন্ত্রের সাহায্যে বাক্য বা অন্য শব্দ গ্রহণ করতে এবং ইচ্ছানুসারে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারা যায়; প্রভৃতি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছাত্রদের মেধা-শক্তিকে সুদৃঢ় করে প্রতিভার বিকাশ ঘটানো হয়। টেলিভিশন এবং বেতারেও ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বেতারে বা টেলিভিশনে এই ধরনের অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত বিষয়বস্তুর উপর ক্লাস নেওয়া হয় এবং সেখানে শিক্ষক ছাত্রের মিলিত যৌথ আলোচনাও চলে।

এই দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়বস্তুতে ছাত্ররা, সুদূর আমাজনের জঙ্গল দেখে, ডেট্র-

য়েটের ফ্যাক্টরীগুলো পরীক্ষা করে এবং এমনি করে তারা লণ্ডন, প্যারিস, টোকিও, রোম প্রভৃতি স্থানের মিউজিয়াম ও গ্যালারিগুলোও "পরিদর্শন করে"। আমেরিকার শিক্ষকবৃন্দ জানেন যে, শিক্ষনীয় বস্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিমান বন্দরে, পাঠাগারে, জিনিস প্যাক করবার কারখানায়, শহরের বিচারঘরে, রাজ্য রাজধানীতে, মিউজিয়ামে, শহরের পাঠাগারে, স্থানীয় কারখানাগুলোতে, অরণ্য সম্পদে ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং অধিতব্য বিষয়বস্তু অনুসারে পরিকল্পনা মাফিক ছাত্রদের ট্রেনে বা বাসে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দর্শনীয় ও শিক্ষনীয় বস্তুর পরিদর্শনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হয়। মাঝে মাঝে আমেরিকার সরকারের কার্যক্রম, বিধানসভার পরিচালনা পদ্ধতি, বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখানোর জন্য দূর দূর অঞ্চলেও ছাত্রদের ভ্রমণ করানোর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায়, শিবির শিক্ষা এবং বহির্বিষয়ক শিক্ষার দিকে ক্রমেই একটা বিশেষ ঝোঁক পড়ছে। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন শিক্ষার ধারানুসরণে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় শিবিরে নানাবিধ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, আবহাওয়া, মানচিত্র অঙ্কন, জ্যোতি-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাস্থ্য প্রভৃতি। এ ছাড়াও ছাত্রদের আমোদ-প্রমোদের জন্যও হাইকিং, চড়ুইভাতি ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থা ছাত্রদের অবলম্বন করার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। শহরকেন্দ্রিক যন্ত্র-সভ্যতায় অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে নিসর্গ সৌন্দর্য্যের দিকেও মন আকৃষ্ট হয়—তারও প্রণিধানযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয়।

নির্দেশমূলক পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাঠ্যবিষয়ে একটা দর্শনীয় পার্থক্য বিদ্যমান। তার কারণ আমেরিকার শিক্ষককে কখন শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কি শিক্ষা দেওয়া হবে, এই নির্বাচনের ব্যাপারে প্রভূত স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষা দিতে হলে রাষ্ট্রের আইন-গত ব্যাপারের সাহায্য প্রয়োজন হলেও শিক্ষক, ছাত্র এবং তাদের অভিভাবক-বৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে, কেমনভাবে, কখন এবং কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার নীতি এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন। অবশ্যই ছাত্রদের শিক্ষাগত প্রগতির স্ব স্ব প্রয়োজন এবং ক্ষমতানুযায়ী এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের প্রাপ্ত সুযোগ অনুযায়ী করা হয়।

অধ্যয়নের বিস্তৃত পাঠ্যসূচীর পরিবর্ত্তে কিছু রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর "শিক্ষা



মুদ্রলিখন (টাইপরাইটিং) শ্রেণীতে অগ্রগতি

বিষয়ক পথপ্রদর্শক পুস্তক" প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায় সংযোজিত থাকে যেমন—যুব চরিত্রের বৈশিষ্ট অনুযায়ী শিক্ষার প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত, শিক্ষা কেন্দ্রের প্রস্তুতি কিভাবে হওয়া উচিত, অধিতব্য বিষয়ের লক্ষ্য, দেখার এবং শোনার যন্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবহার, ছোট ছোট দলে তাদের বিভক্ত করে শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রদের শিক্ষাগত প্রগতির মূল্যায়ন, ছাত্রদের মেধা শক্তির পার্থক্য নির্ণয়, এবং সবশেষে ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃতিত্বের সম্পর্কে সংগৃহীত পরিবেশনের পদ্ধতি প্রভৃতি। সাধারণতঃ শিক্ষার এই সমস্ত পথপ্রদর্শক পুস্তক অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা রচিত হয়। এঁদের সাহায্য করেন শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টাবৃন্দ। মাঝে মাঝে এই ধরনের 'পথপ্রদর্শক পুস্তক' একটা রাজ্য, শহর বা কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারাও প্রণীত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রদের বহুমুখী প্রকৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে পরিচিত হবার নানাবিধ সুযোগ দেন। তাই একটা মাত্র ক্লাস ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে একই সঙ্গে শিক্ষার এই ব্যাপক ও বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কোনো দর্শক ক্লাস ঘরে ঢুকলেই দেখতে পাবে যে দুজন কিংবা তিনজন নতুন কোনো পরিকল্পনার প্রকাশের জন্য বুলেটিন বোর্ড তৈরী করছে, কোনো পরিষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছে, একজন কি দু'জন ছাত্র ক্লাস লাইব্রেরীর বইগুলোর পরীক্ষা করছে, এবং অন্যান্য ছাত্রেরা লিখছে, পড়ছে বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোনো পরিকল্পনার আলোচনা করছে! দিন কে দিন আমেরিকার ক্লাস ঘরগুলো ছোট ছোট নানারকম কাজের পরীক্ষাগার হয়ে উঠছে। যেখানে যুবকেরা কোনো অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজেরা হাতে কলমে সব কাজ শিখতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয় কি করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হয়? সঠিক এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় এবং কি করে সকলের ভালোর জন্য কাজ করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে ও ছোট ছোট দল হিসেবে খুব ঘন ঘন তাদের মধ্যে যোগ্যতার পরীক্ষা হয়। শব্দের বানান, পড়া, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে, তাদের পুরণো রেকর্ডকে অতিক্রম করে যাবার জন্য ছাত্রদের প্রভূত পরিমাণ উৎসাহিত করে তোলা হয়।

যদিও দলবদ্ধ কাজ, প্রতিযোগিতা, আলোচনা সংখ্যানুপাতিক হারে বেড়ে চলেছে, তথাপি এখনও কোনো কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শিক্ষকেরা আবৃত্তির মারফৎ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কলেজ শিক্ষকদের ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থানুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কদাচিৎ চিরাচরিত বক্তৃতা-প্রথা মারফৎ শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগত মেধার পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগসমূহ

বিগত কয়েক দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল যে, "প্রতিটি তরুণকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত" শিক্ষা দিতে হবে। সেই জন্য বর্তমানে এই বিস্তৃত শিক্ষা পরিকল্পনায় ছাত্রদের ব্যক্তিগত মেধা-শক্তির পার্থক্য জনিত কিছু সমস্যারও দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয় প্রথাব শিক্ষায় এই পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ, ছাত্রদের যোগ্যতানুযায়ী ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন - অর্থাৎ কোনো বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ছাত্রদের উক্ত বিষয়ে আগে এবং বর্তমানে বুদ্ধিমত্তা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় বা গেছে তাদেরই কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই ঐ ক্লাসে পড়বাব সুযোগ দেওয়া হয়। বড় বড় স্কুলে যোগ্যতার বিভিন্ন স্তব অনুসারে ছাত্রদের জন্য বহুমুখী কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এই ধরণের একটি প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। চার ধারা একটি দলীয় পরিকল্পনায়, প্রথম ধারা —অনার্স ছাত্রদের জন্য, দ্বিতীয় ধারা —নিয়মিত প্রাক্ কলেজী প্রস্তুতি পর্বের ছাত্রের জন্য, তৃতীয় ধারা- যে সমস্ত ছেলেরা কলেজে পড়বেনা এমন ছাত্রদের জন্য এবং চতুর্থ ধারা—ছাত্রদের মানসিক এবং বুদ্ধিগত যোগ্যতার উন্নতির জন্য অথবা চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যে মৌলিক পাঠ্যক্রম।

ছাত্রদের যোগ্যতার এইরকম বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্যতানুসারে ছাত্রদের পৃথক করার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে যোগ্যতা ছাত্রদের অনেক প্রয়োজনীয় পার্থক্যের মধ্যে একটা এবং এই অন্যান্য ছাত্রদের থেকে এদের পৃথক করলে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও মানসিক বৈপরীত্য দেখা দিতে পারে—যার ফলে বহু অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ক্ষতি হতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের যোগ্যতানুসারে বিভক্ত করেন না। তাঁরা শিক্ষকদের উপর প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব পছন্দ এবং ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক দ্রব্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার অত্যন্ত নিম্নতম পর্যায়ে এবং গড়পড়তা ছাত্রদের থেকে শ্লথগতি ছাত্রদের পড়ানোর সময় এবং উঁচু ক্লাসে গড়পড়তা ছাত্রদের থেকে উন্নত এইরকম ছাত্রদের পড়ানোর সময় এই সব বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়।

শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী ও প্রতিভাবান ছাত্রদের উপর ক্রমশই গভীর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের থেকে প্রতিভাবান ছাত্রদের ক্ষেত্রে

নিয়মিত পাঠ্যসূচীর বাইরেও অন্যান্য পাঠ্যক্রমও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের সাধারণ ছাত্রের চেয়ে বেশি পাঠ্য নিতে দেওয়া হয়। এতে করে প্রতিভাশালী ছাত্রেরা তাড়াতাড়ি স্কুলের কাজের পর্যায় পেরিয়ে আসতে পারে আর নয়ত কলেজে ঢুকে উন্নততর পাঠ্যসূচী নিতে সমর্থ হয়।

কিছু কিছু উচ্চ বিদ্যালয়ে এমন উপযোগী উন্নত ধরণের পাঠ্যক্রমও অনুসরণ করা হয় যাতে ছাত্র পরে কলেজ পর্যায়ে অনেক এগিয়ে যেতে পারে।

ছাত্রদের শিক্ষার মূল্যায়ন এবং মান থেকে মানে অগ্রগতি—প্রাত্যহিক ক্লাসের নিয়মিত কাজ, পরীক্ষার ফল, কোনো পরিকল্পনা বা কমিটির কাজ দেখে ছাত্রদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের পৃষ্ঠতা সাধন বা উন্নতির নির্ণয় করা হয়। মূল পরীক্ষাগুলোর পূর্বে প্রস্তুতি পরীক্ষাগুলো সাধারণতঃ উক্ত বিষয়ের শিক্ষকদের দ্বারা রচিত ও পরীক্ষিত হয়। উপরন্তু বিধিবদ্ধ কৃতিত্বের পরীক্ষাগুলি পর্যায়ক্রমে নেওয়া হয়। প্রতি বিষয়ের উপর ছাত্রদের যোগ্যতা দেখে তবে তাদের উত্তীর্ণ করা হয়। প্রতি শিক্ষা বৎসরের শেষে ছাত্রদের বিষয় অনুযায়ী কৃতিত্বের প্রমাণপত্র অর্জন করতে হয়। অধিকাংশ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরই 'ডি' মার্কা প্রমাণপত্র দরকার হয়, অথবা 'এফ্', 'ডি', 'সি', 'বি' এবং 'এ'। 'এ' মার্কা প্রমাণপত্রই ক্লাসে চূড়ান্ত কৃতিত্বের অধিকারী এবং 'এফ্' মার্কা প্রমাণপত্র অসাফল্যের প্রতীক। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে; আরও কয়েকটি বিষয়ে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় যেমন—কাজ করার অভ্যাস, নাগরিকত্ব, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, সহযোগী মনোভাব এবং কাজে উৎসাহমূলক প্রেরণা। ছাত্রদের মেধাশক্তির এবং অন্যান্য বিষয়ের দুর্বলতা ও ক্ষমতা এবং ক্রমোন্নতি একটি কার্ডে চিহ্নিত করা হয় এবং এই কার্ডটি শিক্ষা বৎসরের মধ্যেই ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে নিয়মিতভাবে পাঠানো হয়। কার্ডটিকে 'রিপোর্ট কার্ড' বলা হয়। কিছু কিছু স্কুলে অভিভাবকবৃন্দ এবং শিক্ষকেরা যৌথভাবে ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ক ব্যাপারে আলোচনার জন্য একত্রে মিলিত হন। সাধারণত উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে (দ্বাদশ মান) 'টুয়েলভ্‌থ্ গ্রেড' শেষ করার পর স্নাতক ডিগ্রী দেওয়া হয়। স্নাতক ডিগ্রী নেবার স্বাভাবিক বয়স ১৭ থেকে ১৮ বছর ধরা হয়। রাজ্য বা অন্য কোনও বহির্ভূত সংগঠন কর্তৃক উচ্চ বিদ্যালয় স্নাতক হবার পূর্বে বিশেষ কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয় না।

মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি দিক—শিক্ষার দিক-নির্ণয়ন আয়াসসাধ্য। তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা যায়। যেমন—

জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্যই আমেরিকার

উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে পুনঃ পরীক্ষিত করা হচ্ছে। পিতামাতারা এবং সাধারণ নাগরিকরাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান বিষয় ব্যাপারে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উৎসাহী হয়েছেন।

পরিকল্পিত গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিও কলা কৌশলের ব্যবহারের ফলে, সমগ্র ব্যবস্থাটাই উন্নীত হয়েছে। টেলিভিশনের মাধ্যম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অন্যান্য বহুমুখী প্রথার সাহায্যে শিক্ষার বিস্তার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে যন্ত্রশিল্প, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অসাধারণ উন্নতির সঙ্গে পাঠ্যক্রমগুলোও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং বিদেশী ভাষাসমূহের ব্যাপারে পরিবর্তন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার সর্বস্তরে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত, প্রতি বিষয়ে একটা গ্রন্থিবদ্ধ সম্পর্ক রচিত হচ্ছে। এই গ্রন্থিরচনায় সম্মেলন, "ওয়ার্ক-শপ" পদ্ধতি বিদ্যালয়সমূহের পারস্পরিক পরিদর্শন, বয়স নির্বিশেষে সর্বস্তরের শিক্ষকদের পারস্পরিক সহযোগিতা নানাভাবে সাহায্য করেছে এবং সমৃদ্ধি এনেছে।

কোনো উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হলে ছাত্রকে যে ছোটো ছোটো পরীক্ষাগুলো পার হয়ে আসতে হতো, অন্যান্য বিষয়েও প্রায় অনুরূপ পরীক্ষা দিতে হতো, বিশেষতঃ বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের বেলায় এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতিবছরে বহু সংখ্যক ছাত্র এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে এবং এখান থেকে স্নাতক পরীক্ষা দিচ্ছে এবং পাশ করছে।

সমগ্র শিক্ষা প্রদান ও পরিচালন ব্যবস্থাটাকেই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করা হয়েছে। ছাত্রদের উপদেশ প্রদান, সাহায্য এবং মূল্য নিরূপণের জন্য এত বিরাট এবং ব্যাপকভাবে নানা ব্যক্তিগত বা দলগত বুদ্ধির পরীক্ষা, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার এবং অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

শিক্ষায় প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রদের চিহ্নিত করে তাদের আরও ভাল করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর শতকরা প্রথম পনেরোটি স্থান অধিকার করে যে সব ছাত্র, তারাই উন্নত ব্যবস্থার সুযোগ পায়। এই ধরনের এই সব ছাত্রদের যোগ্যতানুসারে দলবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং উন্নত শিক্ষাদানের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগতি দেখা দিচ্ছে।

আধুনিক বিদেশী ভাষাসমূহই, বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার এই ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র্যকে ক্রমশঃ বাড়ানো হচ্ছে এবং যে সংখ্যক প্রতিভাবান ছাত্রেরা বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ের অধ্যয়নে নিযুক্ত আছে সেটা এর আগে কখনও দেখা যায় নাই।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞান বাড়াবার জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাহিত্য, পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস এবং আধুনিক বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে এই উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছে।

যে সমস্ত ছাত্রদের লেখায়, পড়ায়, এবং গণনা শিক্ষায় মৌলে ত্রুটি আছে, তার প্রতিকারের জন্য ; ইংরাজী, গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ে 'প্রতিকার সাধক ক্লাসেরও' সুবন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

স্কুল লাইব্রেরী

স্কুলে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল লাইব্রেরীগুলোর ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি তুলনা মূলকভাবে খুব সাম্প্রতিক। বিগত ১৯০০ সালে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন অঞ্চলে এক উচ্চবিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ পাঠাগারিক (লাইব্রেরীয়ান) প্রথম একটা বিরাট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। তার পরের বৎসর থেকেই স্কুল লাইব্রেরীগুলোর সংখ্যা উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে শতকরা ৯৫ ভাগ স্কুলেরই লাইব্রেরী আছে এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও কেন্দ্রায়িত লাইব্রেরীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

স্কুল পাঠাগারিকদের (লাইব্রেরীয়ানদের) যোগ্যতা এবং লাইব্রেরীর নির্দিষ্ট আদর্শই স্কুল লাইব্রেরী গঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯১৫ সালে জাতীয় শিক্ষা সংস্থা এবং উত্তর পূর্ব অনুমোদন কেন্দ্র কর্তৃক প্রথম জাতীয় পর্যায়ে লাইব্রেরীর আদর্শ নির্ণয় করা হয়। ১৯৬০ সালে আমেরিকার স্কুল পাঠাগারিকদের দ্বারা লাইব্রেরীর জাতীয় আদর্শ ও মান কি হবে—এটা প্রকাশিত হয়। এই সংস্থাটি আমেরিকার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সংস্থার একটা সহযোগী সংগঠন।

লাইব্রেরীর জন্য রাজ্য, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আদর্শ নির্ণয় করা হয়। প্রথম আদর্শ সংখ্যানুপাতিক এবং দ্বিতীয় (যেটা সর্বাধুনিক বলে পরিগণিত হয়ে থাকে) গুণগত বৈশিষ্ট্য ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা।



গভীর জ্ঞানানুশীলনে গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভ

লাইব্রেরীয়ান বা পাঠাগারিকরাই বস্তুতঃ পক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁরা পাঠ্যসূচী নির্দ্ধারণের সময়ও অংশ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষক ছাত্র সকলের সঙ্গে এঁরা কাজ করেন সুতরাং এদের শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্যই হচ্ছে—শিক্ষার দর্শন; শিশু এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মনস্তত্ব এবং সেই মতো লাইব্রেরীর সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত থাকতে হয়। স্কুল লাইব্রেরীয়ান বা পাঠাগারিকের ডিগ্রী নিতে হলে উল্লিখিত গুণাবলী সম্পর্কে প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে হয়।

সমস্ত রাজ্যেই স্কুল লাইব্রেরীয়ানদের যোগ্যতার প্রমাণপত্রের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু একটি রাজ্যে এই পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দেবার পূর্বেও আর একটি যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়। ২৫টি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের পাঠাগারিকদের যোগ্যতার প্রমাণপত্রে শিক্ষকদের অভিমত নেওয়া হয়।

প্রাথমিক স্কুল লাইব্রেরী—প্রাথমিক স্কুলগুলোতে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ছাত্রদের সৃজনধর্মী শিক্ষাদানের জন্য, বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বহুবিধ জিনিষপত্রের সাহায্যের দরকার হয়। এই সত্য উপলব্ধি করায় প্রত্যেক ক্লাসের চাহিদার দিকে নজর রেখে লাইব্রেরীর সংগ্রহের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ক্লাসঘর সংগ্রহের গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে—একটা কেন্দ্রায়িত লাইব্রেরীর গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে—কারণ ক্লাসের স্বল্প পরিসরের মধ্যে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হচ্ছেনা। লাইব্রেরী সমেত প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রত্যেক বিষয়েই অধিক সংখ্যক বই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

অন্য যে কারণে প্রাথমিক লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে তা হলো প্রত্যেক ছাত্রকেই স্বতন্ত্র ও এককভাবে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির বহুল প্রবর্তন। শিক্ষার একেবারে প্রথমধাপে শিশুদের মধ্যে এবং বিষয়ানুযায়ী পড়ার ইচ্ছার মধ্যে ক্ষমতা ও দক্ষতার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং এদের জন্য প্রচুর সংখ্যক বইয়ের দরকার, ঘটনাবহুল ও কাল্পনিক, সোজা এবং অনতি কঠিন—যাতে প্রত্যেক শিশুই লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পেতে পারে।

'ইউনিট পদ্ধতিতে' শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচুর ধরনের জিনিষ পত্রের সাহায্যের দরকার হয়। একজন প্রাথমিক শিক্ষিকা বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবন সম্পর্কে লেখাপড়া করার জন্য একটি পরিকল্পনা যখন চালু করেন, তাকে ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের সংবাদমূলক বই, গল্প, নাটক জীবনী প্রভৃতি

পড়তে উৎসাহিত করতে হয়। এ ছাড়াও এ বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য চলচ্চিত্র, ছবি প্রভৃতির দরকার হয়। শিশুদের প্রত্যেক দিনই লাইব্রেরী ব্যবহার করার অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে, যাতে তারা পরবর্তী জীবনে লাইব্রেরীটিকে শিক্ষা ও আনন্দের উৎস বলে মনে করতে পারে।

প্রাথমিক স্কুল লাইব্রেরীগুলি সংগ্রহ, যোগ্যতা ও অর্থনীতির দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকায় আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই এরা সরবরাহ করে। এই সমস্ত লাইব্রেরীতে যাঁরা পাঠাগারিকের কাজ ও পরিচালনা করেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রাথমিক শিক্ষা এবং লাইব্রেরী সম্বন্ধে নির্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রাথমিক স্কুল লাইব্রেরীয়ানরা পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন, পঠনপাঠন পরিচালনা, ব্যবহারিক জিনিষপত্র, গল্পবলা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন।

মাধ্যমিক স্কুল লাইব্রেরী-মাধ্যমিক স্কুল লাইব্রেরীগুলো ব্যবসায় ও নির্দেশমূলক অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বই, পত্রিকা, পুস্তিকা, ছবি, চলচ্চিত্র, টেপ, রেকর্ডিং প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহের একটি কেন্দ্র। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই এই লাইব্রেরীর বহুবিধ সাহায্য গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ পাঠাগারিক, দর্শনীয় ও শ্রবণীয় বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ এবং সাহায্যকারী কেরানীদের দ্বারা লাইব্রেরীর কাজ চালানো হয়। পড়ুয়াদের জন্য সুন্দর সাজানো ঘর এবং এ ছাড়াও সম্মেলনের স্থান, শোনার এবং দেখার ঘরের বহুবিধ ব্যবস্থা আছে। এর সঙ্গে ক্লাসঘরে বহুবিধ পাঠ্যপদ্ধতি একই সঙ্গে অনুসৃত হবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এরকম ক্লাসরুমও কখনো কখনো থাকে। মাধ্যমিক স্কুল লাইব্রেরীগুলোর তিনটি মূল-উদ্দেশ্য আছে- প্রথমতঃ পাঠ্যসূচীকে উন্নীত করার জন্য বহুবিধ দ্রব্যাদির ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ আনন্দমূলক পড়াশুনার জন্য ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ এই সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র ছাত্রসমাজের মধ্যে একটা লাইব্রেরীর অভ্যাস তৈরী করে দেওয়া—যাতে এটা তাদের সারাজীবনের একটা সঞ্চয় এবং সম্পদ হতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রেরা বই এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্লাসঘরে, ক্লাসের বাইরে কি বাড়ীতেও ব্যবহারের জন্য নিয়ে যেতে পারে। ছোট ছোট দলে ভাগ করে অথবা এককভাবে পড়ুয়াদের নিজ নিজ বিষয় অনুযায়ী লাইব্রেরী জিনিষপত্রের ব্যবহারের শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে—যাতে তাদের

ইউনিট পদ্ধতি: মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রদের শিক্ষাগত উন্নতি পরিমাপ করবার একটা সাধারণ প্রথা। একবছরে প্রতি সপ্তাহে পাঁচঘণ্টা ধরে যে বিষয় পঠিত হয় তাকে ইউনিট বলা হয়।

ক্লাসের শিক্ষাটাও একই সঙ্গে অর্থব্যঞ্জক হতে পারে। ক্লাসে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদেরও বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হয়। পাঠ্যসূচী-প্রণয়ন কমিটিও এঁদের সাহায্য এবং সুযোগ ব্যতিরেকে অগ্রসর হতে পারেন না।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলো যথা ঠিক ঠিক নিয়মবাঁধা কাজ করছে তেমন এক সময়ে যে কোনো একদিন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অসংখ্য ছাত্রের একটা প্রবাহ লাইব্রেরী অভিমুখে চলেছে। কখনও তাদের ক্লাসের পড়বার বিষয়ের জন্য, কখনও আনন্দমূলক বইয়ের জন্য। সম্মেলন কক্ষে হয়ত ক্লাস থেকে কোন কমিটি এল, নয়ত সমাজ বিজ্ঞানের কোনো ছাত্র ক্লাসে পাঠকালীন উদ্ভূত সমস্যা-গুলোর আলোচনা ও মীমাংসার জন্য লাইব্রেরীতে এসেছে কথাটা পরিষ্কার করে নিতে ; ফিরে গিয়ে গোটা জিনিষটা ক্লাসে বিবৃত করবে। অনেক বিদেশীভাষা শিক্ষার্থীরা টেপ্‌ রেকর্ডের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। ক্লাসে কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে তার অনুপস্থিতির সময় ক্লাসে যে জিনিষগুলো বাডানো বা শেখা হয়, সেটা সে ক্লাস লাইব্রেরী বা লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ছবি, চলচ্চিত্র টেপ্‌ রেকর্ডের এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের মাধ্যমে শিখে নিতে পারে। প্রত্যেক ক্লাসের এই ধরনের কাজের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ রিপোর্ট রচনা করা হয়। অঙ্কন শিল্পের কোনো ছাত্র লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছবি থেকে তার ব্যবহার উপযোগী ছবি 'মডেল' হিসাবে নির্বাচন করতে পারে। ছাত্রীদের গার্হস্থ্য ক্লাসে শিশুদের যত্ন এবং জামাকাপড় প্রস্তুতের কায়দা-কৌশলগুলোও ছবি ও অন্যান্য জিনিষের মাধ্যমে লাইব্রেরীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শারীরিক ব্যায়াম বিষয়েব এক ছাত্র হয়ত খেলাধূলোর বই চায় ; কুস্তির নিয়ম কানুন দেখে নিতে চায়, কিংবা বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড়ের গড়ে ব্যাট কি রকম চলে দেখে নিতে চায়। অন্য একটি ছেলে হয়ত নৌবাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক। তার জন্য দন্ত চিকিৎসক হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্যও বহুবিধ পথপ্রদর্শক বই লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হয়। যদি কোনো নাটকের ক্লাসের ছাত্ররা কোনো নাটকের আলোচনা দেখতে চায়—তবে তাদের ঐ বিষয়ে রক্ষিত বই থেকে সেই আলোচনা খুঁজে বার করার জন্য ১০ থেকে ১৫ মিনিটের ভিতর কি করে বিশেষ সূচী এবং পুস্তক তালিকাসমূহ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিতে পারবে সেটি শিখিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে আশু প্রয়োজনের সূত্রে ক্লাসের কাজের সঙ্গে লাইব্রেরীর ব্যবহারের অভ্যাসে সামঞ্জস্য ঘটানো হয়। সমাজ বিজ্ঞানের কোনো শিক্ষক দূর প্রাচ্যের কতকগুলি উপন্যাস ও নাটকের সংগ্রহ করে ক্লাসে উপস্থিত করার জন্য বলতে পারেন। কোনো ইংরাজী শিক্ষক পাঠাগারিককে আহ্বান করে ক্লাসে ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণামূলক জীবনীগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়

করিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাতে পারেন। অধ্যক্ষ হয়তো বাড়ীতে যারা পড়ান তাঁদের জন্য একটা পথপ্রদর্শক বই চান। পার্লামেণ্ট পদ্ধতির উপর লিখিত শ্রেষ্ঠ বইটাই হয়তো ছাত্রসংসদের সভাপতি চাইতে পারেন। যিনি দাবা খেলার ক্লাবের সম্পাদক তিনি এই সম্পর্কে যারা নতুন খেলা শিখবে তাদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন বইয়ের তালিকা করে ফেলতে চান। রসায়নবিদ্যার ছাত্রকে তার শিক্ষক সম্প্রতি প্রকাশিত কাগজে বর্ণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো লেখা পড়তে নির্দেশ দিতে পারেন। একদল ছাত্র লাইব্রেরী পরিচালনা পদ্ধতিতে সহকারী হিসাবে কাজ করে। বই দেওয়া নেওয়া, নির্দিষ্ট জায়গায় সেগুলো রাখা, বিভিন্ন ধরনের নতুন বই আসার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর রীতিসম্মত বণ্টন ব্যবস্থা, পত্র পত্রিকাগুলো ফাইলে গুছিয়ে রাখা প্রভৃতি তাদের কাজ। এই সমস্ত অবস্থাতেই সমস্ত কাজেরই বিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পাঠাগার বা লাইব্রেরী।

পরিচালনা ও ছাত্রদের ব্যক্তিগত সাহায্য সংস্থা—শিক্ষার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি শিশুকে তার মানসিক পূর্ণতার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আমেরিকায় শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গীকারবদ্ধ। শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়, বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রণয়নে, ছাত্রকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের কাজে এবং পরিচালনায়—নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিদারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। "ব্যক্তিগত সাহায্য সংস্থা" এই শব্দটি খুবই ব্যাপক। এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র অবশ্য কর্তব্য এবং অবিলম্বে করার কাজ কিছু না বুঝিয়ে সমগ্র ছাত্র সমাজের উন্নতির সামগ্রিক বর্ণ সমারোহকে বুঝতে হবে। এই জাতীয় কাজের মধ্যে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, সামাজিক ও মানসিক একাত্মতা, ব্যবহারিক এবং অন্যান্য শিক্ষার পরিকল্পনা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিচালনা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যক্তিগত সাহায্য যাতে ছাত্রদের নিজস্ব ক্ষমতা, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠাবিষয়ে তাদের সহায়তা হয়।

মৌলিক ব্যক্তিগত সাহায্য সংস্থা—যেহেতু বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মধ্যে তাদের ক্ষমতার এবং মানসিক যোগ্যতা হিসেবে তাদের বিশিষ্ট প্রয়োজন বিষয়ে নানারকম পার্থক্য থাকে,—সেই কারণে স্কুল পর্যায়ে সে প্রয়োজন মেটানর সম্পর্কে একটা সর্বব্যাপী সিদ্ধান্তে আসা যায় না এবং একই কারণে সাহায্যের তালিকা প্রস্তুত করা আয়াসসাধ্য। স্কুল ছাত্রদের উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত কাজের কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব। যেমন:—

একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্কুলের প্রস্তাবনা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করে তোলা।

ছাত্রদের যোগ্যতার ও বিভিন্ন ক্ষমতাগুলোর মূল্য নিরুপণ করা—এবং নিরূপিত পরিসংখ্যানগুলো ছাত্র (মোটামুটি বয়স্ক) শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দ এবং পরিচালকমণ্ডলীর কাছে পেশ করা।

এককভাবে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ সমস্যাগুলোর সাথে ভালো করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া—উপদেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্য কোনো যথাযথ উপায়ের মাধ্যমে।

ব্যবহারিক এবং শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলোর পরিকল্পনা রচনার কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি ছাত্রের রেকর্ড অনুযায়ী সংগ্রহ ও রক্ষা করা।

কর্মসূচীর পরিবর্তন নূতন নূতন মূল্যবোধের সংযোজন এবং গৃহীত সমগ্র কর্মসূচীর সঠিক মূল্যায়নের গবেষণা করা।

কর্মীদের ভূমিকা—কর্মীদের পৃথক পৃথক বৃত্তিমূলক দায়িত্বগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ণীত হয়। এঁদের এই ভূমিকায় সকলেই কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত থাকেন। বিশেষতঃ ছোট ছোট প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের ভূমিকাই প্রধান। আরো বড় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিল সংগঠনে নানা বিশেষজ্ঞের দেখা মেলে। এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপদেষ্টা, বিদ্যালয় মনস্তত্ত্ববিদ, মানসিক-ব্যাধি-অভিজ্ঞ মনস্তাত্বিক, বহিরাগত শিক্ষক, বিদ্যালয়ের কর্মী, বিদ্যালয়ের ডাক্তার, নার্স, মনোব্যাধি চিকিৎসক, পুনর্বসতি সংক্রান্ত উপদেষ্টা, বক্তৃতা দেওয়া এবং শোনা সম্পর্কে উপদেষ্টা, বিশেষ শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাসনব্যবস্থা ও পরিদর্শনের জন্য সংগঠন এবং পথপ্রদর্শক ব্যক্তিগত সাহায্য ব্যবস্থা—কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্রের সহায়তায়, পথপ্রদর্শন ও ব্যক্তিগত সাহায্য বিষয়ক কাজের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করেন, যন্ত্রপাতি কলা কৌশল, শিক্ষার গবেষণা ও মূল্যায়নে ও পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। বিভিন্ন পথপ্রদর্শনের কাজের জন্য সাম্প্রতিককালে আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় তহবিল থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। এই আইনের একটি বিশেষধারা অনুযায়ী রাজ্যব্যাপী সমস্ত ছাত্রদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এই ধরনের কাজের সঠিক উন্নতি হচ্ছে কিনা এটা লক্ষ্য করার জন্য প্রায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের শিক্ষাদপ্তরেই—একটি করে তদন্ত বিভাগ রাখা হয়।

অবশ্যই রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা এবং গৃহীত দায়িত্ব ও কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে—শিক্ষাদপ্তরেরও ভেদাভেদ হয়ে থাকে।

বহু বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সহায়ক কাজের জন্য একজন করে পরিচালক বা ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হয়—যিনি সরাসরি সুপারিনটেনডেন্ট অথবা শিক্ষাদপ্তরের অধীনে কাজ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিচালনার কাজগুলোই পরিচালকের বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে পড়তে পারে। ছোটো ছোটো স্কুলের এই কাজগুলো অবশ্য অধ্যক্ষ মশাই নিজেই তত্ত্বাবধান করে থাকেন। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যক্তিগত সাহায্যের এই সমস্ত কাজের জন্য ছাত্রদের অধ্যক্ষই দায়ী থাকেন।

১৯৫৮ সালের জাতীয়শিক্ষা আইন অনুযায়ী পরিচালনা ও পথপ্রদর্শনের এই সমস্ত কাজের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে এ গোটা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য করা হয়। আংশিক দায়িত্ব হিসাবে এই কাজের উপদেষ্টাদের প্রস্তুতির জন্য খরচও বহন করা হয়। শিক্ষাবিভাগের মুখ্য প্রশাসককে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে—বিভিন্ন উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই পথপ্রদর্শক ও পরিচালনার কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের এবং যাঁরা এই দায়িত্বে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের একটা তালিকা করে—প্রত্যেককে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের ৫০টি শিক্ষাগার পরিচালিত হয়েছে।

সাধারণ শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা—স্কুলে বিভিন্ন ধরনের শিশুদের জন্য অনুসৃত অ-সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে 'বিশেষ শিক্ষা' এই আখ্যা দেওয়া হয়। অন্ধ এবং প্রায় অন্ধ, বোবা এবং কালা, তোতলা, পঙ্গু এবং যাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সমস্যা আছে, যেমন ক্ষয় রোগগ্রস্ত প্রভৃতি, মানসিক বৃদ্ধির অভাব আছে যাদের (এ দলের উপর দিকে এবং মাঝামাঝি যারা আছে) বেখাপ্পা আবেগে বিক্ষুব্ধ শিশু এবং অ-সাধারণ মেধাবী-সমাজে এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের জন্যই এই বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

সরকারী এবং বেসরকারী আবাসিক বা অনাবাসিক স্কুলগুলোতেও এই অসাধারণ এবং অবসাধারণ শিশুরা আজকাল লেখাপড়া করবার সুযোগ পাচ্ছে। এ ধরনের শিক্ষার একটি বড়ো অংশের দায় নিয়েছে স্থানীয় সরকারী অনাবাসিক বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ গুরুতর প্রতিবন্ধকতাদুষ্ট শিশুদেরই আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়ে থাকে, বাধা খুব বড়ো না হলে পাঠানো হয় না।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবত এই সব বাধাগ্রস্ত শিশুদের সাহায্যার্থে সরকারী শিক্ষাবিভাগ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে অর্থ দান করেছেন। সাতচল্লিশটি রাজ্য, কলম্বিয়া জেলা, খুরাম অঞ্চল এবং ক্যানাল জোন-এ জনসাধারণ শিশুদের শিক্ষার জন্য একজন করে পরিচালক বা ডাইরেক্টর নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৮—৫৯ সালের স্কুল বৎসরে এইরকম ২০০ জন অভিজ্ঞ পরিচালক এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র দশজনেরও অধিক বিশেষজ্ঞ-পরিচালকদের নিযুক্ত করেছিলেন।

স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের অধীনে এবং স্কুলের প্রথানুযায়ী বেসরকারী দিনের বেলাকার স্কুলগুলোতেও এই ব্যতিক্রম শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

নিয়মিতভাবে এই বিশেষ স্কুল ও ক্লাসের মধ্যদিয়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল অট্টালিকার মধ্যে--এই মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ সৃষ্টিকরা হয়।

নিয়মিত ক্লাসে কিছু সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাত্রদেরও ভর্তি করা হয়—সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিশেষ শিক্ষার কয়েকটি ধারা প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ যারা কথা ভালকরে বলতে পারেনা বা ভালকরে শুনতে পায়না—তারা এই বলা এবং শোনাটা বিশেষ শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে শিখে নিতে পারে।

স্কুলে এরকম বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বেশীর ভাগ--বলতে পারেনা বা তোত্‌লা এই রকম বিরাট সংখ্যক ছাত্রদের জন্য-ই। দ্বিতীয় বিরাট সংখ্যা হচ্ছে মানসিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ছাত্রদের বুদ্ধির নিরিখ (I. Q.) যাদের ৫০ এবং ৭৫ এর ভিতর (অর্থাৎ বুদ্ধিহীনদের ভিতরে যারা "উঁচু স্তরের") এরকম ছাত্রদের শিক্ষার আয়োজন বহু স্কুল করেছে। মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক দুরকম স্কুলেই এই ধরনের ক্লাস দেখা যায়। ছাত্রদের স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী মূল স্কুলগুলোতে তাদের পড়ানো বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। এদের শিক্ষা প্রধানতঃ এদের সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার উন্নতিকে কেন্দ্র করে দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্কুলেই নিয়মিত অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে এদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। কোনো কোনো বিদ্যালয় আবার ৩০ থেকে ৫০ মান (I. Q.) সম্পন্ন ছাত্রদের (বুদ্ধিহীনদের মধ্যে যারা "মাঝারি") শিক্ষাব্যবস্থাও করেছে।

পঙ্গু ও নানা রোগগ্রস্ত ছাত্রদের জন্য বহু বেসরকারী দিনের বেলাকার স্কুলে বন্দোবস্ত আছে। প্রায়ই শারীরিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত, বিশেষভাবে বসবার

আসন এবং ওঠানামা করার যন্ত্রাদি সমেত বিশেষ স্কুলের বন্দোবস্ত দেখা যায়। অন্যান্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এই সব ছাত্রদের জন্য ছোট ছোট দলে বা কেন্দ্রে ভাগ করে ক্লাস নেবার প্রথা চালু আছে। বেসরকারী স্কুলগুলো দাতব্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাহায্যকারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে একত্রে পঙ্গু ছাত্রদের জন্য কাজ করে। বিশেষ স্কুলগুলোতে সাংঘাতিকভাবে প্রতিবন্ধকতা-সম্পন্ন ছাত্রদের জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হলেও আবার কিছু ছাত্রের কয়েক মাস বা বছরের জন্য এই বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এদের যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক স্কুল থেকেই যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়।



প্রতিমূর্তি নির্মাণ শিক্ষা।

ক্রমশঃই সরকারী স্কুল প্রথার ঘরে বন্ধ ছাত্রদের জন্যও শিক্ষার আয়োজন করা হচ্ছে। সেইরকম ভাবে সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালেও এই স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এধরনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনমত অর্থনৈতিক সাহায্য করে থাকেন।

অন্ধ এবং বোবা ছাত্রদের জন্য প্রচুর আবাসিক স্কুলের বন্দোবস্ত থাকলেও স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে আরও বেশী সংখ্যক দিনের বেলাকার স্কুলের ক্রমেই ব্যবস্থা বাড়ছে। এরা অন্ধ ও বোবা ছাত্রদের সঙ্গে প্রায় অন্ধ ও কালা এরকম শিশুদেরও পড়ানোর ব্যবস্থা রাখছে।

সমাজে যারা কিছুতেই মিল হচ্ছে না এবং মানসিক বিক্ষোভে ভুগছে, এরকম ছাত্রদের দিকে বহু স্কুল ক্রমেই লক্ষ্য দিচ্ছে। বহু শহরেই এদের জন্

বিশেষ স্কুলের এবং ক্লাসের বন্দোবস্ত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এদের নিয়মিত স্কুলগুলোতেই পাঠানো হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্কুল সমাজকর্মী এবং মনস্তত্ত্ববিদদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়। কখনো কখনো তারা বিদ্যালয়ে বা সেই অঞ্চলের শিশু পরিচালকদের সাহায্য পায়। সামাজিক সামঞ্জস্যের খুব গুরুত্ব অভাব ঘটলে বা বলবিকৃতির খুব জটিল অবস্থায় এদের রাজ্যসরকারের আবাসিক স্কুলগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক কালে বিশেষ গুণসম্পন্ন মেধাবী ছাত্রদের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ক্লাসগুলোর নিয়মিত পরিসরের মাধ্যমে এই ছাত্রদের গুণাবলী বিকাশের দিকে নজর রাখা হয়। কোনো কোনো শহরে এদের জন্য আবার বিশেষ স্কুল বা স্কুল বিশেষ ক্লাসেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে মেধাবী ছাত্রেরা মাঝে মাঝে অথবা সারাদিনের জন্য পড়ে। বড় বড় স্কুলগুলোতে তাদের নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী অধিকতর উচ্চ পাঠ্যসূচী নির্বাচন করে পড়তে দেওয়া হয়।

বেসরকারী আবাসিক স্কুলগুলোতে এই বিশেষ শিক্ষার্থী সংখ্যার কিছু কিছু অংশ ভর্তি করে এবং তাদের বিশিষ্ট ধরনে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি রাজ্য-সরকারের তরফ থেকেই বিশেষ আবাসিক স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধ, বোবা, অনগ্রসর বুদ্ধিযুক্ত এবং বলবিকৃতিসম্পন্ন শিশু এই চার ধরনের ছাত্ররাই এ ব্যবস্থার সুযোগ বেশী পায়।

এছাড়া কিছু ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত স্কুল রয়েছে। যেখানে এই ধরনের ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া হয়। যাই হোক আজকের আমেরিকায় এই বিশেষ শিক্ষার দায়িত্ব যে স্কুলের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে, মোটামুটি দিনের বেলাকার স্কুলের দায়িত্বের উপর পড়েছে—এবং সরকার ও জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় ও অর্থ নৈতিক সাহায্যে এই সমস্ত স্কুল পরিচালিত ও রক্ষিত হয়।

সাম্প্রতিক ধারা—এই পঙ্গু ছাত্রদের ও শিক্ষকদের মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করে তোলবার জন্য সরকারী শিক্ষাবিভাগ যথেষ্ট লক্ষ্য দিচ্ছে না। এই জন্য প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোতে বহু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কলেজ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোও এ ব্যাপারে খুব সক্রিয়। ১৯৫২ সালে ১২২টা কলেজের নানাভাবে অক্ষম ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষকতা পরিকল্পনা তৈরী করেছে।

অসাধারণ ও অবসাধারণ ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ করে অনগ্রসর বুদ্ধি-যুক্ত শিশুদের সমস্যা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দিকে অনেকটা জোর পড়েছে। ৮৩ তম কংগ্রেসে ৫৩১ জনসাধারণের আইন অনুযায়ী শিক্ষাদপ্তরকে

সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। মানসিক অনগ্রসরদের শিক্ষা, এবং অন্যান্য অসাধারণ ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী যথাক্রমে ৫০টি সমবায়মূলক গবেষণার কাজ এবং কুড়িটা গবেষণা পরিকল্পনা চলেছে।

সরকারী বা বেসরকারী স্কুলগুলোতে অভূতপূর্ব এই বিশেষ শিক্ষার সুযোগ বা কর্মসূচীকে শহর থেকে গ্রামে—গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষ্য করা হচ্ছে। এই সমস্ত সুযোগ বা সাহায্যগুলো সাধারণত স্থানীয় জেলা কমিটিগুলো অথবা দেশব্যাপী সংগঠিত এই ধরনের কোনো সংগঠনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিশেষতঃ কথার জড়তা এবং অনগ্রসর বুদ্ধিবৃত্তি-যুক্ত ছাত্রদের বেলায় এ চেষ্টা বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় জেলাকেন্দ্রিক পরিকল্পনা সমবায় অথবা দেশব্যাপী ব্যাপক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রকম শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে।

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনটি বিশেষধারা লক্ষ্যে পড়ে (১) গলদ ধরবার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ বিষয়ে আগ্রহ; (২) ধরবার ধরন এবং সংজ্ঞা পাল্টালে ঠিক কী ধরনের অ-সাধারণত্ব বেশি বেশি দেখা দিচ্ছে সেটিও ধরা পড়ে, (৩) এই ধরনের শৃঙ্খলা বিশ্লেষণে যে ছেলের প্রতিবন্ধক একটিরও বেশি ("বহু বাধাগ্রস্ত শিশু") তার দিকে নজর পড়ে এবং তার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লক্ষ্য পড়ে। শারীরিক বা মানসিক যে কোনো পঙ্গুতারই একটা সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দর্শনীয়।

শিক্ষক—শিক্ষার সর্বস্তরে উচ্চ গুণসম্পন্ন শিক্ষকদের দাবী ক্রমাগত বাড়ছে। ৫নং তালিকায় ১৯৫৫-৫৬তে নিযুক্ত শিক্ষকদের সংখ্যা এবং কোথায় কী ভাবে তাঁরা নিযুক্ত সে হিসেব রয়েছে।

যোগ্যতার সপ্রমাণ—শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রমাণপত্র এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি সংস্থা আছে। এই সংস্থাটি রাজ্যশিক্ষা পর্ষৎ, রাজ্যশিক্ষা দপ্তর অথবা জনসাধারণের নির্দেশ-মূলক শিক্ষার একটি বিভাগীয় দপ্তরও হতে পারে। অনুমোদিত বেসরকারী স্কুলগুলিতে অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাপত্র বিষয়ে একই নীতির অনুসরণ করে—বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। রাজ্যের যোগ্যতা-পত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে শিক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভেদ থাকে এবং নির্দেশনামূলক ভাবেও একটি অন্যটির সঙ্গে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের সাদৃশ্য বেশি বলা যায়। এই ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে একটা বৃহত্তর সমরূপতা আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে—এটা সম্ভব হলেই বিভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্রে

শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে পড়ানোর কাজে যাওয়ার পথের অসুবিধা দূরীভূত হবে। ৪০টি রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার জন্য স্নাতক উপাধির সমপর্যায়ে চার বছরের কলেজ পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে-- ডিগ্রী বা উপাধি গ্রহণ করতে হয়। একটি রাজ্য বাদে অন্য-গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়েও এইটুকুই প্রয়োজন। আরিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া ও কলম্বিয়া জেলায় মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ২৬টি রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলের অধ্যক্ষ পদের জন্য এম. এ. ডিগ্রী দরকার, এটি ৩৫টি রাজ্যে মাধ্যমিক স্কুলের অধ্যক্ষ পদের জন্য দরকার হয় এবং ৪২টি রাজ্যে স্কুল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদের জন্য এম. এ. ডিগ্রীর দরকার হয়।

স্কুলের ধারা অনুযায়ী শিক্ষকদের সংখ্যা : ১৯৫৫-৫৬

স্কুলের ধারা ও স্তর	সামগ্রিক সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং উচ্চশিক্ষায়)	১.৫২১.৮৬৮	৫০৬,৮৩৮,	১,০১৫,০৩০
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে ...	১,২৯৩,৬৮০	৩২৪,৬২১	৯৬৯,০৫৯
প্রাথমিক (কিণ্ডারগার্টেন সমেত) স্কুলে ...	৮১৬,৫১০	৯৬,৫৪০	৭১৯,৯৭০
সরকারী স্কুলে ...	৭২২,৮৯০	৯২,১৪০	৬৩০,৭৫০
বেসরকারী স্কুলে ...	৯৩,৬২০	৪.৪০০	৮৯,২২০
মাধ্যমিক (জুনিয়র, সিনিয়র এবং নিয়মিত হাই স্কুল সমেত) ...	৪৬০.৯৩৩	২২৩,৩৩০	২৩৭,৬০৩
সরকারী স্কুলে ...	৪১০,২০৩	২০২,০৩০	২০৮,১৭৩
বেসরকারী স্কুলে ...	৫০,৭৩০	২১,৩০০	২৯,৪৩০
অন্যান্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলসমূহ ...	১৬,২৩৭	৪,৭৫১	১১,৪৮৬
উচ্চ শিক্ষায় ...	২২৮,১১৮	১৮২,২১৭	৪৫,৯১১
সরকারী ...	১১৩,১০১	৮৯,৯৮৭	২৩,১১৪
ব্যক্তিগত মালিকাধীনে পরিচালিত ...	১১৫,০৮৭	৯২,২৩০	২২,৮৫৭

শিক্ষকদের বেতন—বিগত দশ বৎসরে শিক্ষকদের বেতন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেলেও—যোগ্যতা এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য পেশার তুলনায় আনুপাতিক হার অনেক কম। নির্দেশনা কার্যে নিযুক্ত (শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পরিদর্শক প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত) শিক্ষকদের বাৎসরিক গড়পড়তা বেতন গত ১৯৫৮-৫৯ সালে বেসরকারী স্কুলগুলিতে ১৯৪৮-৪৯ থেকে শতকরা ৭৩'৪ ভাগ বেড়েছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে জীবনযাত্রার উচ্চ মানের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষকদের গড়পড়তা বাৎসরিক বেতন ঐ একই সময়ের মধ্যে শতকরা ৪৩'৮ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে এবং কখনও একই রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে, স্কুল ও শিক্ষাপ্রথার তারতম্য অনুসারে শিক্ষকদের বেতনেরও অনেক তারতম্য আছে। শিক্ষাদীক্ষা এবং কতদিন ধরে কার্যে নিযুক্ত আছেন এ দুটির ওপর নির্ভর করে একই স্কুলপ্রথার শিক্ষকদের মধ্যেও বেতনের পার্থক্য বিদ্যমান। ১৯৫৬ সালে যাঁরা শিক্ষাদান শুরু করেছেন এমন শিক্ষকদের বেতন গড়পড়তা স্কুল বৎসরে ছিল ৩৪৭৪ ডলার। একই বৎসরে সমস্ত বেসরকারী স্কুলগুলির শিক্ষকদের গড়পড়তা বার্ষিক বেতন ছিল ৪২২০ ডলার এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে বেতনের হার ছিল ৪৭৭৫ ডলার। প্রত্যেক স্কুলের ব্যবস্থাপকদের ক্লাস-শিক্ষকদের থেকে কিছু বেশী বেতন দেওয়া হয়।

শিক্ষকতার কাল ও অবসর গ্রহণ—শিক্ষকদের শিক্ষকতাকালের দৈর্ঘ (অর্থাৎ একই কাজে একজন শিক্ষক কতকাল থাকবেন) তাদের বেতন, কাজ করবার পরিস্থিতি ও ক্ষমতা, প্রস্তুতির পরিমাণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই কালের দৈর্ঘটা গ্রাম্য স্কুলগুলিতে সবচেয়ে কম কিন্তু শহরের স্কুলে সবচেয়ে বেশী।

শিক্ষকতার সময়ের এই পরিমাণটা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে বর্তমানে গড়পড়তা—১০ থেকে ১৫ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত রাজ্যেই শিক্ষকদের চাকরী দেওয়া না দেওয়া স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনের কোনো বাধানিষেধ নেই—সেখানে শিক্ষকতাকালও স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন। শিক্ষানবীশের সময়কাল উত্তীর্ণ হবার পরে একেবারে স্থায়ী চাকরী নির্ধারণ, বিস্তারিত ও স্থায়ী চুক্তি, এক বা তদূর্ধ্ব বৎসরের জন্য চুক্তি বা এই ধরনের শিক্ষাদান কাল বিষয়ক নানারকম ব্যবস্থা—রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত।

শিক্ষকতার অবসর গ্রহণের পরিকল্পনার মধ্যে, বিভিন্ন রাজ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদে এবং কখনও একই রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পার্থক্য বিদ্যমান। কোন্ বয়সে সাধারণতঃ শিক্ষকদের অবসর (৬০ বৎসর) গ্রহণ

করা উচিত এবং কখন নিশ্চয়ই অবসর গ্রহণ প্রয়োজন (সাধারণতঃ ১০ বৎসর) এটাই এই পরিকল্পনাতে স্থিরীকৃত হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে চাকরীতে নিযুক্ত থাকাকালীন প্রতি বৎসরেই শিক্ষক তাঁর বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে অবসর গ্রহণের তহবিলে সঞ্চয় করেন এবং সেই হিসাবে সেই একই পরিমাণ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষও জমা করেন। এইভাবে শিক্ষকতার সময় মজুত তহবিলের টাকার হিসেব করে এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে প্রতি শিক্ষকের অবসর গ্রহণের সময় কত টাকা তাঁকে হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে তার হিসেব হয় এবং সেই মত টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া অনেক স্কুলে বৃদ্ধ শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বৃদ্ধ অশক্তদের জন্য ব্যবস্থা ও জীবন-বীমা পরিকল্পনার সুযোগ নেবার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ব্যবহারিক শিক্ষা

প্রয়োজনীয় চাকরী বা বৃত্তির জন্য প্রতি নাগরিককে উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই ব্যবহারিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। দুইটি নির্দিষ্ট ধরনের নাগরিকদের এই প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়—যাঁরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং যারা নানারকম বৃত্তির জন্য প্রস্তুতি করছেন, যেমন —কৃষি, গৃহ-প্রস্তুতি, শিল্প, ছোটখাট ব্যবসায়, সুদক্ষ যন্ত্রবিদ প্রভৃতি। দিনের বেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এই ব্যবহারিক শিক্ষার ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং মাধ্যমিক স্কুলের বাইরেও যুবক ও বয়স্কদের স্থায়ী চাকরিজীবী বা অস্থায়ী চাকরিজীবী যারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছেন, এঁদেরও সন্ধ্যার সময় বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যখন তাদের অবসর রয়েছে এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়।

ব্যবহারিক শিক্ষা, সামগ্রিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে পরিচিত। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমেরিকার প্রতিটি কর্মীকে অর্থ-নৈতিক. সামাজিক, মানসিক, শারীরিক. বুদ্ধিগত যোগ্যতা, ও রাষ্ট্রিক জ্ঞানে সুসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করা হয়।

আমেরিকার জাতীয় কংগ্রেস ব্যবহারিক শিক্ষাকে অধিকতর উন্নতি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য নিরঙ্কুশভাবে আর্থিক ও অন্যান্য বহুবিধ সাহায্য করে থাকেন। এই তহবিল মূলগতভাবে শিক্ষকদের মাহিনা, ট্রেনিং, বিভিন্ন শিক্ষণীয় স্থানের ভ্রমণ বাবদ খরচ, পরিচালক ও পরিদর্শকদের মাহিনা বহন করে। এই শিক্ষাকে উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব ব্যবহারিক শিক্ষার রাজ্য পর্ষৎএর

উপর ন্যস্ত আছে। শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা ও সহযোগিতা করা, পরিচালনা করা নয়।

১৯১৭ সালে এই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হবার এই প্রথা একটা লক্ষীভূত কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং সেই একইসঙ্গে জাতীয় আইন তার অর্থ নৈতিক সাহায্যের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে। ১৯৫৮ সালের শিক্ষাবর্ষের শেষ জুন মাসের ৩০ তারিখে ৩.৬ মিলিয়ান নাগরিককে এই শিক্ষার তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এর অর্ধেক মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র এবং বাকী অংশ যুবক ও বয়স্কেরা—যাঁরা আংশিক সময়ের ভিত্তিতে বা সন্ধ্যার ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

যন্ত্রশিল্প পদ্ধতির জটিলতায় যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিধানসভা তাকে স্বীকৃতি দিয়ে সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্‌দের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে। এটাকে ব্যবহারিক শিক্ষার একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে ধরা হয় এবং এর জন্য আমেরিকার জাতীয় কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করেছেন। সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্‌দের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার জন্যই এই অবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমেরিকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রশিল্পের এই চাহিদা মেটানোর জন্য আইন প্রণয়নের এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত রাজ্যেই এই সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯১৭ সালে জাতীয় ব্যবহারিক শিক্ষার আইন প্রণীত হবার পর থেকে এই শিক্ষাব্যবস্থা নিরন্তর জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে।

একটা পরিসংখ্যান :—

বছর	সংখ্যা
১৯১৮	১৬৪,১৮৬
১৯২৮	৮৫৮,৪৫৬
১৯৩৮	১,৮১০,০৮২
১৯৪৮	২,৮৩৫,৩৯২
১৯৫৮	৩,৬২৯,৩৩৯

কৃষিবিষয়ক শিক্ষা—দশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য ব্যবহারিক শিক্ষা পরিষদ এর যৌথ প্রচেষ্টায় এই শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালিত হয়। যাদের জন্য এই শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তারা হল : (১) ভবিষ্যতে কৃষিকার্যে

যোগদানেচ্ছু চৌদ্দ বছরের ঊর্ধ্ববয়স্ক ছাত্ররা, যারা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি বিষয়ে পড়াশুনা করছে। (২) যুব-কৃষকরা, যারা স্নাতক উপাধি পেয়েছে, কিংবা পাঠ শেষ না হতেই যারা বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে অথচ ভবিষ্যতে কৃষিবিষয়ক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং (৩) বয়স্ক নাগরিক, যারা কৃষিকার্যে নিজেদের দক্ষতার উন্নয়ন করার প্রয়াসী।

নির্দেশমূলক শিক্ষার কর্মসূচী—জাতীয় ব্যবহারিক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি কৃষিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অনুরূপ কোনও জায়গায় বছরে অন্ততঃ ছ'মাস পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারিক কৃষিকার্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়। কৃষি কলেজ থেকে স্নাতক উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও অধ্যাপনা সুরু করার পূর্বে একটা 'ট্রেনিং' নিতে হয়। প্রতিবছরে বারো মাসের জন্যই শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক কৃষিবিদ্যার ছাত্রেরা শস্যের উৎপাদন, গো-মেষাদি রক্ষণ ও প্রতিপালন, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কৃষিক্ষেত্রের পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের কৃষিক্ষেত্রিক কাজ, শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। শুধুমাত্র ছাত্রের নিজস্ব কৃষি ক্ষেত্রে নয় এমনকি সম্প্রদায়গত কৃষিক্ষেত্রেও কৃষিকার্যের সর্বোত্তম পরিস্থিতির মধ্যেই কৃষি ব্যবসায়ের উদ্যমের কর্মসূচী বা পরিকল্পনা রচিত হয়। তা ছাড়া দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে এই সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে থাকে, যাতে ছাত্রদের এটাই একটা স্থায়ী কর্মক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হতে পারে। পরিদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্ররা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী উন্নত ধরনের পদ্ধতির সাথে নিজেদের পরিচিত করাতে পারে। পরিদর্শিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কৃষি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করা খুবই সহজসাধ্য।

কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের আরও তিনটে বা চারটে সাধারণ বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়। যেমন ইংরাজী, ইতিহাস, জীববিজ্ঞান বা প্রাণিবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি। কোনো বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চার বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করার পর তাদের একটি 'ডিপ্লোমা' দেওয়া হয়। এবং ব্যবহারিক শিক্ষার যে কোনো কলেজে অন্য সমস্ত ছাত্রদের মতই যারা শুদ্ধমাত্র পড়াশুনা করছে—অর্থাৎ যারা হাতে কলমে কোনও প্রকার কাজ বা শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে নাই তাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। একটি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক কৃষিবিদ্যায় অধ্যয়নরত একটি ছাত্রের উদাহরণ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দের সাহায্য এবং সহযোগিতায় তার নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রের জরীপ করে এবং সেখানকার মাটির গুণাগুণ ও বিশিষ্টতা পর্যবেক্ষণ করে সে কৃষিব্যবসায়ের উদ্যম শুরু করল। বাজারে শস্যের চাহিদা এবং বিনিয়োগের পদ্ধতিগুলো সে ভাল করে বিশ্লেষণ করলো। গৃহীত তথ্য এবং পরীক্ষিত ঘটনার উপর নির্ভর করে সে পরিদর্শিত কৃষিব্যবসায় শুরু করলো। যেহেতু এ অঞ্চলের ব্যবসায়ে শূকর বৃদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে, এই ছাত্রটি ব্যবসায় শুরু করলো একটি শূকরী এবং তার একপাল শূকরছানা নিয়ে। এই ব্যবসায়ে সে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মাত্র চার বছর ব্যবসা শুরু করে সে বছরে ১টন শূকরছানা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। (এর মানে হল ছানাগুলি সংখ্যায় যে কটি হোক না কেন, সবকটি ছমাসের শেষে ২০০০ পাউণ্ড ওজনের হয়েছিল)।

সমস্ত ব্যবসায়টা পরীক্ষা করে সে ঠিক করলো যে এবারে পশুদের জন্য খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা উচিত। ব্যবসায়ের দ্বিতীয় উদ্যম হিসাবে সে শস্য উৎপাদন নির্বাচন করলো—যেটার উৎপাদনের পক্ষে অর্থকরী, মাটি এবং আবহাওয়া অনুকূল হবে। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে সে ওট এবং গমেরও উৎপাদনের ব্যবস্থা করে একটি সু-পরিকল্পিত ব্যবসায় শুরু করলো। ক্রমে ক্রমে সে নিজের জন্য জমিও কিনলো এবং পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যাপারে পিতার সঙ্গে 'যৌথ দায়িত্ব চুক্তিতে' ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করলো। এই ছাত্রটি ব্যবহারিক কৃষি-বিদ্যায়তনে তত্ত্বগত এবং কার্যকরীভাবে নিজের কৃষিক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সম্প্রদায়গত ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল বলেই সে উৎপাদন হিসাবে এত সুখ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছিল।

যুবক এবং বয়স্ক কৃষকদের শিক্ষা—প্রত্যেকের এক্তিয়ারভুক্ত কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্লাস এর ভিত্তিতে বয়স্ক এবং যুব-কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। সারাদিন কৃষিব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার জন্য সপ্তাহে একবার বা দুবার সন্ধ্যার দিকে সাধারণতঃ ক্লাস নেওয়া হয়। বৎসরে ছয় থেকে নয় মাস এই-ধরনের ক্লাস নেওয়া হয়ে থাকে সাধারণতঃ ব্যবহারিক কৃষিবিদ্যায়তনের ক্লাস-ঘরে অথবা কৃষি কারখানাগুলোতে এই ধরনের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কখনও কখনও কৃষি পরীক্ষাগারে বা অনুরূপ কোনো জায়গায় প্রত্যেকটি সমস্যার চরিত্রানুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। গো-মেষাদির উপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণ ও শস্য উৎপাদনের ক্রমাগত উন্নতিই শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। যুব-কৃষকদের এই ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভও সাধারণতঃ অন্যতম বিষয় বলে পরিগণিত করা হয়।

আমেরিকার আগামী দিনের কৃষক—আমেরিকার আগামী দিনের কৃষক (The future Farmers of America· F. F. A) একটি জাতীয় সংগঠন। বেসরকারী মাধ্যমিক কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের কৃষকদের এই সংগঠনের সভ্য হবার অধিকার আছে। অ-লাভেচ্ছু, শিক্ষামূলক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কবিহীন একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন—যার উদ্দেশ্য কৃষিগত ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটা জাতীয় নেতৃত্ব ও চরিত্রের সংগঠন করা এবং ধীরে ধীরে নাগরিকতা বোধ ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার করা। ছাত্রদের অবশ্য এই সংগঠনের সভ্য হবার উপযুক্ত হতে হলে তাকে ব্যবহারিক কৃষিকার্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

নিজেদের মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে অভিজ্ঞতা সংগঠনের সভ্যরা অর্জন করেন—তাতে তাঁরা শিখতে পারেন কি করে সভায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। সংসদীয় রীতিনীতির অনুশীলন, জনসভায় বক্তৃতা করা, এবং সহযোগী সভ্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত উন্নতির ব্যাপারও তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্থানীয় সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজগুলোকে সংগঠিত করে। কখনও কখনও দলবদ্ধ কাজ হিসাবে স্কুল এবং গির্জার অঙ্গনগুলোকে সুন্দর করে গঠন করে কখনও দৃশ্যাঙ্কন করে। এইভাবে নানাকাজের মধ্য দিয়ে সংগঠনের সভ্যরা সমাজের একজন উল্লেখযোগ্য সভ্য হিসেবেও গড়ে ওঠে।

বিভাজক বা বণ্টনকারী শিক্ষা

জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাদের জন্য এই বণ্টনকারী শিক্ষার কর্মসূচী বা শিক্ষাক্রম রচিত হয়। বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের এই বণ্টনকারী বিভাগে বহুপ্রকার কর্মসূচীতে বিভক্ত থাকে যেমন—খুচরা ক্রয়বিক্রয়ের বিভাগ, পাইকারী বিভাগ, ভাণ্ডার বিভাগ, মাল পরিবহন বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ ও আমলাতান্ত্রিক বিভাগ প্রভৃতি। অর্থনৈতিক বণ্টন, বাজার এবং বাজারের চাহিদা, ব্যবসায়িক কায়দাকানুন ও রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয় এই শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

কাদের জন্য এ শিক্ষা—দেশের বণ্টন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সহিত যুক্ত এরকম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিকদের জন্যই এই ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাধারণ চাকরিজীবী থেকে আরম্ভ করে,

পরিদর্শক, ম্যানেজার এবং মালিকানার কাজের একটি বিস্তৃত পাঠ্যসূচী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ক্লাস নেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষাসূচীর বিভিন্ন স্তর—বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় স্কুল পরিষদ্‌গুলো কর্তৃক 'ট্রেনিং'এর তিনটি বিশিষ্ট শিক্ষাসূচী পরিচালিত হয়। একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে সমবায়মূলক কর্মসূচীব মাধ্যমে ১১ এবং ১২ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা 'বণ্টনকার শিক্ষায়' ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের অর্ধেক সময় বণ্টন এবং বাজারের চাহিদা, ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে মূল এবং বিস্তারিত শিক্ষা দেয়। বাকী অর্ধেক সময় কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী সমবায়িক চাকরীর ভিত্তিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্বের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা শিক্ষা শেষে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষাসূচীর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে: সমবায়িক কর্মসূচীর একটা উচ্চপর্যায়। ব্যবহারিক বিদ্যালয়গুলোর ১৩শ বা ১৪শ বৎসরে, কোনো কমিউনিটি কলেজে বা কোনো কারিগরী বিদ্যালয়ে এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ বিদ্যালয়-গুলোতে সাধারণতঃ যে ধরনের শিক্ষা এবং কর্মসূচী গ্রহণ ও অনুসরণ করা হয়ে থাকে, এটা অনুরূপ পন্থারই উন্নত ধরনের পর্যায়—যেখানে চাকরী বা অন্য বিষয়ে প্রত্যেককে বিশেষভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।

১৯৩৮ সালে বর্ধিত বয়স্কদের শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করার পর এরই মধ্যে দশভাগ বৃদ্ধি হয়েছে এবং শতকরা ৮৫ ভাগই এই বণ্টনকারী শিক্ষার ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়স্কদের ক্লাস-শিক্ষকরা অধিকাংশই সার্থক ব্যবসায়ী বা পেশাদারী। এঁরা এঁদের নিয়মিত কাজের সময়টা বাদ দিয়ে সন্ধ্যার দিকে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য বয়স্কদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়া অবশ্য সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকরাও রয়েছেন। যাতে প্রয়োজন মতো সময়ে ক্লাসগুলো সংগঠিত করা যায়। সর্বক্ষণের শিক্ষকবৃন্দ রাজ্য এবং বিদ্যালয় পরিষদগুলো কর্তৃক নিযুক্ত হন। বণ্টনকারী শিক্ষার অভিজ্ঞতা ছাড়াও এঁদের কারিগরী শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষার্জন করতে হয়। বয়স্কদের জন্য বহুপ্রকার শিক্ষাসূচীর প্রবর্তন হয়েছে। বিক্রয় কাজে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় উচ্চ ধরনের শিক্ষা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের সংবাদ সংরক্ষণ বিষয়ে, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে; কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের কাজ পরিদর্শন করা তৎসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পরিদর্শকদের জন্যও বহুবিধ শিক্ষার আয়োজন আছে। ছোটো ছোটো ব্যবসায়গুলোর মালিক এবং পরিচালকদের জন্যও শাসনতান্ত্রিক পরিচালনা, রীতিনীতির সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই

সমস্ত পাঠ্যসূচী এবং অন্যান্য স্বল্প-সময়ের শিক্ষাসূচীগুলো শিক্ষার অন্যান্য শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে—প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষার চাহিদাকে মেটানোর জন্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মালিক এবং চাকরিজীবীদের প্রতিনিধি সম্বলিত উপদেষ্টা কমিটির মারফৎ এই সমস্ত শিক্ষার কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়।

যুব নেতৃত্বের কর্মসূচী ও লক্ষ্য—আমেরিকার ডিস্ট্রিবিউটিভ্ এডুকেশান ক্লাব (The Distributive Education clubs of America) গুলো আমেরিকার জাতীয় যুবসংগঠন। উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাক্-উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবায়িক বণ্টনকারী শিক্ষার ভিত্তিতে এই সংগঠনে মিলিত হয়। যৌথ এবং একক নেতৃত্বের উন্নতি, উৎসাহ সঞ্চার এবং এই ধরনের বহুবিধ সামাজিক কাজের ভিত্তিতে এই ক্লাবগুলোর কর্মসূচী প্রস্তুত হয়। বণ্টনকারী শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পেশাদারী উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত বা এককভাবে অংশগ্রহণ পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হয়।

আমেরিকার মুক্ত সমাজের যে সমস্ত মানুষেরা দেশে এবং বাইরে জাতীয় উৎপাদন ও সার্বিক চাহিদা মেটাবার জটিল সমস্যার কাজে নিযুক্ত আছেন—এঁদের প্রাত্যহিক ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে শিক্ষার সমস্ত শক্তিগুলোকে একত্র করে ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন দৃঢ় ও উন্নত করার লক্ষ্যই বণ্টনকারী শিক্ষার বৃত্তিমূলক দায়িত্ব বলে পরিগণিত হয়। উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ কাজে রূপান্তরিত করতে হলে বণ্টনকারী শিক্ষায় যা যা প্রয়োজন হয়—

বণ্টনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন এবং ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা ও সাহায্য দান।

বণ্টনকার্যের রীতিনীতির উন্নতির ব্যাপারে সাহায্য করা।

শিক্ষা এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ফলাফলগুলো ক্লাসে নির্দেশনার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দেওয়া। আমেরিকার অর্থনৈতিক আওতার চৌহদ্দিতে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকসংখ্যার অর্ধেকের জন্য আরও বর্ধিত শিক্ষার প্রয়োজন।

আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রগতিকে অধিক উন্নততর করার জন্য বণ্টনকার্যের বিস্তারিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহনের এক ঐক্যবদ্ধ সমঝোতার প্রয়োজন।

গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক শিক্ষা—মাধ্যমিক স্কুলে গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য—ছাত্রীদের গার্হস্থ্য জীবনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে

তোলা। গৃহপ্রস্তুতের কাজে যাদের সামান্য দক্ষতা আছে এবং ঐ সম্প্রদায়ে চাকরীর সুযোগ সুবিধা থাকলে, ছাত্রীদের মজুরী উপার্জনের ব্যাপারেও শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, কাপড় পরিবর্তন, রান্নাবান্না, অসুস্থ থাকলে বা কাজে গেলে তাঁকে সাহায্য করা প্রভৃতি ব্যাপারেও এদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। মাধ্যমিক স্কুলের শেষ পর্যায়ে মজুরী উপার্জনের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০ ভাগ বিদ্যালয়েই গৃহপ্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতিবছর প্রায় দেড় মিলিয়ন লোককে ত্রিশ হাজার শিক্ষক গৃহপ্রস্তুতের কাজ শেখান। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ৯ লক্ষাধিক ছাত্র ছাত্রী গৃহপ্রস্তুতের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং উপরন্তু ৬ লক্ষ ৭ হাজার বয়স্ক-ছাত্র এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত আছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক গৃহপ্রস্তুতির শিক্ষাক্রম নয় বিভাগে শুরু হয়ে দুই, তিন বা চার বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে গৃহপ্রস্তুতির এবং গার্হস্থ্য জীবনের ব্যাপারে পুরুষ এবং নারীর যৌথ প্রচেষ্টার উদ্যোগ স্বীকৃত হওয়ার ফলে কিছু গৃহপ্রস্তুতির শিক্ষাক্রমে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েরই অংশ গ্রহণ করতে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গৃহপ্রস্তুতি শিক্ষার সূচীপত্র—গৃহ এবং সম্প্রদায়গত গৃহপ্রস্তুতির ব্যাপারে উদ্ভূত নানাসমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রস্তুত বহুবিধ বিষয় এই শিক্ষার সূচীপত্রে সম্বলিত হয়েছে। খাদ্য, জামাকাপড়, গৃহ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা, শিশুদের সংরক্ষণ, পারিবারিক স্বাস্থ্য, মালপত্র নির্বাচন এবং ক্রয়, পারিবারিক সম্পর্ক প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে ছাত্রদের উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়স্কদের জন্যও নানাবিধ শিক্ষার প্রচলন আছে এবং এঁদেরও নানা-ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেমন, কি করে গৃহকাজে দক্ষতা অর্জন করতে হয়, মানুষ এবং দ্রব্যে সমবায়ে সর্বোত্তম সংসার পরিচালনা, শিশুদের স্বাস্থ্য এবং উন্নতি, গৃহসজ্জা এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিষয়ে।

পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষকেরা গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক পাঠ্যসূচী থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করেন। এঁরা ছাত্রদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং ক্ষমতা যাচাই করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের পরিবারের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকটাও লক্ষ্য রাখেন। ছাত্ররা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঠিক লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পারে, তার জন্য শিক্ষকবৃন্দ সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন, ক্রয়, প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং পারিবারিক খাদ্য সরবরাহ, খাদ্য এবং পুষ্টিসাধন বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। জামাকাপড় নির্বাচন এবং তার যত্ন সাধন, পোষাকের সংস্কার-

সাধন এবং ক্রয়ে, এবং পারিবারিক আয়ের সীমিত পরিধির মধ্যে পোষাক সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা রচনা বস্ত্রসম্বন্ধীয় বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি, এবং প্রাক্ বিদ্যালয় পর্যায়ে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের উপর কিভাবে নজর রাখতে হবে— এই সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহসজ্জা ও গৃহনির্মাণ উপকরণ বিভাগে তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারী শিক্ষার আয়োজন করা হয়। গৃহপ্রস্তুতির প্রত্যেকটি বিষয়ে পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে, অর্থ, ক্ষমতা এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে শিক্ষার্থীরা একটা বাস্তব পরিচালনা করতে পারে—তার জন্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। গৃহপ্রস্তুতি যুব-শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পর্কে সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সর্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম ও সফল করার জন্য সম্প্রদায়গত সম্পত্তিগুলোরও ব্যবহার করেন। ক্লাসে অধীত; খাদ্য, পোষাক, আসবাবপত্র, গৃহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকরী অভিজ্ঞতার জন্য ক্লাস ঘরের বাইরে এতদ্‌সংক্রান্ত দোকানসমূহ পরিদর্শন করে —শিক্ষার পরিপূরণের জন্য। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে এদের গৃহনির্মাণের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে এদের গৃহসম্বন্ধীয় নির্মাণ এবং পরিকল্পনা আরও বাস্তব হতে পারে। কখনও কখনও অভিভাবকবৃন্দ বা বয়স্করা তাঁদের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে গৃহনির্মাণে দক্ষতার ভাগ ছাত্রদের দান করেন বা মাঝে মাঝে তাদের কাজ দেখিয়ে দেন।

শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে গৃহীত পরিকল্পনাগুলো প্রমাণ করে যে বাস্তব জীবনে ক্লাসে প্রাপ্ত শিক্ষার সে কতটা সদ্ব্যবহার করতে পারবে—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার যোগ্যতারও এটা একটা মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়। শিক্ষকরাও সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা ক্লাসে গ্রহণ করলো—বাড়ীতে যদি তারা এটার অনুশীলন না করে তবে এ-শিক্ষা অর্থপূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নয়—গৃহীত শিক্ষার অনুশীলনে বাড়ীতে সে কতদূর সমর্থ হচ্ছে তারই উপর শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করবে—যদি তারা এটা না করে,—কখনও তারা এটাতে সার্থকতা নাও লাভ করতে পারে। বাড়ীতে সে কি করবে, যাতে করে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তৃপ্তি হয়—এ ব্যাপারেও শিক্ষার্থীকে শিক্ষকরা সাহায্য করেন। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং অন্যান্য সভ্যরা তাদের গৃহে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং শিক্ষকবৃন্দও অধিকাংশ সময়ে এদের বাড়ি গিয়ে—পরিকল্পনাটা যাতে আরও সার্থক হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করেন।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ গৃহপ্রস্তুতকারী—উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্হস্থ্য অর্থনীতির ছাত্ররা আমেরিকার ভবিষ্যৎ গৃহপ্রস্তুতকারীদের সাহায্যে গৃহপ্রস্তুতির বিস্তারিত ক্ষেত্রের শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিশেষতঃ সম্প্রদায়গত কাজে কর্মে যেটা সুখী গার্হস্থ্য জীবনে সাহায্য করে। 'আমেরিকার ভবিষ্যৎ গৃহ প্রস্তুতকারিগণ' (the Future home makers of America, F. H. A.) আমেরিকার একটি জাতীয় সংগঠন। আমেরিকার সমস্ত রাজ্যে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার সভ্য, ১১০০০ হাজার শাখা সমিতিতে বিভক্ত হয়ে আছে। বিশেষ করে পোর্টোরিকো এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ মাধ্যমিক স্কুলের গৃহপ্রস্তুতি কর্মসূচীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। গৃহপ্রস্তুতির ক্লাসে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করে কিন্তু এই সংগঠনের সঙ্গে একটা অনিয়মিত কাজে জড়িত থাকায়—কার্যকরী কাজের একটা বাস্তব অভিজ্ঞতাও সেই সঙ্গে তারা অর্জন করতে পারে। এই সংগঠনের সভ্যরা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জাতীয় সভার আয়োজন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুখী গার্হস্থ্য জীবনের একটা মানসিক আন্দোলন সংগঠন করে। সমাজ এবং পরিবারের মঙ্গলই এই সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য বলে এর কর্মসূচীতে বয়সের কোনো ভেদাভেদ থাকেনা।

ব্যবসায় এবং শিল্পগত শিক্ষা—ব্যবসা ও শিল্পগত শিক্ষা দুইভাগে বিভক্ত, প্রস্তুতি বিভাগ ও সম্প্রসারিত বিভাগ। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন ও পছন্দমতো চাকরীতে প্রবেশের যোগ্য করে গড়ে তোলাই এই শিক্ষার লক্ষ্য। বিশেষভাবে এই কর্মসূচী ব্যক্তিগত ও শিল্পকারখানার চাহিদা মেটাবার জন্য চৌদ্দ বৎসর থেকে শুরু করে তদূর্ধ্বে প্রত্যেকটি কর্মীকে, নক্সা প্রস্তুত, উৎপাদন, কার্য-প্রক্রিয়া, একীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজ ও পরিচর্যা এবং মেরামতের কাজে, উৎপাদিত দ্রব্য পণ্যের সংস্কারসাধন প্রভৃতি কাজ ক্রমশঃ দক্ষ ও সুনিপুণ করে করে গড়ে তোলার দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কারিগরী ও শিল্প-সংক্রান্ত বিদ্যার প্রস্তুতি ছাড়াও, ধাত্রী বিদ্যা, ভজন বা চিকিৎসা বিদ্যা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অগ্নিনিরোধক কাজ, পুলিশদের কাজেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রস্তুতি-শিক্ষা বা শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব—বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহ, জুনিয়র এবং কমিউনিটি কলেজ, এবং কারিগরী বিদ্যালয়গুলোতে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সর্বক্ষণের জন্যই এই শিক্ষার কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর ১১শ ও ১২শ বিভাগে শিল্প এবং ব্যবসায়গত শিক্ষার

কর্মসূচী অনুসৃত হয়। পছন্দমতো চাকরী পাবার জন্য ছাত্ররা দিনের অর্ধাংশ বা কখনও তিন চতুর্থাংশ এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যয় করে। বাকী অংশটা শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। চাকরীতে সার্থকতা লাভের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষায় নানাদিকে এঁদের শিক্ষিত করে তোলা হয়।

পরীক্ষাগার এবং দোকান করার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা কাজের অভ্যাস এবং সুনাগরিকত্ব অর্জনের জ্ঞানলাভ করে। সাধারণ শিক্ষাসূচী বিষয়গুলো ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে এইভাবে একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যবসায় এবং শিল্পগত শিক্ষার পাঠ্যসূচী দুটি মূল উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে পড়ানো হয়। বড় বড় শহরগুলোতে অবশ্য কারিগরী এবং ব্যবহারিক বিদ্যালয়গুলোতে চাকরীর প্রস্তুতির উপর নির্ভর করেই শিক্ষাসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। সাধারণ শিক্ষালয়গুলোও শিল্প এবং ব্যবসায়গত কর্মসূচীর অনুসরণ করে। এই ধরনের শিক্ষায়তনগুলো ছোট বড় সমস্ত শহরেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুদক্ষ ছাত্ররা তাদের চাকরীর নিজস্বক্ষেত্রে ব্যবসায় এবং শিল্পগত শিক্ষার কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ছাত্ররা সবসময়ই তাদের পছন্দমতো শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের জন্য সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ লাভ করে।

যদিও ব্যবহারিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে ছাত্রদের অবিলম্বে চাকরী পাবার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। অবশ্য একই সময়ে ছাত্ররা অন্য যে কোন কারিগরী শিক্ষায় বা স্নাতক ডিগ্রী নেবার জন্য কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই ব্যবসায় এবং শিল্পগত প্রস্তুতি শিক্ষার আয়োজন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে থাকেন। এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই যে দুই বৎসরের মধ্যে ছাত্রদের এই শিক্ষা দিয়ে পেশাদাবী বৃত্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। শিল্পগত শিক্ষার বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকে ছাত্রদের নিজ নিজ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ শিক্ষায় ট্রেনিং দেওয়া হয়। নির্দেশমূলক শিক্ষাসূচীও অনুরূপ কর্মপন্থা অনুসরণ করে।

সমবায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা তাদের দোকান, পরীক্ষাগার বা শিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই ধরনের কর্মসূচীতে দিনের অর্ধেক নিয়োজিত করে এবং বাকী অর্ধাংশে সে শিক্ষার্থী হিসেবে তার পছন্দমতো কোনো শিল্প কারখানায় চাকরী করে। বিদ্যালয়ের ক্লাস বলতে কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত সংবাদসমূহ পরিবেশন করা হয়। মালিক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রের এই কর্মসূচীর পরিকল্পনা করেন। সমবায়মূলক কর্মসূচী

সম্প্রদায়গত শিল্প-কারখানার সমস্ত সুযোগসমূহেরই ট্রেনিং-এর সম্ভবপর সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করে, কোথাও যন্ত্রপাতির সুবিধা দান করে। কোথাও বা কাজের পরিস্থিতিকে সঠিক ও উৎসাহপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন মতো উপদেশ দান করে—কোথাও বা আবার সরাসরি 'ট্রেনিং'-এর মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ হাসপাতালে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার একটা সবময় শিক্ষাসূচী-প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে ধাত্রীরা—অভিজ্ঞ ধাত্রী-শিক্ষকদের সাহায্যে কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

বৃত্তিগত সম্প্রসারিত শিক্ষা—যে সমস্ত যুবকবৃন্দের পক্ষে সংরক্ষণের কোনো শিক্ষাসূচীতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থাকে না বা নাই, অথবা কোনো শিল্পকারখানায় যদি চাকরী করে—সাধারণতঃ তাদের শিল্পগত ও পেশাগত যোগ্যতার বৃদ্ধির জন্য এই শিক্ষাসূচীর প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে অনুরূপ ১ মিলিয়ন কার্যনিয়ত যুবকবৃন্দের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ যুবক এই কর্মসূচীর সাহায্য গ্রহণ করে। দিনে বা রাত্রের ক্লাসের মাধ্যমে বছরে ১৪৪ ঘণ্টা এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং চাকরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়েই যেমন বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র বা কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার ক্লাসের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিক্ষকবৃন্দ—প্রতি বিষয়ে দক্ষতা সুপ্রমাণিত হবার পরই সে বিষয়ে শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। এই শিক্ষাদানের সময় আইনসিদ্ধ অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন হয়। সার্টিফিকেট অর্জনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এর গুণাগুণ এবং প্রকৃতির ব্যাপারে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। কলেজের ডিগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ক্ষেত্রে চাকরীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়, অবশ্য কোনো কোনো রাজ্যে এই অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রারম্ভিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সার্থকতার সঙ্গে শিক্ষাদানের পর বা বৃত্তিমূলক পাঠ্যসূচীর শেষে শিক্ষক-দের উচ্চ ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বহু রাজ্যে আঞ্চলিক বা ভ্রাম্যমান ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন সময়ে শিক্ষকদের 'ডিগ্রী' অধ্যয়নের কর্মসূচী সমাপ্ত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

বিদ্যালয় ও শিল্প কারখানার সমবায়িক শিক্ষা—যুবক এবং বয়স্কদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বাঞ্ছনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবসায় ও

শিল্পগত শিক্ষার কর্মকর্তৃবৃন্দ যৌথভাবে শিক্ষাসূচী রচনা করেন। ব্যবসায় এবং শিল্পগত শিক্ষাসূচীতে পরিচালনা কমিটির এবং দক্ষকর্মীদের সাহায্যে উপদেষ্টা পরিষদের দানও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সাহায্যের বিষয়গুলো হিসাবে বিশেষভাবে পরিকল্পনার সাহায্য, শিল্পগত মান ও সুবিধা বজায় রাখার জন্য যন্ত্রপাতি নির্বাচনের সাহায্য এবং কারিগরী শিল্পের পরিবর্তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপদেষ্টা কমিটি বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের যথাযথ চাকরী পাবার ব্যাপারেও সাহায্য করে। শিল্প কারখানার সঙ্গে এই সহৃদয় সম্পর্কের জন্য শিল্পের প্রগতি এবং মানরক্ষার ব্যাপারে এই ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছে।

ব্যবহারিক শিক্ষা—বৃহৎ সম্প্রদায়গুলো বহু বৎসর ধরে নাগরিকদের এই শিক্ষার সুযোগ দিয়ে আসছে। গ্রামে ও বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায়ের ভিতর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক শ্রেণীকে আধুনিক যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ও কারিগরী বিদ্যার ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য এই ব্যবহারিক শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। এই চাহিদা মেটাবার জন্য এলাকা ভাগ করে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। বহুসংখ্যক ও বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়—জেলাগুলোর প্রচেষ্টায় ছাত্র, কর্মী এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানার সমবায়ে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে এই ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান গড়ে ওঠে। এই একতাবদ্ধ জেলাগুলো মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী শিক্ষা ও কর্মসূচী, কারিগরী বিদ্যালয় এবং জুনিয়ার কলেজ জেলা গঠন করে। এই সমস্ত স্থানীয় বা জেলা-ভিত্তিক প্রচেষ্টা ছাড়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই শিক্ষা দুটি মৌল বিশ্বাসের উপর ন্যস্ত— (১) দেশের সমস্ত যুবক ও বয়স্ক নাগরিকের প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পেশাগত শিক্ষার সমান সুযোগের প্রয়োজন (২) সমানাধিকার সম্মত উপযুক্ত পরিমাণে পেশাদারী শিক্ষা জাতীয় স্বার্থের জন্যই অপরিহার্য।

অধিকাংশ সময়ে এই শিক্ষাসূচীরও দুটি সাধারণ ধারা বর্তমান প্রথমতঃ প্রতি নাগরিকের চাকরী সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য সম্প্রসারিত এবং এই অধিকন্তু শিক্ষার পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হয়। কারিগর, মজুর, দক্ষ-শ্রমিক, শিক্ষানবীশ, কৃষিকর্মী, গৃহপ্রস্তুতকারী এবং ব্যবসায় 'পরিচালকবৃন্দের জন্য প্রতি বিভাগে স্ব-স্ব প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ এবং দ্বিতীয়তঃ চাকরীক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য 'প্রস্তুতি-পাঠ্যসূচীর' প্রবর্তন। এই

ধরনের শিক্ষায় কৃষিবিদ্যা ব্যবসায়, শিল্পকারখানা এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত।

এই শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কর্মসূচীও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে যাতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বপ্রকার সাহায্যের ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বাড়ী বা হোস্টেল থেকে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্যও দূরত্ব সংক্ষেপের দিকে নজর রাখা হয়। যাতে প্রতিটি ছাত্রই প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, বিদ্যালয়-বহির্ভূত যুবকবৃন্দ এবং বয়স্করা—যাঁদের কাজ করবার জায়গা এবং বাসস্থান খুবই সন্নিকটে—এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। যে সব ছাত্রদের বাসস্থান খুব দূরে তাদের জন্য কোনো কোনো বিদ্যালয়ে থাকবার ব্যবস্থাও আছে। ছাত্ররা যে জায়গা থেকে আসে তার থেকে—যে জায়গায় তারা স্নাতক ডিগ্রী পাবার পর চাকরী পায় ক্রমে সেই জায়গাগুলোই বৃহদাকার হয়ে ওঠে। প্রত্যেক এলাকা ভাগ করে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৯৫৮ সালে আইন করা হয়েছে। আমেরিকার অর্থনীতিতে ক্রম-পরিবর্তন ও উন্নতিশীল কারিগরী ও শিল্পবিদ্যার প্রগতিকে আরও দক্ষ ও সুনিপুণ করে তোলাই এই আইনের উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিভক্ত এলাকা অনুযায়ী বয়স্কদের সম্প্রসারিত শিক্ষা ব্যবস্থাই সর্ববৃহৎ রূপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বৃহৎ ভৌগোলিক ক্ষেত্রের শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আইনগত কর্তৃত্বের পার্থক্য থাকা সত্বেও মোটামুটি সাধারণ মিলের বিষয় হলো—(১) রাজ্য বা রাজ্যসম্প্রদায় কর্তৃক সমর্থিত উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয় ব্যবহারিক বিদ্যালয় একটি বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকার প্রয়োজনে লাগে। (২) রাজ্য বা রাজ্যসম্প্রদায় কর্তৃক সমর্থিত উচ্চ বিদ্যালয় পরবর্তী স্তরের তুল্য কারিগরী শিক্ষায়তনসমূহ বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকার কাজে লাগে। (৩) একটিমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্কুলজেলায় বাসকারী ছাত্রবৃন্দের কাজে লাগার মতো ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের কর্মসূচী। (৪) প্রাদেশিক ব্যবহারিক বিদ্যালয়গুলো যাঁরা উক্ত প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীর জন্যই কর্মসূচীর প্রবর্তন করেন। (৫) একটি বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকার সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োজিত জুনিয়র কলেজসমূহ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষার কর্মসূচী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক শিক্ষাসূচীর একটা আংশিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত এলাকা অনুযায়ী পেশাদারী শিক্ষার প্রবর্তন আদৌ নূতন নয়। তাহলেও, শিক্ষার এই কর্মসূচী মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে

খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হয়েছে। জনসাধারণের সংখ্যাবৃদ্ধিতে, জীবন-যাপনের সুযোগ সুবিধা বর্ধিত হওয়ায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলে, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পগত উৎকর্ষের কারণে, ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সংখ্যাকে জাতীয় প্রয়োজনে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

উচ্চশিক্ষা সংজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি

মোটামুটি বারো বৎসর স্কুলে সাধারণ শিক্ষা বা সমধর্মী শিক্ষার পরবর্তী অনুসৃত শিক্ষাক্রমসমূহকে উচ্চশিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। আমেরিকায় এবম্বিধ শিক্ষাক্রমসম্পন্ন দুই হাজারেরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। দেশের জনসাধারণ আমেরিকার প্রত্যেকটি শিশু এবং যুবককে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়নের ফলে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষাসূচী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য বহুদেশ এই শিক্ষা পদ্ধতিকে এভাবে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক রূপের একটা অংশ হিসাবে গ্রহণ করেনি। দুই হাজারেরও অধিক উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে চৌত্রিশ লক্ষেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ থেকে ২১ বৎসরের মধ্যে সর্বমোট যে জনসংখ্যা রয়েছে এই সংখ্যা তার এক তৃতীয়াংশ। অবশ্য একথা ঠিক যে একুশ বৎসরের সীমারেখা পেরিয়েছে এমন ছাত্রের সংখ্যাও খুব নগণ্য নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা এক বৈচিত্র্যময় শিক্ষাসূচীর ভিত্তির উপর রচিত। ফলে এর অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানিক রূপভেদ গড়ে উঠেছে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। তা ছাড়া নামের ব্যবহারেও কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি নাম ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়ে থাকে।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই 'সুকুমার বিদ্যা' * শেখানো হয়। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে চার বছরের শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা এবং শিক্ষান্তে স্নাতক † উপাধি দেওয়া

* এই প্রতিষ্ঠানগুলি liberal arts College নামে পরিচিত, liberal arts বা সুকুমার বিদ্যা বলতে ভাষা, ব্যাকরণ, অঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি বোঝায়।

† বি. এ. (B. A. Bachelor of Arts) 'স্নাতক'।

হয়। 'সুকুমার বিদ্যার' শিক্ষাক্রমের ভিতর ইংরাজী, প্রাচীন ও বৈদেশিক ভাষাসমূহ, ইতিহাস. দর্শন, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। 'কিছু কিছু liberal arts College বিশ্ববিদ্যালয় নামেও পরিচিত। কিন্তু সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝায় এমন এক সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান যার ভিত্তিতে রয়েছে লিবারল্ আর্ট্‌স্ কলেজ এবং পরবর্তী স্তরে রয়েছে আইন স্কুল, কারিগরী স্কুল, বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন প্রভৃতি। নানা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, শিক্ষান্তে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই রিপোর্টের শেষে ডিগ্রীর বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

শিল্পবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ যন্ত্রঘটিত বিষয়গুলির উপরেই বেশী নজর দেয়। যেমন বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যা বা যন্ত্রাদি নির্মান কৌশল প্রভৃতি। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায় সবিশেষ শিক্ষিত বৃত্তি-জীবীদের পক্ষেও সর্বাঙ্গীন বুদ্ধিগত বিকাশের প্রয়োজন স্বীকার করে এবং তদনুযায়ী তাদের শিক্ষাক্রমের ভিতর এমন সব শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবস্থা রাখে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে প্রায় অভিন্ন বলা চলে।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুই ভাগে ভাগ করে শিক্ষকদের কলেজ নাম দিয়ে পরিচালিত হয়।

চার বছরের পাঠ্যসূচী শেষে এখানে শিক্ষা বিষয়ক 'স্নাতক' ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। এই অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং ষ্টেট্ কলেজ নামে পরিচিত। এই সমস্ত পাঠ্যসূচীর সঙ্গে চতুর্থ বার্ষিক লিবারল্ আর্ট্‌স্ কলেজের পাঠ্যসূচীর মতো কিছু অতিরিক্ত বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়। মফঃস্বল ও শহরের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষার মানসিকতার প্রতিভাসরূপেই অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

'জুনিয়র কলেজ' প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই সংখ্যায় বাড়ছে, চার বৎসরের লিবারল্ আর্ট্‌স্ কলেজের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী দুই বছরের শিক্ষাসূচীর সঙ্গে এদের পঠিত তুলনীয়। বিশেষতঃ পেশাদারী প্রস্তুতির জন্য বিশেষ কিছু শিক্ষাসূচীও এখানে অনুসৃত হয়। যাতে তৈরিতে চার বছরের ডিগ্রী কোর্সের চেয়ে সময় অনেক কম লাগে। উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগই 'কমিউনিটি কলেজ' নামে বিখ্যাত, কারণ এই সমস্ত কলেজ বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে অবস্থিত এবং স্থানীয় প্রয়োজনসমূহের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত এবং এদের খরচ খরচাও স্থানীয় সম্প্রদায় চালিয়ে থাকেন।

'কারিগরী শিক্ষালয়গুলি' কোনো কোনো সময় জুনিয়র কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অধিকাংশ সময়ই একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে সংগঠিত হয়। ১ থেকে ৩ বছরের পাঠ্যসূচীতে এদের বিভিন্ন ধরনের আধা ব্যবসায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরী শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও এখানে ব্যবসায়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি বন-আবাদ ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত আছে। সাধারণতঃ এই সমস্ত কারিগরী শিক্ষালয় ও জুনিয়র কলেজের স্নাতকদের যে ডিগ্রী দেওয়া হয় সেটা 'সহযোগী' এই নামে পরিচিত।

প্রত্যেক প্রদেশে বা রাষ্ট্রেই একটি করে 'ল্যাণ্ড গ্রান্ট কলেজ' (Land Grant College or University) বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক ভাবে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় জমির উপর ভিত্তি করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সরকারের কাছ থেকে দান নিয়ে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বহু ক্ষেত্রেই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ল্যাণ্ড গ্রান্ট কলেজ রাখা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রায় অর্ধেক রাষ্ট্রেই 'ষ্টেট্ ইউনিভার্সিটি'র নাম এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কাজের জন্য সাহায্য করেন। যদিও বেশীর ভাগ সাহায্যই প্রাদেশিক তহবিল থেকে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় আইনের সর্তানুযায়ী প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই কৃষি, কারিগরী শিল্প, সামরিক কৌশল, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। শিক্ষাসূচীতে কৃষি, কারিগরী শিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও ল্যাণ্ড গ্রান্ট শিক্ষালয়গুলির অধিকাংশই স্টেট্ ইউনিভার্সিটি থেকে অবিভেদ্য।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই সহ-শিক্ষা (Co-education) প্রচলিত। ২৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধমাত্র ছাত্রদের, ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের গ্রহণ করা হয়। (৬নং তালিকায় বিশদ বিবরণ দেখুন)

ঐতিহাসিক কাল থেকে দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশে আমেরিকান এবং নিগ্রো ছাত্রদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষালয় বহাল রয়ে গেছে। যদিও কিছুকাল যাবৎ এই বর্ণবৈষম্যের মানসিকতার বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য-ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। খুব দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন প্রথমতঃ গ্রাজুয়েট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের সুপ্রীম কোর্টের আইনানুযায়ী সাধারণ স্কুলগুলিকে বর্ণ-

বৈষম্যের আওতায় আনা সংবিধান বিরোধী কাজ বলে পরিগণিত হয়ে যাবার পরে এটা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, ৪টি রাষ্ট্র ছাড়া ১৯৫৮ সালে দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত সাধারণ উচ্চ শিক্ষালয়ে এক জাতীয় ঐক্যের সংস্থাপন সম্ভব হয়।

১৯৫৯ সালের শেষে দক্ষিণাঞ্চলের ১৭টি রাষ্ট্রে শতকরা ৫৫ জন ছাত্রের মধ্যে বর্ণবৈষম্য বিহীন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আকৃতিগত ব্যাপারেও প্রচুর পার্থক্য আছে, কোনো ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ১০০ জন ছাত্র আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রভর্তি, সাধারণ শিক্ষাসূচীও প্রকৃতিগত বিশদ জানতে হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক প্রত্যেক বৎসর প্রকাশিত উচ্চ শিক্ষাসংক্রান্ত শিক্ষাপঞ্জীর তৃতীয় ভাগ দেখুন।

৬নং তালিকা

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা

শরৎকাল

১৯৫৯

প্রতিষ্ঠানিক প্রকৃতি *	সংখ্যা	তালিকাভুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়	১৪১	১,৪৬৪,৮৬০
লিবারল্ আর্ট্‌স্ কলেজ	৭৫৬	৯৬৫,৭৪০
শিক্ষকদের শিক্ষালয়	১৯৮	৩৫১,৭৪০
কারিগরী শিক্ষালয় (ডিগ্রী দেয়)	৫১	১০৪,২৯০
ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষালয়	১৭৩	৪১,৭২২
চারুকলা বিষয়ক শিক্ষালয়	৪৬	১৫,৩৭৭
অন্যান্য পেশাদারী শিক্ষালয়	৭৫	৪৭,০৭৩
জুনিয়র কলেজসমূহ	৫১২	৪১১,৪৯৫
	১,৯৫২	৩,৪০২,২৯৭

* কারিগরী শিক্ষালয়গুলিকে বাদ দিয়ে, ১৯৫৭ সালের পর থেকে যে সমস্ত পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে; সংখ্যা : ৫০ : তালিকাভুক্তি ৫৩, ৪৮৮, এই তালিকায় ডাকযোগে শিক্ষার জন্য ভর্তি ছাত্র সংখ্যার হিসাব ধরা হয় নাই, ১৯৫২টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান উপরে দেওয়া হলো। শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক প্রতি বৎসর প্রকাশিত শিক্ষাপঞ্জীতে (Education Directory) ১৯৫৯-৬০ সালের ২,০১১টা প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি আছে। শিক্ষাপঞ্জীতে অনুল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও প্রচুর।

পরিচালন ব্যবস্থা

উচ্চ শিক্ষায়তনগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শাসনতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য দেশের বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ছাত্র সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক গোষ্ঠী বা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত কোনো কমিটির হস্তেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব নেই। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আইনানুগ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত যেমন: অছি পরিষদ (Board of Trustees), পরিচালকবর্গ (Directors), সরকারী প্রতিনিধি (Regents), সন্দর্শক (Visitors), অভিভাবক সমিতি (Governors). পূর্বে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই একটা নিজস্ব পরিচালক সমিতি ছিল। এই প্রথা বিশেষ করে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রতি প্রযোজ্য, কারণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে থাকেন, এবং এই প্রথা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও প্রযোজ্য। সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ রাজ্যেই উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি করে 'রাজ্য সমিতি' (State Board) গঠিত হয়েছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটি রাজ্যে সর্বসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্ব একটি মাত্র কমিটি বা বোর্ডের উপর অর্পিত হতে পারে।

পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয় যদিও মুখ্য প্রশাসক প্রতিষ্ঠান সমিতির একজন সভ্য।

পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যদের কাজকে জনসেবা হিসাবে সম্মান দেওয়া হয় বলে এঁরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। এই সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যপদ একটি বৈশিষ্ট্যসূচক পদ এবং একজন নাগরিকের গুণ ও সম্মানের মর্যাদা স্বীকার হিসাবে পরিগণিত হয়। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ সাধারণতঃ সরকারের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (চার থেকে বারো বছর) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। 'কমিউনিটি কলেজের' পরিচালক সমিতি সাধারণতঃ স্থানীয় নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন।

নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালক সমিতির সভ্যবৃন্দ পূর্ববর্তী পরিচালক সমিতির দ্বারা, প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা বা স্নাতকদের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন অথবা কোনো ধার্মিক সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়োজিত হতে পারেন—অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যদি ঐ ধরনের হয়।

যদিও উচ্চ শিক্ষায়তন পরিচালক সমিতির হাতেই উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে তবুও এটা বিবেচনা করা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী ও শাসনতান্ত্রিক কমিটির হাতেই পাঠ্যক্রম নির্দেশনা ও গবেষণা প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করলে শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর হাতেই শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ক ক্ষমতা আছে। ডিগ্রী বা স্নাতক প্রার্থীদের অনুমোদন করবেন অধ্যাপকমণ্ডলী—যদিও চূড়ান্ত ফলাফল পরিচালক সমিতির মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

এই পরিচালক সমিতি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন মুখ্য প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সাধারণতঃ ইনি সভাপতি বা আচার্য নামে পবিচিত। এই দপ্তরকে অসাধারণ সম্মান দেওয়া হয়। সভাপতি, পরিচালক সমিতি ও বিশ্ব-বিদ্যালয় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে যোগাযোগের একটি মূলসূত্র হিসাবে কাজ করেন। সভাপতির দায়িত্ব--(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৃহীত আদর্শ ও কর্ম-সূচী সঠিকভাবে পরিচালনা করা। (খ) প্রতিষ্ঠান তহবিলের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার। (গ) শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর উন্নতি সাধন।

সভাপতিকে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক বিশেষ ক্ষেত্রে ৩ বা ৪ ভাগে অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। (১) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি দেখাশুনা করেন তাঁকে ব্যবসায় পরিচালক (Business manager) বলা হয়। আবার অনেক সময় ইনি সহ-সভাপতি হিসাবেও আখ্যাত হন। কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় পরিচালকের কার্যক্রম সভাপতির কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।' (২) নির্দেশিত পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়ে ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য 'ডীন' (Dean) বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। কখনও ইনি ছাত্র সমিতির পরিচালক হিসাবেও আখ্যায়িত হন। মহিলা ও পুরুষ বিভাগে একজন করে পৃথক ডীনও কখনো কখনো নিযুক্ত করা হয়।

(৩) নির্দেশিত কর্মসূচী কলেজের একজন ডীন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কোনো বহুবিধ শিক্ষাক্রমসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের বা কলেজের ডীনদের দ্বারা পরিচালিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন সহ-সভাপতিকে নিযুক্ত করা হয়।

(৪) চতুর্থ বিভাগ 'জনসংযোগ' বিভাগ ক্রমশঃই বিশেষ বিভাগ বলে গণ্য করা হচ্ছে। একজন পরিচালককে নিযুক্ত করে এই কাজ শুরু করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যিনি একই সময়ে সহ-সভাপতি হিসাবেও পরিগণিত হতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক সংগঠন শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর ভেতরেই স্কুল বা কলেজের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। পেশাদারী শিক্ষাপ্রস্তুতি অবলম্বিত বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের কার্যসূচীতে প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক স্কুল বা কলেজ হিসাবে ভাগ করতে হয়, যেমন : ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আইন কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি। পর্যায়ক্রমে স্কুল বা কলেজ এই দুটি নাম সমর্থক বলেই গৃহীত এবং এদের ভিতরে স্থির নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। লিবারল্ আর্ট্‌সের সাধারণ শিক্ষাসূচীকে কলেজের নামের চিহ্ন এঁটে দাঁড় করানো হয়। আবার কোনও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিবারল্ আর্ট্‌সের দু'বছরের পাঠ্যসূচী ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয় এবং এই ধরনের কলেজগুলো পৃথক পরিচালনাধীনে সাধারণ পাঠ্যক্রমের কলেজ হিসাবে আখ্যাত হয়। বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া ছাড়া যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচী আছে সেগুলি 'গ্রাজুয়েট স্কুল' বা স্নাতক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। মুখ্য প্রশাসক হিসাবে একজন করে ডীন বা অধ্যক্ষ সাধারণতঃ প্রত্যেক স্কুল বা কলেজেই কাজ করেন। প্রত্যেকটি স্কুল বা কলেজের শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় এবং পঠিতব্য বিষয়বস্তুগুলির ভাগগুলিকে কর্মবিভাগ বা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন কোনো কারিগরী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মবিভাগ থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ : যন্ত্র সম্বন্ধীয় বিভাগ, লৌহাবর্ত বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ ও রাসায়নিক বিভাগ। লিবারল্ আর্ট্‌স্ কলেজেরও বিভিন্ন বিভাগ থাকতে পারে, যেমন : ইতিহাস, গণিত, দর্শন, ইংরাজি প্রভৃতি। কর্মবিভাগীয় মুখ্য প্রশাসককে বিভাগীয় সভাপতি হিসাবে আখ্যাত করা হয়।

শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেমন হওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষার আদর্শসংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের প্রত্যেক সদস্যই স্ব স্ব বিভাগীয় সভার মাধ্যমে বা সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির কাজে প্রস্তাবাকারে পেশ করার অধিকারের মধ্য দিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত আদর্শ নিরূপণে শিক্ষা বিভাগীয় একটা বিশেষ কমিটিকে নিযুক্ত করা হয়, যদিও কখনো কখনো এই কমিটি সভাপতি, অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানের কাছে উপদেষ্টা কমিটি হিসাবে কাজ করেন।

সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান—তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক তৃতীয়াংশ ও ছাত্র সংখ্যার ৫ ভাগের তিনভাগই রাজ্য এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মারফৎ সরাসরি সরকারের

তত্ত্বাবধানে আছে। সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ন'টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়ের বেসরকারী জুনিয়র কলেজগুলি সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ শিক্ষার্থীদের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শিক্ষালাভ করে। নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ ধার্মিক সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হয়—আবার এই ধরনের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমস্ত প্রকার বাইরের সংগঠনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বেসরকারী ও নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সাম্প্রতিককালে বেসরকারী কলেজসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনানুগ সমিতি দ্বারা সরকারের টাকা দিয়ে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হচ্ছে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪ ভাগের ৩ ভাগ অর্থই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ব্যয়িত হয়। সমগ্র খরচের ৮ ভাগের ১ ভাগ ছাত্ররা মাইনে এবং ছাত্র পড়িয়ে বহন করে। অবশিষ্ট এক অষ্টমাংশ নানা সংগঠিত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অর্জ্জিত হয় যেমন ডাক্তারখানা, জমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির থেকে প্রভৃতি। এ ছাড়া দান ও উপহারের মধ্য দিয়েও কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কলেজগুলির ক্ষেত্রে ছাত্রদের মারফৎ দুই পঞ্চমাংশ টাকা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এক পঞ্চমাংশ, দান এবং যৌতুক থেকে গড়পড়তা এক ষষ্ঠাংশ, দান থেকেও এক ষষ্ঠাংশ এবং বাকী টাকাটা শিক্ষামূলক আয় সম্পন্ন বহু জায়গা থেকে পাওয়া যায়। বহু ব্যক্তিগত বা নিজস্ব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ধার্মিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সাহায্য পান—যে সমস্ত কলেজগুলির সঙ্গে ধার্মিক প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি যোগসূত্র আছে তাদের অনেকটা খরচই এই সম্প্রদায় বহন করেন। আমেরিকার একটি রাজ্যে কিছু কিছু বেসরকারী কলেজে এমন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে যেগুলি সচেষ্ট হয়ে—ব্যবসায় এবং শিল্প সংগঠন থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা দান হিসাবে সংগ্রহ করতে পারে।

অলাভেচ্ছু সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মকুব করের মধ্য দিয়ে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকেন।

অনুমোদন—আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন নেই যার মাধ্যমে নির্দ্দেশ দান বা তত্ত্বাবধান করা যায়। ফলে, উচ্চ শিক্ষার ক্রমানুবর্ত্তী ঐতিহাসিক উন্নতি সাধনে তুলনামূলক ভাবে

সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান এবং সংখ্যা নির্ণয় এক দুরূহ সমস্যা ছিল। অনুমোদন পদ্ধতির মাধ্যমে এই সমস্যার বহুল পরিমাণ সমাধান সম্ভবপর হয়েছে। এবং এই কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের শিক্ষাসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন সংগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পারস্পরিক মূল্যমান বজায় রাখতে পারছে।

অনুমোদনের কেন্দ্র হিসাবে বহু সংগঠন তৈরী হয়েছে--যার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করা হয়। অনুমোদন কেন্দ্রগুলি সবই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদের সঙ্গে সরকারের কোনো যোগসূত্র থাকেনা। মোটামুটি এদের দুভাগে ভাগ করা যায়—আঞ্চলিক এবং পেশাদারী। আঞ্চলিক সংগঠনগুলি মুখ্যতঃ শিক্ষার বিবিধ দিকগুলির মূল্যমান নির্ণয় করে—বিশেষতঃ লিবারল্ আর্টসের শিক্ষাসূচীর উপর। পেশাদারী সংগঠনগুলি জাতীয় ভিত্তিতে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর তাদের সমস্ত মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত করে যেমন আইন, ঔষধ প্রভৃতি। কোনো একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে সন্নিহিত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা পাঠ্যক্রমের কোনো লোকসানে না পড়েও ভর্তি হতে পারে।

অনুমোদিত পরিবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিষয়ের সীমাবদ্ধতার জন্য ডিগ্রীর মূল্যমানের খানিকটা হেরফের হয়। অনুমোদিত সংগঠনের ছাড়পত্র বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রীর মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড সম্পর্কে ছাত্ররা যাতে সুনির্দ্দিষ্টরূপে অনুসন্ধান করে তারপর তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাসেবী অনুমোদন সংগঠনগুলি ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যই তার সীমিত এলাকার মধ্যে অনুমোদিত সংগঠনের তালিকা রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষাসূচীর জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়—কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়—যেমন শিক্ষকদের শিক্ষা।

যাঁরা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত কোনো শিক্ষালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—তাঁদের রাজ্যের অন্য যে কোন স্কুলে শিক্ষা দিতে পারেন এই মর্মে কোনো পরিচয়পত্র (সার্টিফিকেট) দেওয়া সীমাবদ্ধ। শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষাসূচী, সংখ্যা ৩ বইটির কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। এটিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণে অনুমোদিত অথবা নয় তার বিস্তারিত হিসেব হয়েছে।

ভর্তি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হ'লে স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণতঃ স্কুলের এই শিক্ষাকাল ১২ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু মধ্যশিক্ষা স্কুলের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার বিশেষতঃ পেশাদারী স্কুলে ভর্তি হতে হলে এগুলি লাগবেই। কিন্তু প্রায় সময় বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতেই উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ্যবস্তুর নির্বাচনেরও অবকাশ রাখা হয়। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩টে ইউনিট ইংরাজি, দুটো ইউনিট গণিত, ১টা ইউনিট বিজ্ঞান, দুটো ইতিহাস এবং সমাজ বিজ্ঞান, দুটো বিদেশী ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সমগ্র নির্বাচিত বিষয়গুলিকে ১৫টা বা ১৬টা ইউনিটে ভাগ করা যায়। [স্কুল বৎসরের ৩৬টি সপ্তাহের প্রতি সপ্তাহে পাচ বা ছয়বার ক্লাস বসলে সেই হিসেবে যতটা কাজ করা সম্ভব তাকে বলা হয় ইউনিট।]

অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মাধ্যমিক বিদালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। যদিও বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রাক্-ভর্তি পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তির যোগ্যতাপত্র দিতে হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত এই বোর্ডটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংগঠনরূপে ছাত্রদের ভর্তির যোগ্যতা সম্পর্কে বিচার ও অনুধাবন করার জন্য গঠিত হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজেরাই বাড়তি একটা পরীক্ষা করে তবে ছাত্রকে ভর্তি করেন। বিভিন্ন রাজ্যের আইন অনুসারে অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরকারী কলেজগুলিতে ভর্তি করতেই হয়।

কোনো শিক্ষালয়ে ভর্তি হবার প্রয়োজনীয় গুণাবলী না থাকলেও একজন বয়স্ক ছাত্রকে 'বিশেষ ছাত্র হিসাবে' বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়—যদি সে প্রাথিত এবং অধীতব্য পাঠ্যবস্তুর উপর আপন দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে। এই সমস্ত বিশেষ ছাত্রদের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য হবার আগে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্থাৎ প্রাক্-ভর্তি পরীক্ষার্থীদের মতো গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিতে হয়।

উচ্চ শিক্ষায় সাহিত্য বিজ্ঞান পেশাদারী ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা

সাধারণতঃ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের পড়াশুনার কর্মসূচীতে প্রত্যেক পৃথক্ পাঠ্যসূচীকে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে

সীমায়িত বাৎসরিক পাঠের সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করে। ভর্তি হবার আগে প্রত্যেক ছাত্রকেই তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ্যবস্তু নির্ণয় করে শিক্ষাসূচীর প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রই তিনটে থেকে ছ'টা বিষয়ের জন্য নাম রেজিষ্ট্রি করায় এবং প্রতি সপ্তাহে এগুলির প্রতিটির জন্য এক থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় দিতে হয় এবং মোট ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা ক্লাসের বা সম্মেলনের কাজে কেটে যায়। প্রত্যেকটি ছাত্রের শিক্ষাকালের শেষে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত উন্নতি দেখে নম্বর দেন বা মান নির্ধারণ করেন—প্রত্যেক ছাত্রের লেখা পড়া, গবেষণাগারের কাজ, ক্লাসরুমের কাজ এবং পাঠ্যসূচীর পরীক্ষার ফলাফলের উপর সে মান নির্ভর করে। যদি কোনও ছাত্র পাশ করাব মতো উন্নতি অর্জন করতে পারে তবে তাকে প্রত্যেক বিষয়ে কৃতিত্বের একটা নম্বর দেওয়া হয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের উপর গুণগত বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের বিষয়ে একটা রেকর্ড রক্ষা করেন। ছাত্রদের এই রেকর্ডগুলি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি পাঠ্য বিষয়েই সেই জন্য ছাত্রদেব অনেকগুলি কৃতিত্বের নম্বব অর্জন কবে বিস্তৃত পরীক্ষাসূচী ও গবেষণা-মূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অবতীর্ণ হতে হয়।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মসূচী

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত চার বছরের মূল পাঠ্যসূচীতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের লক্ষ্য হচ্ছে (ইয়োরোপের ফ্যাকাল্টি অফ লেটার্সের সঙ্গে তুলনীয়) (১) ছাত্রদের নিজ দেশের মৌল আদর্শ, আচার ব্যবহার, এবং সভ্যতার মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করানো। (২) প্রত্যেককে পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। (৩) গবেষণামূলক কাজ, সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ, জনসাধারণের নেতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে সমস্ত মানুষের কাছে নিজেদের পরিচয় রেখে যেতে পারে এমন করে গড়ে তোলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী একটা নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় পাঠ্য-তালিকা এবং অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গ্রথিত করে এবং প্রত্যেক ছাত্রকেই কলেজে প্রথম দু'বছর এগুলি অধ্যয়ন করতে হয়। পরে তাকে যে কোন একটা বিশেষ বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তিও অর্জন করতে হয়, যেমন পদার্থ বিদ্যা বা সন্নিকটস্থ পূর্বাঞ্চল। সেই সঙ্গে আরও একটা ছোট বিষয়ের উপরও লেখা-

পড়া করতে হয়—যেটা প্রায়ই তার বিশেষ বিষয়ের অঙ্গীভূত। এই বিশেষ আর অনুসঙ্গী পাঠেই ছাত্রের শেষ দু'বছর সম্পূর্ণ কেটে যায়। অবশেষে ছাত্ররা নির্বাচিত পাঠ্যবস্তুর গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্রের যে কোন একটা নির্বাচন করে নিতে পারে।

পূর্ববর্ণিত ধরন ছাড়াও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আরও বহু প্রকারের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচী নির্ধারিত আছে। সাম্প্রতিক কালের কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য—জ্ঞানের মৌল ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার ব্যাপক এবং বিস্তীর্ণ দিকগুলির একটা যোগসূত্র স্থাপন করা—যার মধ্যে দিয়ে একটা স্বাধীন অধ্যয়ন চিন্তার ক্রমবর্ধমান সুযোগের প্রকাশ ঘটতে পারে।

পেশাদারী শিক্ষাসূচী—আইন, ঔষধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো পেশাদারী ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অধ্যয়নের কর্মসূচীগুলি একটা নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকে। পেশাদারী শিক্ষাসূচীর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শেষ করতে অন্যান্য শিক্ষাসূচীর সঙ্গে সময়ের কিছুটা ব্যবধান হয়।

ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে কলেজের পড়া শেষ করতে ৩ বছর সময় লাগে কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ বছরও লাগে। ঔষধ সংক্রান্ত ৪ বছরের পাঠ্যসূচীর প্রথম ডিগ্রী নিতে হলেও একটা প্রারম্ভিক স্নাতক ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়। আইনের ছাত্ররা তিন বছর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা শেষ করে আরও তিন বছর আইনের উপর অধ্যয়ন করে। নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যসূচীতে অধ্যয়ন করতে হলে স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সন্তোষজনক রেকর্ড থাকতে হবে। সর্বসাকুল্যে এটা ৪ বছর বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৫ বছরের কর্মসূচী। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই একটা নিজস্ব পাঠ্যসূচী থাকে।

শিক্ষকদের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তুতি সম্পর্কে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, এতে পেশাদারী শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। সাধারণতঃ প্রথম দু'বৎসরের ছাত্র জীবনে ছাত্ররা লিবারল্ আর্ট্‌স্ বা সুকুমার বিদ্যার পাঠ্য বিষয়কে অনুসরণ করে। এইগুলির মধ্যে সাহিত্য, গণিত, শারীরবিদ্যা, বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর পড়াশুনা করতে হয়।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য সর্বসাকুল্যে ৪ বছরের কলেজের পাঠ্যসূচীর এক চতুর্থাংশ সময় কাটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অধ্যয়নে: শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয় অধ্যাপনার রীতিনীতি, নির্দেশাধীন ছাত্র শিক্ষকতা। আরো এক চতুর্থাংশ কাটে প্রাথমিক-স্কুলপাঠ্য-সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষায়। বাকিটা নিয়োজিত হয় লিবারল আর্ট্‌স্-এ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য চার বছরের কলেজ অধ্যয়নের এক সপ্তমাংশ জুড়ে শিক্ষামূলক মনস্তত্ব, কিশোর মনস্তত্ব, পরীক্ষা পরিমিতি, শিক্ষার রীতিনীতি এবং নির্দেশাধীন ছাত্র শিক্ষকতা নিয়ে পড়াশুনা চলে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিষয় চর্চায় কাটে।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ কলেজ শিক্ষকদের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্র-সমূহে অধিকাংশ পড়াশুনা করতে হয়—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের অতটা করতে হয় না। বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি শিক্ষকরা পড়াবেন, সেই সেই বিষয়ে শিক্ষকদের ডক্টরের ডিগ্রী থাকাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। সাধারণতঃ কলেজ শিক্ষকদের পেশাদারী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না—যদি না তাঁদের উল্লিখিত বিষয় পড়াতে হয়।

অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরা শিক্ষাদান আরম্ভ করার পর উচ্চ শিক্ষা শুরু করেন। যদিও কিছু শিক্ষক 'অনুপস্থিতির ছুটি' নেন অধিকাংশ শিক্ষকই পড়াশোনা করেন সন্ধ্যা বেলার কলেজগুলিতে, শনিবারের কলেজে কিংবা গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে ক্লাসে ঢুকে আংশিক ভিত্তিতে। অসংখ্য কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ বহির্ভূত বর্ধিত বার্তা শোনার কেন্দ্র খোলে, সেখানেও অনেকে এরকম আংশিক ভিত্তিতে পড়েন। শিক্ষকদের গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষামূলক সমস্ত কাজই শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে হয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে লিবারল্ আর্টসের পাঠ্যবিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বেশী। কেন্দ্রীয় এবং ফাউণ্ডেশন তহবিলের অর্থানুকূল্যে বিশেষ বিশেষ ইন্‌স্টিটিউট, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত ও সৃষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য। কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রায় সবটাই গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, বিদেশীভাষা ও পরিচালনা পদ্ধতির অধ্যয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। বেসরকারী ফাউণ্ডেশনের টাকায় বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন নতুন পরীক্ষামূলক কর্মসূচী শিক্ষকদের ডিগ্রী শিক্ষার জন্য গড়ে তুলতে পেরেছে। এই সমস্ত কর্মসূচীর সাথে সাথে বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় স্কুলগুলিকে বিশেষ বিশেষ পাঠ্যক্রমের জন্য হাতে কলমে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সাহায্য করেন। এ গেল কলেজের কাজ তাই বলে প্রায়ই এরা সম্মানিত হয়।

সমানুবর্তী শিক্ষা—যুক্তরাষ্ট্রের বহু কলেজে এই সমানুবর্তী শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে, প্রথমে এটা ইঞ্জিনীয়ারদের শিক্ষার জন্য করা হলেও ক্রমশঃ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অনুসন্ধিৎসু চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। যেমন

—ব্যবসায়, শাসন পদ্ধতি, স্থাপত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি। মূলগতভাবে সমানুবর্তী শিক্ষার পরিকল্পনাকে ক্লাসের ভিতরের শিক্ষা ও বাইরের অভিজ্ঞতা এই দুটোর একটা ঐক্যসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হিসাবে ধরা হয় এবং সংগঠিত পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ছাত্ররা একদিকে কলেজে বা স্কুলে ক্লাস করে, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পে, ব্যবসায়ে বা সরকারী ক্ষেত্রে চাকরী করে—শিক্ষার সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করে। চাকরী প্রথাটাই ছাত্রদের শিক্ষার কোনো একটা সময়ে ধারাবাহিক, নিয়মিত, আত্যন্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষা-পদ্ধতির মৌল আদর্শকে রক্ষা করে চলা।

বেশীর ভাগ সময়ে কোনো শিল্পে, সরকারী ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের চাকরীগুলি দু'জন ছাত্রের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। একজন যখন কাজ করতে থাকে অন্য সহকর্মী সেই সময় কলেজ করতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দু'জনে আবার স্থান পরিবর্তন করে। দু'জনের এই টীম পদ্ধতির নানারকম হেরফেরও আছে। আসল কথা দু'জন করে ছাত্রকে একত্র জুড়ে দেওয়াই এই কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। শিক্ষা এবং বিত্তার্জন এই দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাই এর মূলকথা।

উচ্চতর শিক্ষা—স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষায় ছাত্ররা একটা মাত্র পাঠ্য বিষয়েও অভিনিবিষ্ট থাকতে পারে, কি এতৎসম্পর্কে দুটো বা আরও বেশী কয়েকটা বিষয়ে অথবা তুলনামূলক সাহিত্যের মতো বিস্তীর্ণ পাঠ্যসূচীতেও অভিনিবিষ্ট থাকতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকেই একটা স্বাধীন অধ্যয়ন চিন্তা ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার আশা করা হয়।

আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা—রাজ্যগুলির সীমিত পরিধি অতিক্রম করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় আনার প্রচেষ্টা হচ্ছে যাতে সুসার বন্দোবস্ত হয়। সুযোগ সুবিধেগুলিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেবার জন্য, ইতিমধ্যেই বহু প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট সংঘে সমষ্টিবদ্ধ হয়েছে।*

---

* Southern Regional Education Board. (1948) The New England Board of Higher Education. (1953) The Western Interstate Commission for Higher Education. (1954)

সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ক, পেশাদারী এবং উচ্চতর শিক্ষার ডিগ্রীসমূহ

আরোপিত সর্তানুযায়ী সীমিত পরিধির মধ্যে পরিচালক ও অনুমোদন সমিতির সম্মতিসাপেক্ষে প্রত্যেক শিক্ষায়তন শিক্ষার যে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক উপাধি দিতে পারেন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো বিধিসম্মত প্রভুত্ব নেই। দুটিই রাজ্যের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ডিগ্রী দেবার আগে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। যে-কোনো ডিগ্রী পরীক্ষার্থী প্রতিটি ছাত্রকেই একই রকম প্রস্তুতি প্রয়োজন পূরণ করতেই হয়। সাধারণতঃ একই স্তরের ডিগ্রীগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যেমন অনার্স এবং পাশ ডিগ্রীতে। ফাস্ট ক্লাস অনার্সে এবং সেকেণ্ড ক্লাস অনার্সে। সাধারণ ডিগ্রী বাদ দিয়ে বিশেষ কোনো পাঠ্য বিষয় পড়বার জন্য অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়। যদিও অধিকাংশ শিক্ষায়তনের ছাত্ররাই কোনো বিশেষ ডিগ্রীটা পায় না। cum laude কিংবা magna cum laude উপাধিতে অথবা অনুরূপ সম্মানটিকে ডিগ্রী অথবা তার বাজার দরের খুব এদিক ওদিক করতে পারে না।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক ডিগ্রী—সাধারণতঃ পূর্ব-স্নাতক শিক্ষাসূচী শেষ করার পর ছাত্রদের সাহিত্য বা বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক উপাধি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ চার বছর কলেজে পড়বার পর এ ডিগ্রী মেলে, এবং যেহেতু ছাত্ররা সাধারণতঃ বারো বছর ধরে স্কুলে পড়ে। মোট ষোল বছর বিদ্যাশিক্ষার পরে এ ডিগ্রী লাভ হয়। সাহিত্যে স্নাতক উপাধি তাঁদেরই দেওয়া হয় যাঁরা সুকুমার বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে প্রধানতঃ পড়াশুনা করেন, অনুরূপভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে কেন্দ্রীভূত পড়াশোনার জন্য বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি দেওয়া হয়। যদিও কিছু কিছু শিক্ষায়তন যে কোনো বিষয়ে পড়লেই কেবলমাত্র সাহিত্য বিষয়ক স্নাতক উপাধি প্রদান করেন।

বৃত্তিমূলক উপাধিসমূহ—বৃত্তিমূলক কিছু ডিগ্রীতে 'বিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক' ব্যবহার করা হয় (Bachelor of science) যেমন কৃষিবিদ্যায় প্রাপ্ত স্নাতক উপাধি (Bachelor of science in agriculture. B. S. Agr) কারিগরী বিদ্যায় প্রাপ্ত স্নাতক উপাধি (Bachelor of science in engineering) আবার বিশেষ ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট উপাধিসহ যেমন—পৌরজন সম্বন্ধীয় বা যন্ত্র বিষয়ক প্রভৃতি (B. S. C. E., B. S. M. E.), গার্হস্থ্য

অর্থনীতিতে বিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক (Bachelor of science in Home economics. B. S. H. E.), ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিদ্যায় বিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক (Bachelor of science in pharmacy. B. S. Pharm) প্রভৃতি। অন্যেরা 'স্নাতক' এই শব্দটা ব্যবহার করেন, যেমন স্থপতি বিদ্যায় স্নাতক (Bachelor of architecture. B. Arch) ব্যবসায় শাসন পদ্ধতি বিষয়ক স্নাতক (Bachelor of business administration. B. B. A.) ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক স্নাতক (Bachelor of divinity. B. D.) চারুকলা বিষয়ক স্নাতক (Bachelor of fine arts. B. F. A.) এবং সঙ্গীত বিদ্যায় স্নাতক (Bachelor of music. B. Mus)

প্রথম বৃত্তিমূলক কিছু ডিগ্রীতে 'মাস্টার' এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় যেমন পাঠাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক 'মাস্টার' (M. L. S.) জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ক 'মাস্টার' (M. P. H.) এবং সমাজ সেবামূলক কার্যে 'মাস্টার' (M. S. W.)

কিছু সংখ্যক প্রথম বৃত্তিমূলক ডিগ্রীতে 'ডক্টর' এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়। যেমন দন্ত চিকিৎসায় ডক্টরেট (D. D. S.) ঔষধ বিষয়ক বিদ্যায় ডক্টরেট (M. D.) প্রভৃতি।

উচ্চতর ডিগ্রী বা উপাধিসমূহ—স্নাতকোত্তর উপাধিগুলি বা প্রথম বৃত্তিমূলক উপাধিগুলিকে প্রায়শঃই 'স্নাতক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এগুলি সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অংশ গ্রাজুয়েট বা স্নাতক স্কুল কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন তাঁদের নিজেদের উচ্চ উপাধিগুলি প্রদান করতে পারেন।

এম. এ, এম. এস্, প্রভৃতি মাস্টার ডিগ্রীগুলি নিতে হলে সাধারণতঃ স্নাতক পরীক্ষার পর, এক বৎসর অধ্যয়ন করে, একটা ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার পরে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করতে হয়। প্রদেয় উপাধিগুলির মধ্যে দর্শন বিষয়ে ডক্টরেট (Ph. D.) এবং তুলনীয় উচ্চ বৃত্তিমূলক উপাধিগুলিই সর্বোচ্চ সম্মান-সূচক। এই ডিগ্রী বা উপাধিগুলি পেতে হলে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার পর বা প্রথম বৃত্তিমূলক ডিগ্রী নেবার পর ৩ বৎসর অধ্যয়ন করতে হয় এবং অনেকগুলি লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করার পর, গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যশালী করতে পারলে এই সর্বোচ্চ সম্মান-সূচক উপাধি দেওয়া হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উপর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

প্রত্যেকের সাধারণতঃ একটা করে মাস্টার ডিগ্রী থাকে, এবং এক-চতুর্থাংশ বা এক-অর্দ্ধাংশের ডক্টরেট ডিগ্রী আছে। সাধারণতঃ এঁদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের উপর পড়াশুনা করতে হয় না। শিক্ষাদান শুরু করার পরও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা প্রায়শঃই 'মাস্টার' বা 'ডক্টরেট' ডিগ্রী পাবার জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন, সম্পূর্ণ সময়ের আবাসিক ছাত্র হিসাবে, বা আংশিক-সময়ে সন্ধ্যাকালীন ছাত্র হিসাবে বা গ্রীষ্মকালীন অবকাশের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্র হিসাবে, শিক্ষা বিষয়ে উচ্চধরনের গবেষণামূলক কার্যের জন্য এম, এ, বা পি. এচ্, ডি, উপাধির পরিবর্তে, শিক্ষা বিষয়ে মাস্টার এবং ডক্টরেট ডিগ্রী অধিকাংশ সময়ে দেওয়া হয়।

ডাকযোগে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ডিগ্রীসমূহ—আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কোনও প্রখ্যাত উচ্চ শিক্ষায়তনই শুদ্ধমাত্র ডাকযোগে দেয় শিক্ষার ভিত্তিতে কোনও ডিগ্রী বা উপাধি প্রদান করেনা। কতকগুলি শিথিল চার্টারিং আইনের জোরে কোনো কোনো কাজে স্রেফ ডিপ্লোমা কি ডিগ্রী বিক্রী করার জন্য এধরনের কিছু ডাকবাহী শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব ডিগ্রীর কোন সম্মান নেই এবং এরকম ডিগ্রী-ধারীদের বৃত্তিমূলক এবং বুদ্ধিগত উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বাইরে যারা এধরনের ডাকবাহী ডিগ্রীমূলক শিক্ষাতে আগ্রহী, তাদের কাছাকাছি যুক্ত রাষ্ট্রীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কর্মদপ্তরে খবর নেওয়া উচিত।

শিক্ষাপঞ্জী—সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের প্রথম থেকে জুন মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষা-বৎসর। অর্থাৎ সর্বমোট ৯ মাস। খৃষ্টমাস এবং নতুন বৎসরের শুরুতে এক বা দুই সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হয়। এবং বসন্তকালে সাধারণতঃ ঈস্টারের সময় আর এক সপ্তাহ বা তার থেকে কিছু কম ছুটি দেওয়া হয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানেই শিক্ষা-বৎসরকে ১৮ সপ্তাহ হিসাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একে সেমেষ্টার পদ্ধতি বলা হয়। প্রথম ভাগটা জানুয়ারীর শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে শেষ হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয় জুন মাসে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবর্ষকে ১২ সপ্তাহ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

একে 'টার্ম' বা 'কোয়ার্টার' বলা হয়। প্রথম ভাগ খৃষ্টমাসের সময়, দ্বিতীয় ভাগ মার্চ মাসে এবং তৃতীয় ভাগ জুন মাসে শেষ হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতেই সমস্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকে এমন ভাবে সংগঠিত করা হয় যাতে প্রত্যেক সেমেষ্টার বা টার্মের মধ্যেই যে যার পাঠ্য বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

গ্রীষ্মকালীন অবকাশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নির্দেশমূলক কর্মসূচী বা পাঠ্যসূচী অনুসরণ করেন। এই সংগঠিত কর্মসূচীকে কোয়ার্টার পদ্ধতি অনুসৃত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার চতুর্থ ভাগ হিসাবে ধরা হয়—সেমেস্টার ব্যবস্থা-পন্থীরা একে অর্ধ-সেমেস্টার কোনও কোনও সময় দুই-তৃতীয়াংশ সেমেস্টার হিসেবে মান দেন। গ্রীষ্মকালীন পাঠ্যসূচীর অধিকাংশ ভাগটাই শিক্ষকদের জন্যও নির্দিষ্ট থাকে—যাঁরা বৎসরের অন্যান্য সময় নিয়মিতভাবে পড়ার সুযোগ পাননা। বহু ছাত্রই বৎসরের নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও গ্রীষ্মকালীন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করেন, ডিগ্রী পাবার সময়টাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য। একজন ছাত্র প্রত্যেকটি গ্রীষ্মকালীন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করলে বি. এ. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতিকে ৪ বৎসরের জায়গায় ৩টে শিক্ষাপঞ্জীর মধ্যেই শেষ করতে পারে।

উচ্চ-শিক্ষালয়গুলির অন্যান্য দায়িত্ব—নির্দিষ্ট শিক্ষাসূচীর মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও, উচ্চ শিক্ষালয়গুলি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় আরও বহুবিধ দায়িত্ব বহন করে। উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে যে কোনো দেশে যাঁরাই একটা সুসামঞ্জস্য ধারণা পরিগ্রহণে ইচ্ছুক তাঁরা নিশ্চয়ই এর মূল্য বুঝতে পারবেন। জ্ঞান ও শিক্ষার বৈচিত্রের মতো নিয়মমাফিক শিক্ষার বহির্ভূত বৈচিত্র ও জটিলতা ক্রমাগতই বাড়ছে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের শ্রদ্ধা যত বাড়ছে তারা ততই এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে আরো বেশি প্রত্যাশা করছে।

গবেষণা—শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিস্তারের দায়িত্বও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের—এ বক্তব্যের পিছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস তার মূলসূত্র রয়েছে আমেরিকার মহান্ সংস্কৃতির উৎস ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবিধ কর্মসূচীকে 'গবেষণা' বলা হয়, এবং শিক্ষা-বিস্তৃতি হিসাবে বর্ণনা করার কারণ সম্ভবতঃ সুপ্রচুর গবেষণামূলক কার্য প্রণালী-গুলিকে সার্বিক একটা রূপ দেবার জন্য একত্র সন্নিহিত করা। গবেষণামূলক কর্মসূচীর দুটো উদ্দেশ্য আছে—শিক্ষা-জগতে যার অপরিসীম মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে—(১) চিন্তাজগৎ এবং পেশাদারী ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় নিযুক্ত সভ্যদের মানসিক উৎকর্ষের সাধন (২) ছাত্রদের বিশেষ করে গ্রাজুয়েট ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুযোগের প্রসার।

ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য নির্দেশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় সবই ফলিত (applied) গবেষণা হয় বটে,

ফলিত এবং ব্যবহারিক প্রত্যাশা বহির্ভূত মৌলিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যরা প্রচণ্ড আনুগত্য পোষণ করেন।

সমাজ বিজ্ঞান বা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মূল গবেষণার জন্য প্রচুর সক্রিয় সাহায্য দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন দাতব্য সংগঠনগুলি প্রচুর অর্থ সাহায্য করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারও এই ধরনের কাজে এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও যন্ত্রশিল্পের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য করে থাকেন। এমন কি সাম্প্রতিক কালে স্বাধীন ব্যবসায়ীরা এবং বিভিন্ন পৌরসভাগুলিও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যধারাগুলিকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসছেন এবং এ ধরনের সাহায্য শুদ্ধমাত্র দাতার কাজে আসে এমন প্রয়োজনীয় গবেষণার সর্তাধীন নয়—সর্তবিহীন দানের ভিত্তিতেও এ সাহায্য আসছে। ব্যক্তিগত মালিকানার সম্প্রদায় এবং স্বাধীন ব্যবসায়ীরা শিক্ষায়তনের ক্রমোন্নতির দিকে নিজেদের বিরাট স্বার্থের জন্যই দৃষ্টি রাখেন কারণ শিল্পজগতে অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি গ্রহীতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহই সরবরাহ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার, মিউজিয়ম এবং প্রেস—উচ্চ শিক্ষায়তন পাঠাগারগুলির নিয়মকানুন ও কার্যপদ্ধতি অন্যান্য দেশের লাইব্রেরীগুলির কাজ ও নিয়ম কানুনের সঙ্গে খুব বেশী একটা পার্থক্য কিছু নেই—যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংগঠন, শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতির জন্য পাঠাগারের পরিচালনা ও গঠনপদ্ধতি প্রভাবিত হয়। কলেজ লাইব্রেরীগুলির কাজই হলো প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। বড বড় শিক্ষালয়ের পাঠাগারগুলির কাজই হচ্ছে গ্রাজুয়েট ছাত্রদের গবেষণার কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করা। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাগজপত্র সরবরাহ এবং অন্যান্য সাহায্যের উপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণার কাজ বহুলাংশে নির্ভর করে। পাঠাগারগুলিকে উচ্চ শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং গড়ে শিক্ষা এবং সাধারণ ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ পাঠাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে যেমন একক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রম এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পার্থক্য বিদ্যমান আছে, তেমনি প্রত্যেকটি পাঠাগারই তদনুযায়ী গঠন ভঙ্গীর এবং প্রদর্শনীর

আয়োজন করে, যাতে প্রত্যেক গবেষণার কাজই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছতে পারে। ছোট ছোট কলেজ পাঠাগারগুলি কেন্দ্রাশ্রিতই থাকে কিন্তু এর সংগ্রহের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটাও বড় লাইব্রেরীর পদ্ধতিই অনুসরণ করে। সমস্ত বৃহৎ লাইব্রেরীগুলিরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সংগৃহীত সুপ্রচুর পুস্তকগুলিকে পাঁচ থেকে কুড়িটা বিভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিষয় অনুযায়ী পাঠাগারের অংশ বা বিভাগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কিছু কিছু বড় পাঠাগারের বিভাগীয় বৃহত্তর বিষয়ের সংগ্রহগুলি বিভিন্নভাবে ভাগ করে সংগঠিত করা হয়। যেমন—সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের পাঠাগারগুলি সকলের সুবিধার জন্য আলমারি বা তাকের মধ্যে খোলা অবস্থায় তাদের বই এবং কাগজপত্রগুলি সাজিয়ে রাখে। আমেরিকার বই এবং পড়ুয়াদের মধ্যেকার সমস্ত প্রাচীন বাধাগুলি অপসারণ করে প্রকাণ্ড, বিশালায়তন পাঠগৃহ এবং রুদ্ধদ্বার পুস্তকসজ্জা বদলে খোলা আলমারির ধারে ছোট ছোট আকর্ষণীয় পড়বার ঘর তৈরী হয়েছে। সেখানে পড়াও যায়, বইয়ে চোখ বুলিয়ে যাওয়াও যায়। এরই সঙ্গে পাঠাগারের পুস্তক-সম্পদগুলিকে উপযুক্তরূপে ব্যবহারের কায়দা কানুনের সঙ্গে ছাত্রদের উত্তমরূপে পরিচয় করিয়ে বই এবং পাঠকের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়বার আন্তরিক প্রচেষ্টা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীগুলি সক্রিয় কর্মপন্থার মাধ্যমে অনুসরণ করেন। দেশের সমস্ত জায়গায় আন্তর্পাঠাগারিক লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরেও লাইব্রেরীগুলি গবেষকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। অধিকাংশ লাইব্রেরীর একত্রীভূত বইগুলি 'লাইব্রেরী কংগ্রেসের' জাতীয় ইউনিয়ন পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করা হয়—যাতে দুষ্প্রাপ্য বইগুলির প্রাপ্তিস্থান সহজে চিহ্নিত করা যায়। অন্ততঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পুস্তক পাবার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য শিক্ষা-সম্পর্কিত বহু লাইব্রেরীই স্বেচ্ছায় সমবায়মূলক অধিকারের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলির পুস্তক সংখ্যা ১৬ কোটি, ২১ লক্ষ, বিশ হাজার। এ ছাড়াও এই লাইব্রেরীগুলিতে ফিল্ম, মানচিত্র, দলিলদস্তাবেজ, রেকর্ডিং, মুদ্রিত প্রতিলিপি বা ছবি, অনুবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রদর্শনার্থ চিত্রাদি সংবলিত কাঁচখণ্ড প্রভৃতির সংগ্রহও প্রচুর পরিমাণে থাকে।

শিক্ষা এবং গবেষণার কাজে লাইব্রেরীর মতোই সাহায্য পাওয়ার ও করার

জন্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, কলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের মিউজিয়াম আছে। গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিই শুধু যে রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে তা নয়, এর একটা আকর্ষণীয় প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। যাতে ছাত্রদের জ্ঞানের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়।

গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশ করাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রায় ৫০টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট বড় বড় প্রেস আছে—তার মাধ্যমে এঁরা পাণ্ডিত্বপূর্ণ বই ও পত্রিকাদি প্রকাশ করে থাকেন—যদিও এই ধরনের প্রকাশিত পুস্তকাদি অর্থনৈতিক আনুকূল্য নাও পেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রেসগুলির সামগ্রিক পুস্তক উৎপাদন সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৫৭ সালে প্রায় এক হাজার বড় বড় গ্রন্থাদি প্রকাশ করা হয় এবং সমগ্র দেশে প্রকাশিত প্রতি ১৩ খানা বইয়ে একখানা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বই প্রকাশিত হয়েছে।

গোষ্ঠীগত কার্যকলাপ—আমেরিকার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের তাদের কাছে আসবার প্রতীক্ষায় থাকেনা। বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল থেকে প্রচুর দূর দূর জায়গায়ও তাঁরা তাঁদের প্রসারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের শিক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। অনুসৃত প্রসারিত শিক্ষাসূচীর সময় এবং বিষয়বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষাসূচীর সমধর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে ৩টে করে ৫০ মিনিটের বক্তৃতা ও সমালোচনার ক্লাস নেওয়া হয়, কিন্তু প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থায় আলোচনা ক্লাসগুলির সময় আড়াই ঘণ্টা। এই প্রসারিত শিক্ষাসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কলেজের নিয়মিত শিক্ষকদের দ্বারা ক্লাস নেওয়া হয—পরিবর্তন করে করে।

প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা সাধারণতঃ সমস্তক্ষণ কাজে নিযুক্ত থাকে বলে প্রতি ছ'মাসে এদের একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালের শেষে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ছাত্র এই ধরনের পাঠ্যক্রমে নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজেই ছাত্রদের শিক্ষার প্রথম ছ'মাস উপার্জন করবার অনুমতি দেওয়া হয়—যাতে ছ'মাসে তারা প্রসারিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমেই অধ্যয়ন করে ডিগ্রী পেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোটামুটি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র এই ধরনের ডিগ্রী পাঠ্যক্রমে নিযুক্ত আছে। প্রসারিত শক্ষাব্যবস্থার অবশিষ্ট বয়স্কছাত্ররা পেশাদারী শিক্ষাসূচীতে নিযুক্ত আছে। যদিও বি. এ. ডিগ্রীর অনুরূপ সম্মান এতে থাকেনা। প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্লাসগুলি যেহেতু সন্ধ্যায় বা সাপ্তাহিক ছুটিতে নেওয়া হয়ে থাকে। সেইহেতু বয়স্কদের শিক্ষা প্রসারের ভূমিকায় এরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে।

আর একটা পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেবামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করে থাকেন। অনেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জন-শাসন পদ্ধতির কমিটি, গোষ্ঠীগত সেবামূলক কাজের দপ্তর বা এই ধরনের বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে—যাতে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। এই ধরনের কমিটিগুলি এবং অধ্যাপকবৃন্দ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশমূলক কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে সাহায্য করেন—যাতে বিভক্ত গোষ্ঠীগুলি একটা বৃহৎ গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়—স্থানীয় সরকারের কর এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক মানদণ্ড বজায় রেখে।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ—বেশীর ভাগ স্নাতকপূর্ব উপাধির ছাত্ররাই অ-পেশাদারী শিক্ষাসূচীতে নিযুক্ত থাকে। অন্যান্য দেশের মতোই ছাত্রদের শিক্ষার সময়কে আরও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছাই এই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্ররা ১৫০টা বিভাগে এবং ২৫টা বড় বিভাগে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। বাড়ী থেকে অনেক দূরে গিয়ে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হয় বলে বিভিন্ন দিকের এবং বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের এখানে পড়ানো হয়। এই ধরনের নানাপ্রকার জটিলতার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাটাকারে অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ—ছাত্ররা যাতে বিস্তারিত সাহায্য পেয়ে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম থাকে তার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়।

ব্যক্তিগত সাহায্য ব্যবস্থা—ছাত্রদের প্রাথমিক কাজের মধ্যে পড়ে ভর্তি, নাম রেজিষ্ট্রী, আলোচনা ও উপদেশ সভা। স্বাস্থ্যোন্নতি, বাসস্থান, চাকরী, সহশিক্ষামূলক কর্মসূচী, এবং অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিশেষ বিশেষ সাহায্য-সূচী। যেহেতু প্রায় সমস্ত কলেজই ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করে। সেইজন্য মূল স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির উপকারিতা আরও বেশী কাজে লাগে। বড় বড় শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এমন কি মনোরোগের চিকিৎসারও বন্দোবস্ত আছে। যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশী ছাত্ররা পড়াশুনা করেন—এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উপদেষ্টাবৃন্দ থাকেন—অবিরাম উত্থাপিত নানা ধরনের যে সব সমস্যায় বিদেশী ছাত্রদের পড়তে হয় তার সমাধানে সাহায্য করবার জন্য।

শিক্ষাজীবন—শিক্ষাজীবনের বাইরের কার্যক্রম যেহেতু শিক্ষাজীবনে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে সেই জন্য আমেরিকায় অত্যন্ত সাবধানতা ও সুবিবেচনার সঙ্গে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট

পরিকল্পনা করা হয়। নাটক, গান, খেলাধূলা, ছেলেদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান (ফ্রেটার্নিটি) মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন, (সোরোরাইটি) পুস্তক বা পত্রিকা প্রকাশনার সমস্ত প্রকার কাজের জন্যই প্রত্যেক কলেজে ছাত্রদের উৎসাহিত



শিক্ষাজীবনে খেলাধূলাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

করা হয়। ছাত্রদের নানা প্রকার অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান ও উপদেষ্টা সমিতি প্রচুর পরিমাণে প্রতি কলেজেই আছে। বহুক্ষেত্রে শিক্ষালয় পরিচালনায় ব্যাপারে ছাত্রদেরও অংশ গ্রহণ করতে হয়। ছাত্রদের নিজস্ব বিচারালয়ে

অংশ গ্রহণ, নিয়মিত পড়াশুনার পদ্ধতি, পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা, সমস্ত কিছুই সুসঙ্গতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মোন্নতির পথে বিধিকৃত।

বাসস্থান—কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত অবস্থায় যাঁরা আছেন অর্থাৎ "বাসস্থিত ছাত্র" এরা তিন রকমের বাসস্থান পেতে পারেন—(ক) একই ঘরে কয়েকটি শয্যাযুক্ত কলেজ সংলগ্ন বাসস্থান; (খ) বিদ্যালয়াঞ্চল সংলগ্ন ব্যক্তিগত অনুমোদিত বাসগৃহে ভাড়া ঘর; (গ) ছেলে বা মেয়েদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানিক বাসভবনসমূহে সীমায়িত স্থান। চার বছরের ডিগ্রী পাঠ্যক্রমের কলেজগুলির জন্য কিছু নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকলেও, বেসরকারী এবং গোষ্ঠীগত কলেজগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা থাকেনা কারণ ছাত্ররা নিজেদের বাসস্থানে থেকেই পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করে। সাধারণতঃ এই রকম মনে করা হয় যে, কলেজ সংলগ্ন বাসস্থানের ছাত্ররা পরীক্ষায় অধিকতর উৎকর্ষ দেখায়। এই জন্য বহু শয্যাযুক্ত কলেজ সংলগ্ন বাসস্থানের এবং অন্য ধরনের বাসস্থানের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ছাত্রদের পড়বার সুযোগ ক্রমাগত বর্ধিত করা হচ্ছে। বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদেরও বাসস্থানের বহু প্রকার সুযোগ বিভিন্ন কলেজে দেওয়া হয়।

ব্যয়—১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্ব-স্নাতক-ছাত্রদের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ছিল একটা স্কুল-বৎসরে গড়ে ১৫০০ ডলার। বেসরকারী স্কুলসমূহে মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ছিল দুই হাজার ডলার ব্যক্তিগতভাবে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত 'অর্থনৈতিক সাহায্য ভাণ্ডার' মারফৎ এই ব্যয় বহন করা যায়। এই অর্থ-নৈতিক সাহায্য বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, ধার, আংশিক সময়ের জন্য চাকরী প্রভৃতি। এই ধরনের সাহায্য ছাড়াও ছাত্ররা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাহায্যমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, দেশাত্মমূলক সংগঠন, ব্যক্তিগত সাহায্য ভাণ্ডার প্রভৃতি থেকেও প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেতে পারে। বিগত কয়েক বৎসরে অর্থনৈতিক সাহায্যের বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটলেও, বহুতর উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্ররা অর্থনৈতিক সাহায্যের অপ্রতুলতার জন্য অসুবিধা বোধ করে—এটাও লক্ষ্য করা গেছে।

'সমবায়মূলক শিক্ষার' মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের শিক্ষার আংশিক বা সামগ্রিক খরচ বহন করতে পারে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দেয় শ্রমের পরিবর্তে তাদের প্রাপ্য মজুরী থেকে আয়ের মারফৎ।

উদ্দিষ্ট স্থানের জন্য যথাযথ নিযুক্তিকরণ—প্রত্যেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে—প্রত্যেক ছাত্রের উদ্দিষ্ট

আদর্শের জন্য যথাযথ নিযুক্তিকরণ। উপদেষ্টারা প্রত্যেক বয়স্ক-ছাত্রকে, বিভিন্ন পেশাদারী ক্ষেত্রে, চাকরীর জন্য উপযুক্ত কোম্পানীসমূহ, দরখাস্ত প্রেরণ প্রভৃতি নির্বাচনের ব্যাপারে সদাসর্বদা পরামর্শ দিয়া থাকেন। চাকরী পাবার পূর্বে সম্ভাব্য সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি, সাক্ষাৎকার প্রাপ্তির ব্যাপারে সাহায্য করা হয়—যাতে অনুসন্দিৎসু কোম্পানীগুলি ছাত্রদের মধ্য থেকে উপযুক্ত কর্মী আহরণ করতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা বিশেষ কোনো চাকরীর জন্য বা বৃত্তিমূলক চাকরীর জন্য ছাত্র পড়াশুনা করুক চাই না-ই করুক সকলের জন্যই এ ব্যবস্থা থাকে। চাকরী অনুসন্দিৎসু অনেক প্রাক্তন ছাত্রদেরও এই ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষকবৃন্দ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দের অর্থাৎ অধ্যাপকদের নানাবিধ দায়িত্ব থাকে যেমন—(ক) শিক্ষকতা, (খ) গবেষণা, (গ) প্রবন্ধাদি লেখা, (ঘ) বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক কাজ যেমন ছাত্রদের পরিচালনা ও উপদেশ দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নানাবিধ কাজ, যেমন—পরিকল্পনা নির্ধারণ, ছাত্রভর্তি, ছাত্রদের বহুমুখী কাজের জন্য আইন ও শৃঙ্খলা নিরূপণ এবং অন্যান্য সমস্যার মীমাংসা প্রভৃতি। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এদের গঠনপদ্ধতি, সুযোগ সুবিধাসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদিগের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে।

সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বমোট ৩৫ লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য নিযুক্ত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদিগকে সাধারণত: ৪ ভাগে ভাগ করা হয় যেমন—(ক) নির্দেশক, (খ) সহকারী অধ্যাপক; (গ) সহযোগী অধ্যাপক, (ঘ) অধ্যাপক।

সম্প্রতি ১৯৫৮-৫৯ সালে শিক্ষাদপ্তরের উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনা কমিশন এবং ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়—এতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে ১০১৫টা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-পূর্ব বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদিগের গড়পড়তা বার্ষিক মাহিনা ৬,৬৩০ ডলার। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৬,৭৮০ ডলার। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৬,৩৫০ ডলার ছিল। স্নাতকোত্তর বিভাগসমূহে: নির্দেশক ৪,৮৪০ ডলার, সহকারী অধ্যাপক ৫,৮৬০ ডলার, সহযোগী অধ্যাপক ৬,৯২০ ডলার এবং অধ্যাপক ৮,৮৪০ ডলার ছিল। সরকারী পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাহিনা ব্যক্তিগত মালিকানা অধীন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেশী। সাধারণতঃ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেশী মাহিনা দেয়।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদের মাহিনা ক্রমশঃ বাড়ছে, তবুও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ অধ্যাপকদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা খুব বেশী না থাকায় এই বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ একটু দুরূহ। এর মধ্যেই বহু কলেজে একটা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়েছে, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতির সম্ভাব্যতা নিয়ে যেমন—টেলিভিশন, শিক্ষা সাহায্য, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন এবং অন্যান্য। যেখানেই সম্ভব হচ্ছে সেখানেই প্রতি একশো ছাত্রের জন্য আরও বেশী শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-গুণসম্পন্ন বা 'মাস্টার' ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষকদের মাহিনা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অধিক গুণসম্পন্ন ও পারদর্শী বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদিগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অন্যান্য দেশের গবেষকদের, আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা এবং গবেষণা চালিয়ে যাবার সুযোগ সুবিধা আরও বর্ধিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের (American association of University Professors) সংগঠনের বহু শাখা প্রচুর সংখ্যক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত আছেন। প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে কলেজ শিক্ষকদের সাধারণ উন্নতি বিধান ছাড়াও এই সংগঠনটি শিক্ষাপদ্ধতির সার্বিক উন্নতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্য ও সংবাদ সরবরাহ মারফৎ সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষকদের সতর্ক ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন।

শিক্ষাপদ্ধতি—আমেরিকার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিবিধ এবং বহুমুখী নির্দেশমূলক শিক্ষাসূচীর একটা সমষ্টিকরণের মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা। সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিটাকে ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হয়। সাধারণ এবং সুকুমার বিদ্যাশিক্ষা, পেশাদারী শিক্ষা বা বিশেষ কোনো বিষয়ে দক্ষতা এবং যন্ত্রশিল্পের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী এখানেও বিশ থেকে ত্রিশ জন ছাত্রের ক্লাসে একজন অধ্যাপক ৫০ মিনিটে একটা ক্লাসে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অবলম্বিত বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই সাধারণ প্রথা। এই পদ্ধতির একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে বিরাট বড় বড় ক্লাসে একসঙ্গে পড়ানো যায়। একজন অধ্যাপক একটা বহুসংখ্যক ছাত্রদের ক্লাসে বক্তৃতা দিতে

পারেন, তারপর ছাত্ররা আলোচনার জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যান।

প্রচলিত প্রথার বিপরীত পদ্ধতিতে যদি কোন ছোট ক্লাসের উপর জোর দেওয়া হয়, তখন বিশেষ কোনো বিষয়ে বা নির্ধারিত শিক্ষাসূচীর বহির্ভূত কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা করা হয় এবং তারপর আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিষয়টা সমগ্র ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর একটা যে সাধারণ পৃথক প্রথা আছে সেটিতে শিক্ষার্থীর উপরে প্রচুর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর যুক্তি বুদ্ধির উপর অভিযোগের মাধ্যমে আলোচনা হয়ে থাকে। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে আরও উদ্দীপিত করার জন্য শিক্ষক একটা প্রশ্নের অবতারনা করেন বা কোনও কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন, কিংবা কোনো ঘটনা বর্ণনা করেন—যেটার সমস্যার সমাধান ছাত্রদের কাছে আশা করা হয়। স্নাতক ডিগ্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে 'সেমেস্টার' পদ্ধতিতে শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে।

বিজ্ঞান, ব্যবসায় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্গত বহু পাঠ্যসূচীতেই গবেষণাগারের সাহায্যে একত্র ক্লাস নেওয়া হয়। গবেষণাগারে পরীক্ষা করার সময় সাধারণতঃ দু'ঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকে এবং সপ্তাহে একবার কি দু'বার এই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত গবেষণার কাজ ও মৌখিক পরীক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে ছাত্রদের শিক্ষাগত উন্নতির পরিমাণ করা হয়ে থাকে। আমেরিকার কলেজের সাধারণ বাঁধা হিসেব হয় 'সেমেস্টার পদ্ধতি'তে অর্থাৎ ছ'মাসে প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টার শিক্ষা। ছাত্রদের গড়পড়তা শিক্ষাকাল বছরে ৩০ থেকে ৩৪ সেমেস্টার ঘণ্টায় দাঁড়ায়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অভিনব পদ্ধতিতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিন ঘণ্টার ক্লাসে সপ্তাহে দুবার বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য ছাত্ররা সাক্ষাৎ করে এবং শেষের ঘণ্টায় তারা নিজেদের পছন্দ মতো বিষয়ে পড়াশুনা করে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ছাত্রদের প্রথম ছ'মাসে পড়বার একটা 'সামগ্রিক পদ্ধতি'র উপর বিশেষ পাঠ্যসূচীর নির্ধারণ করে। দ্বিতীয় ছ'মাসে এই ছাত্ররা এক বছরের পাঠ্যসূচী হিসাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করে। এই সময়ে অধ্যাপকের সঙ্গে সপ্তাহে তারা একবার মাত্র ক্লাস করে।

এককশিক্ষার বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে 'স্বয়ংশিক্ষক মেশিন' এবং অন্যান্য যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষনীয় ফল পাওয়া গেছে। আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ছাত্ররা তাদের নির্দিষ্ট

সমস্ত ক্লাস-সময়ের তিন পঞ্চমাংশ একা একটা প্রদর্শনী ঘরে টেপ্ রেকর্ডে গৃহীত বক্তৃতা এবং একই সঙ্গে পর্দায় পরিবেশিত আনুষঙ্গিক দৃশ্য-গুলির মাধ্যমে পড়াশুনা করেন। উল্লিখিত বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রচলিত প্রথায় শিক্ষাদান পদ্ধতির তুলনামূলক ফল বেশ আশাপ্রদ। বদ্ধ ছোট টেলিভিশন সেটগুলি এই অধিকন্তু সমীক্ষার পক্ষে যথার্থই উপযুক্ত। পূর্ব নির্দেশনাগুলি থেকে দেখা যায় যে একই বিভাগে পাঁচ বা তদূর্ধ্ব কোনো মৌলিক পাঠ্যসূচীতে ২০০ ছাত্র সম্বলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অনেক কম।

গুরুত্বপূর্ণ পরিচলন পদ্ধতি এবং প্রবণতাসমূহের সারাংশ— উচ্চ শিক্ষার এই অধ্যায়ের সর্বত্রই শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে পরিচলন ও প্রবনতা-সমূহের দিকে সবিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে বুঝতে হলে এর পরিবর্তনগুলির দিকেও নজর রাখতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত সারাংশ উচ্চ শিক্ষার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং প্রবণতার কার্যকরী শক্তিগুলির পথনির্দেশিকা হিসাবে সমর্থিত হোল।

আমেরিকার সমাজদর্শন এবং শিক্ষার ধারার একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে এই যে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য ছাত্রের অনুপ্রবেশ দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে। আজকের যুবকদের প্রার্থিত সুযোগগুলির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সমগ্রজাতি শিক্ষা ও দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক গঠনে বদ্ধ-পরিকর। সামগ্রিকভাবে জীবন-নির্বাহের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষারও ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে এবং এইজন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খরচও ক্রমবর্ধ-মান। একদিকে কলেজের আয়তন ও গুণগত বৈশিষ্টের বৃদ্ধি ঘটানো, অন্যদিকে শিক্ষকদের মাইনে বাড়িয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকের শিক্ষা-সম্প্রসারণের দিকে আনুগত্য সৃষ্টিই সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য।

এই বিশাল সমস্যাকে ৪ ভাবে মেটানোর চেষ্টা চলছে :

(ক) উচ্চ শিক্ষায়, সুযোগ্য যুবক যুবতীদের নিয়োগ করার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিক্ষকতার প্রস্তুতি নেবার সুযোগের জন্য স্নাতকোত্তর বৃত্তিদান অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের* উড্রু উইলসন বৃত্তি এবং জাতীয় বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশন† কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের বৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

* Ford Foundation's Woodrow Wilson Fellowship.

† National Science Foundation's Grant.

(খ) মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদ্ধতির বিনিয়োগ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। স্কুল সংগঠনের ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন প্রভৃতি নূতন পদ্ধতির ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে যে এই মাধ্যমের ব্যবহার শিক্ষা পদ্ধতিকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবে এবং শিক্ষকবৃন্দ প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর মনোযোগ দিতে পারবেন।

(গ) প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ক্রমবর্ধমান গুণী ছাত্রদের ভর্তি করার জন্য নানা সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি ও স্থান সঙ্কুলান করে যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ জুনিয়র কলেজগুলির উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধি একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সাধারণ শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রদের এই শিক্ষায়তনগুলি নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। এরই সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের শিক্ষায়তনগুলি বৃত্তিমূলক উপাধির নিম্নতম বিশেষ বিষয়ে কর্মীদের দক্ষ করে তুলে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মেটাচ্ছেন। (এই দেশের গৃহীত তথ্যে দেখা গেছে যে একজন ব্যবসায়রত ইঞ্জিনীয়ারের আটজন কারিগরের সাহায্য প্রয়োজন হয়)

(ঘ) অর্থনৈতিক সাহায্যের মূল সূত্রগুলি হচ্ছে রাজ্য সরকার, দাতব্য জনসংগঠন, ও ব্যক্তিগত সাহায্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ শিক্ষাকে অধিকতর ব্যাপক করার জন্য এঁরা বিরাট অঙ্কে সাহায্য করেন। এরই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বের একটা অংশ বহন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারও এই ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্য জাতীয় চাহিদার একটা বিরাট অংশ বহন করেন।

প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা

*　*　*　*　*

সারাজীবন ধরে শিক্ষালাভ করা আমেরিকার শিক্ষাদর্শনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। প্রাপ্তবয়স্কের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ নিজেদের বৃত্তিমূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কাজে উপযুক্ত রকম শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে ৩০।৩৫ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিবছর এই ধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশের বেশী ব্যক্তির বয়স হচ্ছে ২০ থেকে ৬০ বছর তবে সাধারণতঃ এই বয়ঃক্রম ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যেই বেশী সীমাবদ্ধ থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ সমানভাবেই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৭নং তালিকায় একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে বোঝা যায় কোন বয়সের কতজন সাধারণতঃ শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। তবে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ চাষী বা সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা বৃত্তিমূলক বা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিই অধিক গ্রহণ করে থাকে।

হাজার হাজার ব্যক্তি যে শিক্ষাগ্রহণ করছে তা' কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা নয়—বৃত্তিমূলক, শিল্প ও বাণিজ্যিক, সাধারণ শিক্ষা, গার্হস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি সকল কিছুই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশেষত্ব ও প্রয়োজন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার চারটি বৈশিষ্ট্য আছে—

১। শিক্ষাগ্রহণকারীরা বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়-বয়ঃক্রমের আওতার মধ্যে পড়েন না।

২। তাঁরা কোন দায়িত্বশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষালাভ করে থাকেন।

৩। তাঁরা স্বেচ্ছায় পড়াশুনা করে থাকেন।

৪। তাঁরা অবসর সময়ে পড়াশুনা করেন।

বিজ্ঞান ও কারিগরী ব্যবস্থার উন্নতিতে আধুনিক জীবন হয়ে পড়েছে জটিল। ফলে প্রয়োজন উন্নততর মানবিক সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সামাজিক ও

৭নং তালিকা—২৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের শিক্ষাগ্রহণের তালিকা: মার্চ ১৯৫৯

বয়স	মোট	শতকরা হিসাব							বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত
		৮ বছরের কম	৮ বছর	৯-১১ বছর	১২ বছর	কলেজে ১-৩ বছর	কলেজে ৪ বছর বা তার বেশী	বিদ্যালয় বছর যা জানানো হয়নি	
২৫ ও তদূর্ধ্ব বছর	৯৭,৪৭৮,০০০	২০·৪	১৬·৯	১৮·০	২৬·৯	৮·১	৭·৯	১·৯	১১·০
২৫-২৯ বছর ...	১০,৯৩৯,০০০	৯·২	৭·১	১৯·৪	৪১·২	১১·২	১০·৯	০·৯	১২·৩
৩০-৩৪ বছর ...	১১,৯৮৩,০০০	১০·৫	৮·৯	২১·৯	৩৭·৪	৯·৮	১০·৭	০·৯	১২·২
৩৫-৪৪ বছর ...	২৩,৬৩৫,০০০	১৩·২	১২·০	২০·১	৩৫·৬	৮·৯	৯·০	১·১	১২·১
৪৫-৫৪ বছর ...	২০,৩৫৪,০০০	১৯·৮	১৯·৬	১৯·৫	২৩·৭	৭·৯	৭·৮	১·৯	১০·৫
৫৫-৬৪ বছর ...	১৫,২৭৩,০০০	২৮·২	২৫·৬	১৫·২	১৫·৯	৬·৭	৫·৯	২·৬	৮·৮
৬৫ বা তদূর্ধ্ব ...	১৫,২৯৪,০০০	৪০·১	২৫·৫	১১·৪	১০·২	৪·৯	৪·৩	৩·৬	৮·৩

অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে যার সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য উন্নততর শিক্ষার এবং জ্ঞানের প্রয়োজন। দিন দিন জনসংখ্যাও বাড়ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা অত্যন্ত সহজ হ'য়ে গেছে। আমাদের অনেক কাজ খুব সহজ এবং তার ফলে খুব একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতিতে বৃত্তির পরিবর্তন ঘটছে। উৎপাদন বাড়ছে ও আয়ও বাড়ছে।

তেমনি অবসর সময় বর্ধিত হওয়ায়, বাজারে আমোদ প্রমোদের চলন হওয়ায়, জনমাধ্যম ব্যবস্থার প্রবলতায় যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবনে যে অগ্রগতি ঘটেছে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গেলে ক্রমশঃই আরো উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন।

কেবলমাত্র শৈশব বা যৌবনের শিক্ষা নিয়ে এ অবস্থার মুখোমুখি হওয়া ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে যে নবীন দক্ষতা, জ্ঞান এবং মনোভাব প্রয়োজন, তা কেবল শিক্ষাদ্বারাই সম্ভব। পরিণত বয়সের শিক্ষাক্রমেই শিক্ষাব্যবস্থার "চতুর্থ বাহু" বলে গণ্য হচ্ছে এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সমান হয়ে উঠছে। অনেক অঞ্চলে শিক্ষা-জগতে নানা অনুষ্ঠানে শিশুদের চেয়ে বয়স্করাই সংখ্যায় বেশি কেননা শিক্ষার্থী বয়স্করা দলে ভারি।

সরকারী উদ্যোগী পরিকল্পনা

জাতীয় এবং রাজ্যভিত্তিক নেতৃত্ব

যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তরের প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা শাখা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গবেষণা ইত্যাদিতে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ, গ্রন্থাগার পরিচালন শাখা ও শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান শাখা প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপদান করে। কৃষি বিভাগ, অভিজ্ঞ প্রশাসন বিভাগ ও প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রমুখ কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থাও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরেই প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বিস্তারের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন। প্রত্যেক রাজ্যই প্রাপ্তবয়স্কের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করে এবং কোন কোন রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার জন্য ও সর্বক্ষণের জন্য বা আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করে। রাজ্য-গ্রন্থাগার উন্নয়ন সংস্থাও রাজ্যের ভিতরে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে থাকে।

সরকারী বিদ্যালয়—গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারী বিদ্যালয় মারফৎ প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় অঞ্চলেই একজন করে ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন যাঁর কাজ হচ্ছে স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা পরিচালকের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা, শিক্ষক নির্বাচন করা, পরিদর্শন ইত্যাদি কাজ করা। অতি আধুনিক কালে গৃহীত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ২½ মিলিয়নেরও অধিক ব্যক্তি সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা গ্রহণ করছে আর বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে মোটামুটি ২ মিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজ্যের একটি সংযুক্ত অর্থসাহায্য এই পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করেছে। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) রোজগারের জন্য প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা, (২) গৃহ পরিবার সাজিয়ে তোলার জন্য শিক্ষা, (৩) নগর ও জন-জীবনের উন্নতির জন্য শিক্ষা, (৪) বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য শিক্ষা, এবং (৫) খেলাধুলা এবং আনন্দ দানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—আংশিক ছাত্রদের জন্য প্রায় প্রত্যেক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি প্রসারিত শাখা আছে। মোটামুটিভাবে কাজ-গুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) পত্রবিনিময় শিক্ষা-ব্যবস্থা, (২) বৈকালিক কলেজ ব্যবস্থা, (৩) সম্মেলন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক উন্নয়ন ব্যবস্থা, (৪) সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং (৫) কানে শুনে এবং লিখে দেখে শেখার ব্যবস্থা। সাধারণতঃ এই কাজগুলি প্রসারিত শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। রাজ্য এবং পৌর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিগ্রী লাভের উপযোগী ক্রেডিট অথবা সেরকম ব্যবস্থার বাইরে এমনি প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদানের জন্য খুবই উৎসাহী।

অনেক নিম্নস্তরের কলেজেরও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাদানের জন্য একটি ক'রে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ আছে।

সমবায় প্রসারণ ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কৃষি বিভাগ যে সমবায় প্রসারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পূর্বে তার উদ্দেশ্য ছিল কৃষিকার্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা এবং কৃষির উন্নয়ন করা। কিন্তু আজ প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার উন্নয়ন এই ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং এদিক থেকে এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি অতিশয় উন্নত প্রতিষ্ঠান হয়েছে। নগরাঞ্চলে স্থানীয় কাউন্টি প্রতিনিধি ও

গৃহে গৃহে ব্যাখ্যাকারী কর্মচারীদের সাহায্যে শহরাঞ্চলেও এর কর্মক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য জনসাধারণকে সাহায্যদানের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও চলছে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি কৃষি সমস্যার সঙ্গে পরোক্ষ-ভাবে জড়িত। যে শিক্ষাপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারী উদ্যোগী পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র সরকারী বিদ্যালয়গুলিই যে অগ্রণী হয়েছে তা নয়—বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহশীল এবং তাদেরও বিশেষ অবদান রয়েছে। বহুবছর ধরে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেখানকার কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে আসছে। বর্তমানে আবার প্রশাসনিক কর্মচারীও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে—উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা (পূর্বে যাঁরা কেবলমাত্র কারিগরী শিক্ষালাভ করতেন), অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা, কর্মচারীদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের শিক্ষা ইত্যাদি পরিকল্পনা।

শ্রমিক সংঘও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। পূর্বে শ্রমিক সংঘগুলি কেবলমাত্র সংঘের উন্নতির জন্য কাজ করত, কিন্তু বর্তমানে সেখানেও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে নেতৃত্বদানের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। শ্রমিক সংঘের প্রতিটি সদস্য ও তাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এই শিক্ষার সুযোগ লাভ করে থাকে।

তাছাড়া ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চান এসোসিয়েশন, ইয়ং উইমেনস্ ক্রিশ্চান এসোসিয়েশন প্রমুখ সংস্থাগুলিও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ করে থাকে; সাধারণ শিক্ষা ভিন্ন আরও কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা যেমন কমবয়সী মায়েদের জন্য, অবিবাহিত যুবক যুবতীদের জন্য, গণ্যমান্য নাগরিকদের জন্য, পঙ্গুদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, ইত্যাদির রূপায়ণ এই সকল সংস্থার মাধ্যমে ঘটে। নাগরিক জীবনযাত্রা বিষয়ক শিক্ষার জন্যই এই ধরনের যৌথ-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হন।

চার্চগুলিও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। প্রায় সব গীর্জাতেই কর্মচারীদের ভিতরে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-

ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত থাকেন। এঁদের কাজ হলো প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্যসূচী তৈরী করা এবং স্থানীয় গীর্জাতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবার উপযোগী নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

প্রায় সমস্ত কর্মচারীদের দুপুরে-খাওয়ার ক্লাব, মহিলা-মহল, যুদ্ধ-প্রত্যাগতদের সংস্থা, ছেলেদের নিজস্ব সংস্থা (ফ্রেটার্নিটি)। বাবা-মা-শিক্ষক সংস্থার নিজ নিজ সদস্যদের জন্য শিক্ষাবিধি থাকে এবং সে নিয়ে চর্চা থাকে।

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য শিক্ষার প্রসারে বেতার কেন্দ্রগুলিরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রী টেলিভিশনে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রীতি মাফিক অথবা খোলামেলা নানা আলোচনা হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষার সমতুল্য মান দেবার মতো অনুষ্ঠান প্রচারের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাও চলছে। বর্তমানে কিন্তু উন্নততর বৃত্তিমূলক শিক্ষাও মেলে। টেলিভিশন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে।

বর্তমান গতি

প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার ক্রমোন্নতির ফলে বিভিন্ন নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে—

১। স্থানীয়, রাজ্য, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন। স্থানীয় সংস্থাগুলি উপদেষ্টা সমিতি ও সাধারণ সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার প্রসার ঘটায় ও বিভিন্ন পারস্পরিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার অবতারণা করে।

২। প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিমূলক করে তোলার কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পনেরটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার 'ডক্টরেট' উপাধি দেবার বন্দোবস্ত করেছে। প্রায় ১৪০টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেগুলি উচ্চতর শিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত রয়েছে সেগুলিও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

৩। প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার উন্নয়নে যে সকল বাধা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি অপসারণের জন্য গবেষণা চলছে। এই বাধাগুলির মধ্যে শিক্ষক নির্বাচন, পরিচালন ব্যবস্থা, অর্থসংস্থান ইত্যাদি অন্যতম। এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যে গবেষণার কাজ চালান হচ্ছে তার খরচপত্র চলছে প্রধানতঃ দাতব্য পরোপকারমূলক ব্যবস্থায়।

৪। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে—(ক) বার্ধক্য বইবার শিক্ষা, (খ) মৌলিক ও আক্ষরিক শিক্ষা, (গ) বয়স্কদের

প্রতিরক্ষা শিক্ষা, (ঘ) নগর ও জনস্বার্থ বিষয়ক শিক্ষা, (ঙ) বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা, (চ) সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা, (ছ) বয়স্কদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা, (জ) আমেরিকার নাগরিকত্ব শিক্ষা, (ঝ) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে সমষ্টি উন্নয়ন শিক্ষা ও (ঞ) নেতৃত্বদান শিক্ষা।

আমেরিকার নাগরিকগণ আজ বিশ্বাস করেন যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জীবন অত্যন্ত জটিল। তাই তাঁরা আজ সারা জীবন ধরে এমন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল যা' তাঁদের সমস্ত সমস্যাকে অনুধাবন করে সমাধান করতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থাগার

* * * *

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ, বিশেষীকৃত, রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয়-গ্রন্থাগারগুলি যৌথভাবে জাতিকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করে তবুও তাদের মধ্যে একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমেরিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। গ্রন্থাগারই হচ্ছে আমেরিকাবাসীর সকল প্রকার খবরাখবর যোগানোর ও বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করার প্রধান কেন্দ্র। তাই অনেক সময় সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে 'জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়' বলে অভিহিত করা হয়। গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ হল নিজে পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা। তাভিন্ন শিক্ষাব প্রসারের জন্য নানা পরিকল্পনাও গ্রন্থাগারগুলি গ্রহণ করে ও জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনাতেও যোগদান করে। সকল বয়সের লোকেরা গ্রন্থাগারগুলিতে পড়া-শুনার অধিকার লাভ করে থাকে। সাধারণভাবে মার্কিনী-শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্কে যে কথা সত্য, সে কথা গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দেশের পরিবর্তনশীল প্রয়োজন সার্থকভাবে মেটাবার জন্যই এগুলি জন্ম নিয়েছে এবং বেড়ে উঠছে।

বর্তমান আমেরিকায় মোটামুটিভাবে ৭,৫০০টি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, স্থানীয় শাখা ও ভ্রাম্যমান সংস্থাগুলি নিয়ে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাদি রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে কোন কেন্দ্রস্থলে, অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে, ডাক-ঘরে, এমনকি কোন কোন দোকানে এই সকল পুস্তকাদি ঐ অঞ্চলের অধিবাসী-দের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়। যদি কোথাও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয় তবে ভ্রাম্যমান সংস্থাগুলি কোন নির্দিষ্ট কৃষিকেন্দ্রে বা গৃহে পুস্তক-গুলি রেখে যায়। এই উদ্দেশ্যে ১৭৩ মিলিয়নেরও বেশী পুস্তক, ৬ মিলিয়ন পুস্তিকা, ১৩½ মিলিয়ন ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি ও ½ মিলিয়ন মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র, ছবি ইত্যাদি।

বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের গুরুত্ব আজকাল আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ সমাদৃত হচ্ছে এবং গ্রন্থাগারগুলি যে কেবলমাত্র বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদিই কিনছে তা নয় ভাষার রেকর্ডও

সংগ্রহ করছে। যে সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্কুল ছেড়ে এসেছেন, তাঁদের অনেকে এগুলির মাধ্যমে প্রথম বিদেশী ভাষা শিখছেন। যাঁরা বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন জার্মান, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষা শিখেছিলেন তাঁরাও আবার সেই শিক্ষাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

প্রতি বছর গৃহে ব্যবহারের জন্য প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পুস্তক সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলির মাধ্যমে কেনা হয়। আর তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক হল শিশু-পাঠ্য পুস্তক। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিশু ও যুবকদের প্রয়োজনের প্রতি কিরূপ নজর দেওয়া হচ্ছে। গৃহে পড়ার জন্য গ্রন্থাগার থেকে যে সকল পুস্তক সরবরাহ করা হয় তার মধ্যে এক-দশমাংশ সরবরাহ করে ভ্রাম্যমান সংস্থা; এগুলির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী।

সমষ্টিকরলব্ধ অর্থ থেকে এই সকল গ্রন্থাগারের অর্থসংস্থান করা হয়। তবে স্থানীয় এই গ্রন্থাগারগুলি শতকরা ৩ ভাগ রাজ্য-সাহায্য ও শতকরা ৪ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভ করে থাকে। ১৯৫৬ সালের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের জন্য অর্থ সাহায্য করে থাকে। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র দেশব্যাপী নগর-গ্রাম নির্বিশেষে একই ধরনের উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমগ্র দেশব্যাপী গ্রামাঞ্চলের ১১ মিলিয়ন জনসংখ্যা সমন্বিত ৮০০টি কাউন্টি এই বিশেষ সাহায্য লাভ করছে। এর মধ্যে কোন কোন কাউন্টিতে পূর্বে কোন গ্রন্থাগার ছিলই না। নতুন আইনানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী অর্থ পুস্তকাদি, দলিলপত্র গ্রামাঞ্চলের জন্য ক্রয় করেছেন এবং নতুন ১৩০টি ভ্রাম্যমান সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছেন।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গতানুগতিকভাবে কেবলমাত্র কোন একটি কেন্দ্র থেকেই পুস্তক সরবরাহ করে না। অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য গৃহে অথবা হাসপাতালেও পুস্তকাদি সরবরাহ করে থাকে।

গ্রন্থাগারগুলি অনেক সময় আলোচনা সভারও আয়োজন করে। সাধারণতঃ আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে প্রসিদ্ধ বই, বিশ্বপরিস্থিতি, আমেরিকার রাজনীতি, সমসাময়িক সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতামালারও ব্যবস্থা হয়ে থাকে। "কবিতা পাঠের আনন্দ", "মানব প্রকৃতির প্রকৃতি", "সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থা", "পূর্বদেশীয় সাহিত্য" প্রভৃতি হচ্ছে এই সকল অনুষ্ঠানের অন্যতম।

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে পুস্তকতালিকা ইত্যাদি প্রকাশ করে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণকে পড়াশুনার প্রতি উৎসাহিত করে তোলে। গ্রন্থাগারগুলি

আজকাল প্রায়ই শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রদর্শনী ও বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আলোচনায় যোগদান করছে।

কোন কোন গ্রন্থাগার আবার জনসাধারণের মধ্যে উন্নত পাঠাভ্যাসের জন্য বিভিন্ন মনোজ্ঞ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই পরিকল্পনা আবালবৃদ্ধবনিতাকে শিক্ষান্তর নির্বিশেষে আকর্ষণ করবার মত করে তৈরী করা হচ্ছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিশু ও যুবকরা বিভিন্ন বিশেষীকৃত উপকার লাভ করে। গল্প করা, পাঠকের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে নজর দেওয়া, নানা বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পুস্তক ও গ্রন্থের জগৎটি ছেলেবেলা থেকেই আমেরিকাবাসীর কাছে এগিয়ে আসে।

গ্রন্থাগার কর্তৃক এই সকল বিভিন্ন প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে একমাত্র উদ্দেশ্য—আমেরিকাবাসীকে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে পরিচিত করা। আমেরিকা-বাসী বিশ্বাস করে যে শিক্ষার দায়িত্ব সীমাহীন এবং গ্রন্থাগারের সঞ্চয় ও সংগ্রহ ব্যক্তির জীবন ঐশ্বর্যে ভরে তোলে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ভিন্ন আমেরিকাতে নানা বিশেষীকৃত গ্রন্থাগার রয়েছে যেগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয়ে গবেষণার কাজে সাহায্য করা। সাধারণ পুস্তকাদি ভিন্ন এখানে কারিগরী ও বিজ্ঞান বিষয়ক নানা পুস্তকাদি ও পরিসংখ্যানের জন্য দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকে। এই জিনিষগুলি অনেক সময় আন্তগ্রন্থাগারিক ব্যবস্থার সুযোগে একটি গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগার থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে নিতে পারে।

রাজ্য গ্রন্থাগার সংস্থা নানা ধরনের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তকাদি ও দলিলপত্রের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যদান করা ও অনেক সময় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-গুলিকে অর্থসাহায্য দান করা প্রভৃতি এই বিস্তৃত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

রাজ্য গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও মোটামুটিভাবে ১৫০টি যুক্তরাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার আছে। প্রাথমিক সরকারী সংস্থাগুলিকে সাহায্য করা এই গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্য হলেও যে কোন ধরণের গবেষণার কাজেও এইগুলির সাহায্য পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য এই ব্যাপারে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে ও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দান করে থাকে। স্থানীয় উদ্যোগে সমগ্র আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে ইদানীং রাজ্য এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসম উন্নয়নের আগ্রহশীল হ'য়ে উঠেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা

* * * *

বিকেন্দ্রীকৃত আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন তা' অত্যন্ত কেন্দ্রাপসারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তর থেকে আরম্ভ করে আঞ্চলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার নিম্নতম বিদ্যালয়টি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যে সকল বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্যার উৎসগুলি।

এই ধরনের গবেষণার কাজের জন্য সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় প্রশাসনিক পরিসংখ্যান, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা, ও বিভিন্ন প্রমাণিত তথ্যাদি। যাঁরা এই গবেষণার কাজ করেন, তাঁরা হয় ব্যবহারিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভূমিকা

আবর্তমান পরিসংখ্যান সমীক্ষা ও বিশেষ সমীক্ষার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সহজ তথ্য সরবরাহ করে। এই যে পরিসংখ্যান সমীক্ষা অর্থাৎ যাকে শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহের জাতীয় পরিকল্পনা বলা হয় তাতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরের অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়।

তাছাড়া শিক্ষাদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার একটি তথ্যবহুল ঐতিহাসিক বিবরণও তৈরী করে যাকে জাতীয় পরিসংখ্যান পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পরিসংখ্যান ও বিবরণী থেকে যে কেবলমাত্র শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থাই জানা যায় তা' নয় রাজ্য শিক্ষা-বিভাগ এইগুলির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার উপর গবেষণার আলোচনায় দুটি পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমবায় গবেষণা পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য শিক্ষাদপ্তর শিক্ষা কমিশনারকে যৌথভাবে গবেষণার কাজের জন্য কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে অর্থ-নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দান করে। গত তিন বছরে এই সমবায় পরিকল্পনার মাধ্যমে পোর্টোরিকো গুয়াম, কলোম্বিয়া প্রমুখ ৩১টি রাষ্ট্রের ৮৩টি কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থের বিনিয়োগে বিভিন্ন গবেষণার কাজ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় গবেষণা পরিকল্পনাটি জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষা আইন অনুসারে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষাসম্বন্ধে নতুন যে সকল পন্থা গৃহীত হয়েছে সেই সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করা। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী হওয়ার প্রথম বছরেই ৬৯টি গবেষণার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয়ে ২৩টি গবেষণা-সাহায্য দান করা হয়।

তা'ভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য-সংস্থা প্রমুখ সরকারী সংস্থাও মাঝে মাঝে শিক্ষাসম্বন্ধীয় গবেষণা করে থাকে। তবে সেগুলি একান্তভাবে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্যার উপর গবেষণা নয়।

বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা

শিক্ষাসম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষাব্যবস্থার গবেষণার ঠিক কত টাকা এরা ব্যয় করে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা গবেষণা অনেক সংস্থার কাছ থেকে অজস্র সাহায্য পেয়েছে। এই সকল সংস্থাগুলির গবেষণানীতি প্রতি বছর পরিবর্তিত হয় এবং সংস্থাগুলি এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণা করে। কিন্তু এ সকল পরিবর্তনাদি সত্ত্বেও কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য দান করে এবং নিজেদের কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার জগতে এরা নিঃসন্দেহে মূল্যবান কাজ করেছে।

পেশাদারী সংস্থার ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষা সমিতিও তার অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থা, আমেরিকান শিক্ষামূলক গবেষণা সমিতিপ্রমুখ পেশাদারী বা বৃত্তিমূলক সংস্থাগুলিও শিক্ষাসম্বন্ধীয় গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। জাতীয় শিক্ষা সমিতি শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষতঃ শিক্ষকদের শিক্ষকতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বাৎসরিক খবরাখবর সংগ্রহ করে প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার উপর গবেষণার কাজ করে। আমেরিকান শিক্ষামূলক গবেষণা সমিতি শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার গবেষণার ফলাফল সম্বলিত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে।

আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক সমিতি, আমেরিকান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি

প্রভৃতি অন্যান্য পেশাদারী সংস্থাও শিক্ষার ব্যাপারে গবেষণা করে থাকে। এই সকল সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা।

রাজ্য শিক্ষাবিভাগের ভূমিকা

গবেষণার ব্যাপারে রাজ্য শিক্ষাবিভাগের কাজ হচ্ছে প্রশাসনিক পরিসংখ্যান ও খবরাখবর সংগ্রহ করা এবং শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এই কাজের জন্য প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য শিক্ষাবিভাগে কয়েকজন করে গবেষক নিযুক্ত আছেন। অন্ততঃ একটি রাজ্যে শিক্ষাবিভাগের পরামর্শাধীনে পরীক্ষা-মূলক পাঠ্যবস্তু বিষয়ে ফলিত গবেষণার জন্য স্থানীয় স্কুল বিভাগের টাকা দেওয়ার প্রথার প্রবর্তন করেছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিক্ষাসম্বন্ধীয় গবেষণার প্রাথমিক উৎস হচ্ছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্যসরকারী ও বিভিন্ন সংস্থা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে থাকে, যার সুব্যবস্থার ফলে অধ্যাপকগণের কাজ কমে গেলেও তাঁরা গবেষণার কাজে বিশেষ-ভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। এই ধরনের হাজার হাজার গবেষণার কাজ প্রতি বছর সম্পাদিত হচ্ছে। তাছাড়া "ডক্টরেট" উপাধির জন্যও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন গবেষণা চলছে। মৌলিক ও ব্যবহারিক প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলের ভূমিকা

স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলেও শিক্ষার উপর গবেষণার কাজ সম্পাদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য গবেষক নিযুক্ত আছেন যাঁরা বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত খবরাখবরের (বিশেষতঃ স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা-সম্বন্ধে) ভিত্তিতে গবেষণা করে থাকেন।

গবেষণার ফলাফল

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার উপর যেসকল গবেষণা হয়েছে তার প্রতিফলন হচ্ছে আমেরিকার উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা। ছাত্রদের মনস্তত্বের উপর যে গবেষণা হয়েছে তার ফলে আজ প্রতিটি ছাত্রকে আলাদা-

ভাবে তার প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রদের শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাও এই মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফল। বিশেষীকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে আজ অন্ধ, মূক ও বধির, মানসিক ও শারীরিক ভাবে পঙ্গু ব্যক্তিরা সমাজে সাধারণের সমান শিক্ষা লাভে সমর্থ হচ্ছেন ও আদৃত হচ্ছেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে আজ দেশ বহু অর্থের অপচয়কে রক্ষা করতে পেরেছে এবং সেই অর্থকে উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে পারছে। শিক্ষকতা শিক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব অসীম। সমাজের কোন ক্ষেত্রে যদি উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয় তবে সেই বিষয়ে গবেষণা করালে সে প্রয়াস ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব। নিয়ত গবেষণা ভিন্ন ছাত্রদের বুদ্ধি ও প্রবণতা বুঝতে পারা যায় না। প্রসঙ্গতঃ একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন ছাত্র বুদ্ধিমান বলে প্রতীয়মান হয় তবে নিম্নতর শ্রেণীতে কোন বিষয়ে অকৃত-কার্য হ'লেও তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা চলে। কারণ সেই বিশেষ বিষয়ের প্রতি নজর দিলেই ছেলেটি ভাল ফল করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গবেষণার ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থা

*　　　*　　　*

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বহু শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিকভাবে বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত-গণ কাজ করে চলেছেন। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র ও অধ্যাপক বিনিময় প্রচলিত ছিল। বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রায়শঃই অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য বিভিন্ন দেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শান্তিস্থাপনের উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রসারের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বও আরোপিত হচ্ছে। এই গুরুত্ব আরোপের একটি প্রকাশ দেখা যায় রাষ্ট্রসংঘের অধীনে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিস্ফুরণ সহযোগিতা সংগঠনের মধ্যে। তবে এই সংগঠনটি বিশেষ কোন সহযোগিতামূলক কাজ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের বাইরে জেনেভায় বেসরকারীভাবে যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কার্যালয় স্থাপিত হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনে তার অবদান অনেক। বিভিন্ন রাষ্ট্র এই বেসরকারী সংগঠনে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনে যোগদান করে ১৯২৮ সালে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহু বেসরকারী প্রচেষ্টাও রয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্যের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংসদ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া রকফেলার, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, গুগেনহেম প্রমুখ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও আন্তর্জাতিক শিক্ষার উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছে। ১৯৩৬ সালে বুয়েনাস এয়ার্সে আন্তঃ-আমেরিকান সংস্কৃতির সম্বন্ধচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর থেকে আমেরিকা আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষার প্রসারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে শিক্ষার প্রসারে আমেরিকার ভূমিকায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ফুলব্রাইট আইন, ১৯৪৮ সালের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় তথ্য ও শিক্ষা বিনিময় আইন প্রভৃতি আইনানুসারে আমেরিকা অধীনস্থ অঞ্চল ও অর্ধোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য

করতে আরম্ভ করেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব এককভাবে রাজ্যশিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত রয়েছে। পূর্বে অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেনাবিভাগের উপর কিন্তু বর্তমানে সে দায়িত্বও রাজ্যশিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারিগরী সাহায্যের ব্যাপারটিও বহু প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর ১৯৫৫ সাল থেকে রাজ্যশিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত প্রায় সরকারী একটি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ভারপ্রাপ্ত বিভাগগুলি আন্তর্জাতিক শিক্ষা-পরিকল্পনা ব্যাপারে অসংখ্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে। একই সঙ্গে বেসরকারী পরিকল্পনাসমূহও অভূতপূর্ব পরিমাণে বেড়ে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে—(১) জাতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতিসাধন, (২) যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সমগ্র বিশ্বের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরা, (৩) বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকে বৃদ্ধি করা, (৪) কম্যুনিষ্ট আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে শক্তিশালী করা এবং (৫) অর্ধোন্নত দেশগুলিকে উন্নতির জন্য সাহায্য করা—যাতে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ঐ অর্ধোন্নতির সুযোগে কম্যুনিজম প্রচার না করতে পারে।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে সার্থক করে তুলতে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা এই অল্পপরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চারটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) ব্যক্তি বিনিময়, (২) কারিগরী সাহায্যদান, (৩) আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা ও (৪) তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা। যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনের দায়িত্ব একান্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে সেইজন্য শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ব্যক্তি বিনিময়

আন্তঃআমেরিকান সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের উন্নতিসাধন-সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে রূপদান করার জন্য ১৯৩৯ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যক্তিবিনিময় পরিকল্পনাটিকে রূপদান করে। জনসাধারণ আইন ৪০২, ৮০তম কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় তথ্য ও শিক্ষা বিনিময় আইন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ সালে সরকারকে

বিশ্বব্যাপী এই পরিকল্পনাটির রূপদানের অধিকার দান করে। তবে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল এই দশ বছরে পরিকল্পনাটির কাজ খুব দ্রুত হয়নি। মাত্র ৫,০০০ ব্যক্তি এই পরিকল্পনানুসারে বিভিন্ন দেশে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু পরবর্তী বছর থেকেই বহুব্যক্তি এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যক্তি এই পরিকল্পনায় যোগদান করে। এই বছরে মোট ১৭,০৫৭ জন ব্যক্তির মধ্যে ১২,৩৫৪ জন এ দেশে আসে এবং ৪,৭০৩ জন বিদেশে গমন করে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিনিময়ের হিসাব ৮নং তালিকায় দেখান হোল।

৮নং তালিকা—পরিকল্পনানুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্যক্তি বিনিময়ের সংখ্যা।

(১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে)

শিক্ষামূলক বিনিময়	আমেরিকা থেকে	বিদেশ থেকে	মোট
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ...	৭,০০০	১৫,৪৮৬	২২,৪৮৬
উচ্চতর গবেষণার জন্য ...	১,৩৬৪	৭৩	৪,৪৩৭
শিক্ষকতা বা শিক্ষকতার উন্নতির জন্য	২,১৫৭	৩,৭১৯	৫,৮৭৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য ...	১,৮৭৪	৭২১	২,৫৯৬
বক্তৃতা বা উপদেশের জন্য ...	১,২৩০	....	১,২৩০
বাস্তব অভিজ্ঞতার শিক্ষার জন্য ...	....	৮৮৮	৮৮৮
পরিদর্শন ও আলোচনার জন্য	....	৯,৪৭৮	৯,৪৭৮
মোট—	১৩,৬২৫	৩৩,৩৬৫	৪৬,৯৯০

শিক্ষাদপ্তর যদিও প্রাথমিকভাবে শিক্ষক, ছাত্র ও নেতৃবৃন্দের বিনিময়ের কথা চিন্তা করেছিল কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের ব্যক্তি বিনিময়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাজ্যবিভাগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন বিভাগের অফুরন্ত সাহায্য লাভ করে। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় এবং বহুসংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও সাহায্য লাভ করে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬০ সাল

পর্যন্ত শিক্ষাদপ্তর কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং কতজন অংশ গ্রহণ করেছে তার একটি তালিকা ৯নং তালিকায় দেওয়া হল। এই সকল পরিকল্পনা বহির্ভূত ভাবেও প্রতি বছর ৩০০ জনেরও অধিক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন পড়াশুনা ও পরিদর্শন করার জন্য। এঁরা আসেন নিজ নিজ দেশের সরকারের পরিচালনায়। কেউ কেউ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লাভ করে। অথবা পূর্বতন সহায়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় কিংবা নিজের খরচাতেও এসে থাকেন।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় পরিকল্পনা, ১৯৪৮-৫৮ রাজ্যবিভাগ প্রকাশন ৬৭১০, আন্তর্জাতিক তথ্য ও সংস্কৃতি সিরিজ ৬০, ওয়াশিংটন: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মুদ্রন দপ্তর ১৯৫৮, ৬০-৬৩ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত (উপরোক্ত তালিকায় কারিগরী সাহায্যে যোগদানকারীদের সংখ্যা দেখান হয়নি।)

৯নং তালিকা—১৯৩৯ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণকারীর তালিকা।

পরিকল্পনা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বুয়েনস এয়ার সম্মেলন	৩২০
আন্তর্জাতিক শিক্ষকতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ...	৩,৫৩৫
ভ্রমণ ও সংস্থাপন সাহায্য পরিকল্পনা	৪৬২
শিক্ষক বিনিময় পরিকল্পনা	৫,৪৭৭
নেতা ও বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনা	১,০৪৫
	১০,৮৩৯
কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনা	৪,৬১০
মোট	১৫,৪৪৯

এই পরিকল্পনানুযায়ী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রশাসন বিভাগ দ্বি-রাষ্ট্রীয় চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কারিগরী সাহায্য দান করার জন্য একটি কর্ম-পরিষদ গঠন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই পরিষদটি গঠিত। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলিতে কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য ঐ সকল দেশের সরকারকে পরামর্শ দান করা এই কর্মপরিষদের কাজ। তাছাড়া,

পরিকল্পনা তৈরী করতে, বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নতির ব্যাপারেও এই পরিষদটি পরামর্শ দান করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাদপ্তরের কাজ হ'ল বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা ও নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। কৃষি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতি আরও নানা সংস্থা এই ব্যাপারে কাজ করে থাকে।

কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনানুসারে আমেরিকাবাসী ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা শিক্ষা ও পরীক্ষার সুযোগ লাভ করে। গত কয়েক বছর যাবৎ প্রতি বছর ৫,০০০ এরও বেশী ব্যক্তি এই পরিকল্পনার সুযোগ লাভ করেছে। ১৯৫৮ সালে সংখ্যা হয় ৬,৩৪২ জন, তার মধ্যে ৫,৩০৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকায় আসেন, ১,১৪৬ জন তাঁদের নিজ নিজ দেশেই শিক্ষালাভ করেন এবং ২৯১ জন বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষালাভ করেন।

কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় প্রশাসনের মাধ্যমে বিদেশী সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে বা পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করে। এই চুক্তি অনুসারে অন্যান্য দেশে আমেরিকা শিক্ষক পাঠায় ও সেখানকার শিক্ষার্থীদের এখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে। ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে গৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫৩টি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩টি দেশের সঙ্গে ৮৯টি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রসার এবং উন্নতির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এই সংস্থার আমেরিকা শাখা ও আরও অন্যান্য সংস্থা এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তার কর্মপন্থাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যুরোও আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী হয়েছে। জাতিপুঞ্জের অধীন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রমুখ সংস্থাগুলিও শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশের

শিক্ষকদের মাধ্যমে যাতে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের প্রসার ঘটে ও দৃঢ়তর হয় তার জন্য বিশ্ব-শিক্ষক সংস্থাও পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

উপরোক্ত সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সম্মেলন, আলোচনা-সভা, শিক্ষকতাকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরকারী ও বেসরকারীভাবে ঐ সকল সম্মেলন ও আলোচনা-সভাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকে।

তুলনামূলক শিক্ষা

শিক্ষাদপ্তর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দপ্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল। ১৮৬৭-৬৮ সালে শিক্ষা কমিশনার যখন প্রথম বিবরণী দাখিল করেন তাতে "ইউরোপীয় জননির্দেশ ব্যবস্থা" বলে একটি অংশ ছিল। এই অংশটিই পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয় যখন ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস তৎকালীন শিক্ষা ব্যুরোকে (বর্তমানের শিক্ষা-দপ্তর) তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের আদেশ দান করে।

শিক্ষাদপ্তরের প্রতিনিধি হিসাবে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদপ্তর দীর্ঘ পর্যাক্রমিক বিবরণী প্রকাশ করে ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে। প্রয়োজনানুসারে নতুন ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। এই ব্যাপারে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তরকে যথেষ্ট সহায়তা করে।

আজকের আমেরিকাবাসী বিশ্বাস করে যে তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে পৃথিবী শান্তির পথে অনেকদূর অগ্রসর হ'তে পারবে। তাই আজ আমেরিকায় এই ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।



ট্রাক্টর এঞ্জিন পরিচালনা সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষাদান